দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ

Manabik Bangladesh

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা মঙ্গলবার ॥ বর্ষ-১ সংখ্যা-১৬৩ ॥ ০৩ অক্টোবর ২০২৩ ॥ ১৮ আশ্বিন ১৪৩০ বাংলা ॥ ১৭ রবিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

সবার সমন্বয় হলে পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন হবে : পার্বত্য মন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বীর বাহাদুর ঊশৈসিং বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের পর্যটন খাতের উন্নয়নে সবার সমন্বয় দরকার। তাহলে এ অঞ্চলের পর্যটন শিল্পের ব্যাপক উন্নয়ন হবে। গতকাল সোমবার সকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান কার্যালয়ে রাঙামাটি প্রেস ক্লাবের নেতাদের সঙ্গে সৌজন্য আলোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নে আন্তরিক। পার্বত্য চট্টগ্রামে শিক্ষার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী এখানে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে দিয়েছেন। সুযোগ *২-এর পাতায় দেখুন*

শিশুদের দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে : স্পিকার

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেছেন, শিশুরা জাতির প্রাণ, তারাই ভবিষ্যৎ জাতি দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ শিশু একাডেমি মিলনায়তনে 'বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০২৩' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। স্পিকার বলেন, শৈশবকাল একটি বিশেষ সময়। ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সকে শৈশবকাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। শৈশবকালের ভিত সুষ্ঠু করতে হলে শিশুদের মর্যাদাপূর্ণ বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে। মায়ের গর্ভে শিশুদের প্রাণের সঞ্চার হয়। তাই শিশুদের পূর্ণাঙ্গ মানবিক বিকাশ নিশ্চিত করার জন্য গর্ভাবস্থায় প্রতিটি মায়ের সুষম খাদ্য গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনীয় টিকাদান শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তিনি বলেন, সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিশুশ্রম নিরসনে শেখ হাসিনা সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত *২-এর পাতায় দেখুন*

দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে খেলাপি ঋণ

স্টাফ রিপোর্টার : খেলাপি ঋণ কমানোর নানা উদ্যোগের পরও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। খেলাপি ঋণের সব রেকর্ড ভাঙল। চলতি ২০২৩ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত খেলাপি দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ কোটি টাকা। আর শেষে তিন মাসেই খেলাপি ঋণ বেড়েছে ২৪ হাজার ৪১৯ কোটি টাকা। গত রোববার ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের এ প্রতিবেদন প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। তথ্য বলছে, ব্যাংকিং খাতে মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১৫ লাখ ৪২ হাজার ৬৫৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে খেলাপিতে পরিণত হয়েছে এক লাখ ৫৬ হাজার ৩৯ কোটি টাকা, যা মোট বিতরণ করা ঋণের ১০ দশমিক ১১ শতাংশ। খেলাপি ঋণের এ অঙ্ক দেশের *২-এর পাতায় দেখুন*

বাজেট বাস্তবায়ন বড় চ্যালেঞ্জ

পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও সুষ্ঠভাবে বাজেট বাস্তবায়ন এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ

স্টাফ রিপোর্টার : পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও সুষ্ঠভাবে বাজেট বাস্তবায়ন এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করে অর্থ মন্ত্রণালয়। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ বলেছে, রাজস্ব আহরণ ও সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নেই। বছরভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করলেও সময়মতো ও সুষ্ঠুভাবে বাজেট বাস্তবায়ন হচ্ছে না, ফলে এখনো এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ। চ্যালেঞ্জ উত্তরণে কতিপয় নির্দেশনা দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। সূত্র জানায়, সরকারের আয় ও ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে রাজস্ব আহরণ ও সরকারি অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকা। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বাজেট বাস্তবায়ন সাধারণত অর্থবছরের প্রথম দিকে ধীরগতিতে চলে। একইভাবে অর্থবছরের শুরুতে রাজস্ব আদায়ে ধীরগতি লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন-ভাতা ছাড়া অন্যান্য সব আইটেমের বিপরীতে ব্যয়ের পরিমাণও কম থাকে। বিশেষ করে বিভিন্ন ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, মেরামত সংরক্ষণ, নির্মাণ ও পূর্ত কাজ এবং মালামাল *২-এর পাতায় দেখুন*

বর্ডার খুলে দিলে আলু ২০-২৫ টাকায় নামবে

— ভোক্তার ডিজি

স্টাফ রিপোর্টার : বর্ডার খুলে দিলে ভোক্তারা ২০-২৫ টাকার মধ্যে আলু খেতে পারবেন বলে জানিয়েছেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। তবে এটি কোনো স্থায়ী সমাধান নয় বলেও জানিয়েছেন তিনি। তিনি বলে, এখন আমরা বর্ডার খুলে দিলে কৃষক বা আলু ব্যবসার সঙ্গে জড়িতরা ক্ষতির সম্মুখীন হবে। পরের বছর তারা আলু উৎপাদনে উৎসাহিত হবে না। অনেক কিছু বিবেচনা করতে হয়। গতকাল সোমবার জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ভোক্তা অধিকার *২-এর পাতায় দেখুন*

বিএনপি নির্বাচন বানচালের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত : ওবায়দুল কাদের

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল এবং নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্টের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের। গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, বিএনপি আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচাল এবং নির্বাচনী পরিবেশ বিনষ্টের গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। তারা অতীতের ধারাবাহিকতায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে অবস্থান করে নির্বাচন ও নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। একই সাথে দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের চলমান অভিযাত্রাকে ব্যাহত করতে চায়। বিগত দিনে দেশের সাংবিধানিক বিধান অনুযায়ী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামীতেও সেই ধারাবাহিকতায় পবিত্র সংবিধানের বিধান অনুযায়ীই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে বিএনপি নির্বাচন বানচালের লক্ষ্যে সারা দেশে আগুন সন্ত্রাসের মাধ্যমে শত শত নিরীহ মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিল। নির্বাচন প্রতিরোধের নামে বিএনপি ৩ হাজারের বেশি মানুষ পুড়িয়েছিল, ৫ শতাধিক ভোটকেন্দ্র ও স্কুলসহ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জ্বালিয়ে দিয়েছিল, এজলাসে বসা বিচারককে বোমা মেরে হত্যা ও আইনজীবীকে হত্যা করেছিল, রেললাইন উপড়ে ফেলেছিল, হাজার হাজার গাছ কেটে ও রাস্তা কেটে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে মধ্যযুগীয় কায়দায় নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল। কোনো রাজনৈতিক *২-এর পাতায় দেখুন*

ক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা

স্টাফ রিপোর্টার : ক্যাডার বৈষম্যসহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছেন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা। গতকাল সোমবার সকালে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি হাজি মুহাম্মদ মহসিন কলেজ ইউনিটের উদ্যোগে এ কর্মবিরতি কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় শিক্ষক নেতারা বলেন, শিক্ষা ক্যাডারের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের জন্য তারা দীর্ঘদিন ধরে সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে আসলেও সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। বর্তমান সরকার যখন স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে স্মার্ট শিক্ষাব্যবস্থার কথা ভাবছে, ঠিক *২-এর পাতায় দেখুন*

দয়া করে কেউ আমাদের গণতন্ত্র শিক্ষা দেবেন না : তথ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশ আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে। এই অগ্রযাত্রা অনেকের পছন্দ নয়। সেজন্য নানা ছলছুতায় প্রথমে আনে মানবাধিকার, তারপর বলে সুষ্ঠু পথে নির্বাচন হয়নি। তিনি বলেন, আমাদের দেশে অবশ্যই আগামী নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু এবং জনগণের অংশগ্রহণে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। সরকার সর্বোচ্চভাবে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা করবে। দয়া করে কেউ আমাদের গণতন্ত্র শিক্ষা দেবেন না। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মায়ের কান্না আয়োজিত মানববন্ধনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের অপসারণের দাবিতে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। হাছান মাহমুদ বলেন, আমাদের দেশে পরাজিত প্রার্থীরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পরাজয় মেনে নেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও পরাজয় মেনে নেননি। যারা গণতন্ত্র শিক্ষা দিতে চায়, তাদের অনেকের দেশেই গণতন্ত্র নাই। তিনি বলেন, *২-এর পাতায় দেখুন*

বিদেশি দূতাবাসের কর্মকর্তারা কি বিএনপির মুখপাত্র : তারানা

স্টাফ রিপোর্টার : আসন্ন নির্বাচন নিয়ে বিদেশি দূতাবাসের কর্মকর্তারা কি বিএনপির মুখপাত্রের ভূমিকা পালন করছেন এমন প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। তিনি বলেন, আসন্ন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র কয়েকজনকে স্যাংশন দিয়েছে। আওয়ামীলীগের সংবাদ প্রকাশ করে এমন গণমাধ্যমগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। তাহলে কি শুধুমাত্র বিএনপির খবর প্রকাশ করাই বাকস্বাধীনতা? আপনারা কি শুধুমাত্র বিএনপির পক্ষে কথা বলবেন? তাহলে আপনারা কি বিএনপির পৃষ্টপোষকতা করেন? *২-এর পাতায় দেখুন*

দেশের প্রথম ব্যাংক হিসেবে 'আইটিএফসি-২০২৩' অ্যাওয়ার্ড পেল সিটি ব্যাংক

স্টাফ রিপোর্টার : সিটি ব্যাংক সম্প্রতি ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স করপোরেশন থেকে 'আইটিএফসি ট্রেড ফাইন্যান্স ডিল অফ দ্যা ইয়ার' পুরস্কার পেয়েছে। ইসলামিক ট্রেড ফাইন্যান্স করপোরেশন ইসলামি ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে সিটি ব্যাংকই প্রথম আইটিএফসি'র পার্টনার ব্যাংকগুলোর মধ্যে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার অর্জন করেছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে দেশে ডলার সংকটের সময় গম আমদানির জন্য ইসলামি অর্থায়ন কাঠামোর অধীনে সিটি ব্যাংক একটি অনন্য সমাধান খুঁজে বের করার প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ এই পুরস্কার পায়। সিটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মাসরুর আরেফিন আইটিএফসি'র সিওও নাজিব নুরডালির কাছ থেকে পুরস্কারের ক্রেস্ট গ্রহণ করেন। *২-এর পাতায় দেখুন*

চিকিৎসায় নোবেল পেলেন ২ করোনা টিকা গবেষক

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছর চিকিৎসাশাস্ত্রে যুগ্মভাবে নোবেল পদক পেয়েছেন ক্যাটালিন কারিকো এবং ড্রু উইসম্যান। কোভিড-১৯ রোগের বিরুদ্ধে কার্যকর নিউক্লিওসাইড বেস পরিবর্তন সংক্রান্ত এমআরএনএ টিকা আবিষ্কারের জন্য এই পুরস্কার পেলেন তারা। গতকাল সোমবার বাংলাদেশ সময় বিকেল পৌনে ৪টায় সুইডেনের ক্যারোলিনস্কা ইনস্টিটিউট চিকিৎসা বিজ্ঞানে এ বছর বিজয়ী হিসেবে তাঁদের নাম ঘোষণা করেছে। নোবেল কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'তাঁদের যুগান্তকারী আবিষ্কারের মাধ্যমে মানবদেহের ইমিউন সিস্টেমের সঙ্গে এমআরএনএ কীভাবে যোগাযোগ করে সে সম্পর্কে এতদিনের ধারণা মৌলিকভাবে পরিবর্তন হয়েছে। বিজয়ীরা আধুনিক সময়ে মানব স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে বড় একটি হুমকির ভ্যাকসিন বিকাশে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছেন।' আজ ঘোষণা করা হবে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ীর নাম। পরের দিন ঘোষণা করা হবে রসায়নে নোবেল বিজয়ীর *২-এর পাতায় দেখুন*

পিতৃত্বকালীন ছুটি চালু করল রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে প্রথমবারের মতো মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান চালু করেছে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান অনুমোদন দিয়েছে। এই বিধিতে প্রচলিত সব ছুটির সঙ্গে ১৫ দিনের জন্য পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান প্রণীত হয়েছে। গতকাল সোমবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেন রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জনেসংযোগ কর্মকর্তা মো. শাহ আলী। তিনি বলেন, এর আগে ২৬ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৪তম সিন্ডিকেট সভায় এ ছুটির বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শাহ্ আজমের সভাপতিত্বে ২৪তম সিন্ডিকেট সভায় উপস্থিত ছিলেন *২-এর পাতায় দেখুন*

৮৮ শতাংশ কাজ শেষ শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের

স্টাফ রিপোর্টার : হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালের ৮৮ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ বেসামারিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল এম মফিদুর রহমান। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল ৯০ শতাংশ কাজ শেষ করে সফট ওপেনিং করা হবে। কিন্তু, এখন পর্যন্ত ৮৮ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। এর মাঝে বৃষ্টি ছিল। তবে আগামী তিন দিনের মধ্যে বাকি কাজ শেষ হবে। গতকাল সোমবার দুপুরে বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে বেবিচক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব তথ্য জানান। মফিদুর রহমান বলেন, অনেকের প্রশ্ন, সফট ওপেনিংয়ের পরে আমরা কি পেতে যাচ্ছি! আসলে সফট ওপেনিংয়ের মাধ্যমে আমাদের যে পরিকল্পিত কাজ, সেটা শেষ হলো। এবং এর মাধ্যমে আমাদের সুবিশাল টার্মিনালটা প্রস্তুত হয়ে গেছে। ইক্যুইপমেন্টগুলো লেগে গেছে। আমাদের চেকের থেকে শুরু করে ইমিগ্রেশন, তারপরে সিকিউরিটি, সব ধরনের যন্ত্রপাতি লেগেছে। মো. মফিদুর রহমান বলেন, অনেক বিশাল-বিশাল এক্সেলেটর, লিফট লেগে গেছে। এখানে ব্যাগেজ হ্যান্ডেলিং সিস্টেম লেগে গেছে। এবং এখানে যে ইমিগ্রেশনের সঙ্গে অন্যান্য ইনফরমেশন আদান-প্রদান, এগুলোর ইক্যুইপমেন্টগুলো লেগে গেছে। এবং অনেকগুলো বোর্ডিং ব্রিজ বসে যাচ্ছে। এবং কিছু-কিছু জায়গায় সংস্থাপন পর্যায়ে আছে। তিনি আরও বলেন, আমাদের ফিজিক্যাল কাজ কিন্তু শেষ। এখন বাকি ১০ শতাংশ কাজের মধ্যে কিন্তু এই পার্টগুলো আসে। কিছু-কিছু ইন্টেরিয়রের কাজ বাকি আছে। এই কাজগুলো আসবে। এই কাজগুলো আমরা সফট ওপেনিংয়ের পর শুরু করব। এই ইন্টেরিয়রের পার্ট, ক্যালিব্রেশনের পার্ট, ফাংশনাল পার্ট এগুলো আমরা করব। এয়ারভাইস মার্শাল বলেন, আপনারা জানেন, এই বিমানবন্দরের দায়িত্ব আপাতত আমরা *২-এর পাতায় দেখুন*

অনলাইনে নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে ১৩ সংগঠনের যৌথ প্ল্যাটফর্ম

স্টাফ রিপোর্টার : অনলাইনে নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে ১৩ সংগঠনের সমন্বয়ে একটি যৌথ প্ল্যাটফর্ম গঠন করা হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্বে রয়েছে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)। গতকাল সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশে ইন্টারনেটের অবাধ ব্যবহারের ফলে সাইবার জগতের অধিকার সুরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বাড়ছে। অনলাইনে সংঘটিত বিভিন্ন সহিংসতার মধ্যে নারী ও শিশু সম্পর্কিত ঘটনাগুলো স্পর্শকাতর এবং অনেক ভুক্তভোগী প্রতিরোধ বা প্রতিকারে পদক্ষেপ নিতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে সমন্বিতভাবে কাজ করতে বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভসেস ট্রাস্টের (ব্লাস্ট) উদ্যোগে সম্প্রতি ১৩টি সংগঠনের যৌথ প্লাটফর্ম গঠন হয়েছে। 'নারী ও শিশুর জন্য নিরাপদ অনলাইন জগৎ *২-এর পাতায় দেখুন*

১২ কেজি এলপিজির দাম বাড়লো ৭৯ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : এক মাসের ব্যবধানে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে আবারও বেড়েছে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাসের (এলপিজি) দাম। এবার ১২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৭৯ টাকা বাড়িয়ে এক

হাজার ৩৬৩ টাকা করা হয়েছে। গতকাল সোমবার রাজধানীর কারওয়ান বাজারে টিসিবি ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে এ ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নতুন দাম আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকেই কার্যকর হবে। এর আগে সেপ্টেম্বর মাসে ভোক্তাপর্যায়ে ১২ কেজি এলপিজির দাম এক হাজার ১৪০ থেকে ১৪৪ টাকা বাড়িয়ে এক হাজার ২৮৪ টাকা করা হয়েছিল। ১২ কেজি সিলিন্ডার ছাড়াও সাড়ে পাঁচ কেজি থেকে শুরু করে ৪৫ কেজি পর্যন্ত সব সিলিন্ডারের দাম বাড়ানো হয়েছে। এরমধ্যে ৫.৫ কেজির দাম বাড়িয়ে ৬২৫ টাকা, ১২.৫ কেজি ১ হাজার ৪২০, ১৫ কেজি ১ হাজার ৭০৪, ১৬ কেজি ১ হাজার ৮১৮, ১৮ কেজি ২ হাজার ৪৫, ২০ কেজি ২ হাজার ২৭২, ২২ কেজি ২ হাজার ৫০০, ২৫ কেজি ২ হাজার ৮৪০, ৩০ কেজি ৩ হাজার ৪০৮, ৩৩ কেজি ৩ হাজার ৭৪৯, ৩৫ কেজি ৩ হাজার ৯৭৬ এবং ৪৫ কেজির দাম ৫ হাজার১১৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঘোষণায় বলা হয়েছে, বেসরকারি এলপিজির রিটেইলার পয়েন্টে ভোক্তাপর্যায়ে মূসকসহ মূল্যপ্রতি *২-এর পাতায় দেখুন*

সংসদ এলাকা থেকে জিয়া কবর অপসারণের দাবি

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মরণোত্তর বিচারের দাবি জানিয়েছে মায়ের কান্না নামে একটি সংগঠন। অন্যায়ভাবে ফাঁসি, কারাদণ্ড দেওয়া ও চাকরিচ্যুত করার অপরাধে শাস্তি দাবি করে জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা থেকে জিয়ার কবর অপসারণের দাবিও জানিয়েছে সংগঠনটি। গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মানববন্ধন আয়োজন করে মায়ের কান্না। এ সময় সাত দফা দাবিও জানায় সংগঠনটি। বক্তারা বলেন, জেনারেল জিয়া আমাদের বাবাদের বিনা কারণে হত্যা করেছে। আমরা আমাদের বাবাদের কবর এখন পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। এমনকি কবরের পাশে গিয়ে জিয়ারত পর্যন্ত করতে পারি না। যেহেতু আমাদের বাবার কবর নেই তাহলে খুনি *২-এর পাতায় দেখুন*

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা মঙ্গলবার ॥ ০৩ অক্টোবর ২০২৩ ॥ ১৮ আশ্বিন ১৪৩০ বাংলা

উৎপাদনের অপেক্ষায় গ্যাসভিত্তিক ৫ বিদ্যুৎকেন্দ্র

১১০০ কোটি টাকায় দুই কার্গো এলএনজি কিনবে পেট্রোবাংলা

স্টাফ রিপোর্টার : দেশে উৎপাদিত বিদ্যুতের ৪৭ শতাংশই গ্যাসভিত্তিক। যার মোট উৎপাদন ক্ষমতা ১১ হাজার ১৭ মেগাওয়াট। কিন্তু গ্যাস সংকটের ফলে উৎপাদনের মাত্রা কমে দাঁড়িয়েছে আট হাজার ২২৮ মেগাওয়াটে। বর্তমানে গ্যাসচালিত কেন্দ্রগুলোতে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা দুই হাজার ২৪০ মিলিয়ন ঘনফুট। বিপরীতে পেট্রোবাংলা সরবরাহ করছে অর্ধেকেরও কম অর্থাৎ এক হাজার ৩৪ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস। পেট্রোবাংলার তথ্য মতে, সহসাই গ্যাস সরবরাহ বৃদ্ধির তেমন সম্ভাবনা নেই। এমন সংকটের সময়ও উৎপাদনের অপেক্ষায় রয়েছে আরও পাঁচটি গ্যাসচালিত নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্র। নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদনে আসার কথা ছিল গত ৩১ আগস্ট। কিন্তু গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত না হওয়ায় বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো

উৎপাদনে আনা সম্ভব হয়নি। নতুন কেন্দ্রগুলোর মধ্যে রয়েছে- এলএনজিভিত্তিক সামিট গ্রুপের মেঘনাঘাট ৫৮৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র, ইউনিক গ্রুপের মেঘনাঘাট ৫৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপের মেঘনাঘাট ৭১৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র। এ ছাড়া, ডুয়েল ফুয়েলভিত্তিক (গ্যাস বা ডিজেল) খুলনা ৩৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎকেন্দ্র ও ১৫৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ঘোড়াশাল ইউনিট-৩ রিপাওয়ারিং বিদ্যুৎকেন্দ্র। সবমিলিয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর উৎপাদন ক্ষমতা দুই হাজার ৩৭১ মেগাওয়াট। তিতাস সূত্রে জানা যায়, জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কারিগরি পরীক্ষার জন্য কেবল সামিট ও ইউনিকের বিদ্যুৎকেন্দ্রে গ্যাস সরবরাহ করতে বলা হয়েছে। ফলে কেন্দ্র দুটিতে বর্তমানে ২০ মিলিয়ন

৭-এর পাতায় দেখুন

সাহেদের জামিন স্থগিত চায় দুদক, শুনানি ১৬ অক্টোবর

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধ সম্পদ অর্জনের মামলায় তিন বছরের দণ্ডিত রিজেন্ট হাসপাতাল লিমিটেডের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন। গতকাল সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম আবেদনটি শুনানির জন্য ১৬ অক্টোবর দিন নির্ধারণ করেছেন। আদালতে দুদকের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মো. খুরশীদ আলম খান। সাহেদের পক্ষে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শাহ মঞ্জুরুল হক। গত ২১ আগস্ট ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৭ এর বিচারক প্রদীপ কুমার সাহেদকে তিন বছর দণ্ডের রায় দেন। রায়ে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। এরআগে, ৪ সেপ্টেম্বর এ মামলায় তার আপিল শুনানির জন্য গ্রহণ করেছিলেন হাইকোর্ট। একইসঙ্গে জরিমানা স্থগিত করেন। পরে গত ১৪ সেপ্টেম্বর বিচারপতি মো. আখতারুজ্জামানের একক বেঞ্চ তাকে ছয় মাসের জামিন দেন। এ জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করে দুদক। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১৫ জুলাই সাহেদকে সাতক্ষীরা থেকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব। এরপর তার নামে প্রতারণা, অনিয়মের নানা অভিযোগ সামনে আসতে থাকে। পরে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সাহেদ ও তার

৭-এর পাতায় দেখুন

এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় বাড়ল

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের এইচএসসির ব্যবহারিক পরীক্ষার সময় বাড়িয়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড। গত ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত পরীক্ষার সময় ছিল। পরীক্ষা শুরুর তারিখ অপরিবর্তিত রেখে শেষ করার সময় বাড়িয়ে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত করা হয়েছে। গত রোববার ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর মো. আবুল বাশার স্বাক্ষরিত চিঠি বোর্ডের অধীন সব কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষা শেষ করে ৯ অক্টোবরের মধ্যে ব্যবহারিক নম্বর অনলাইনে এন্ট্রি করে ভারপ্রাপ্ত অথবা তার প্রতিনিধিকে হাতে হাতে ব্যবহারিক উত্তরপত্র, স্মারকলিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র রোল নম্বরের ক্রমানুসারে সাজিয়ে বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের নির্দেশনা অনুযায়ী জমা দিতে হবে। দেশের আট বোর্ডের অধীন এইচএসসি পরীক্ষা গত ১৭ আগস্ট শুরু হলেও বন্যার কারণে চট্টগ্রাম কারিগরি ও মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হয় ২৭ আগস্ট। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, এবার সব মিলে পরীক্ষায় অংশ নেবে ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪২ জন পরীক্ষার্থী, যা গত বছরের চেয়ে ১ লাখ ৫৫ হাজার ৯৩৫ জন বেশি। এর মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৮৮৭ জন ও ছাত্রী ৬ লাখ ৭০ হাজার জন। চলতি বছর সব বিষয়ে পূর্ণনম্বর ও পূর্ণসময়ে পরীক্ষা হয়। তবে আইসিটিতে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৭৫ নম্বরের পরীক্ষা হয়েছে। এ বছর দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ও সমমানে পরীক্ষার্থী ১৩ লাখ ৫৯ হাজার ৩৪২ জন। তাদের মধ্যে ছাত্র ৬ লাখ ৮৮ হাজার ৮৮৭ জন ও ছাত্রী ৬ লাখ ৭০ হাজার ৪৫৫ জন। সারাদেশে মোট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ৯ হাজার ১৬৯টি। ২০২২ সালে সব বোর্ড মিলিয়ে পরীক্ষার্থী ছিল ১২ লাখ ৩ হাজার ৪০৭ জন। সেই হিসেবে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ৫৫ হাজার ৯৩৫ জন।

সাংবাদিক নাদিম হত্যা আসামি মনিরের জামিন স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরে সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম হত্যা মামলার আসামি মনিরুজ্জামান মনিরকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার জজ এম ইনায়েতুর রহিম এ আদেশ দেন। গত ২৫ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট মনিরকে জামিন দেন। এ জামিনাদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। ২৭ সেপ্টেম্বর মনিরের জামিন ২ অক্টোবর পর্যন্ত স্থগিত করেন চেম্বার আদালত। একইসঙ্গে শুনানির জন্য ২ অক্টোবর দিন রাখেন। গতকাল সোমবার শুনানি শেষে ৮

৭-এর পাতায় দেখুন

নির্বাচনে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ : ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) নবনিযুক্ত কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেছেন, সামনে জাতীয় নির্বাচন। নির্বাচনে অবৈধ অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করা গুরুত্বপূর্ণ। দেশে আদালত, বিচারিক প্রক্রিয়া আছে। যেসব অপরাধী জেল থেকে বের হচ্ছে তাদের কঠোর মনিটরিং করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অপরাধী ছোট হোক বড় হোক, কাউকে ছাড় নয়। গতকাল সোমবার ডিএমপি সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, কোনো সংগঠন যদি অনুমতি ছাড়া কর্মসূচি পালন করার চেষ্টা করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। মেসেজ টু কমিশনার ভুক্তভোগীরা থানায় সেবা বা পেলে মেসেজ দিতে পারবেন। ডিবিতে গিয়েও সেবা না পেলে যে কেউ মেসেজের মাধ্যমে সরাসরি কমিশনারকে জানাতে পারবেন। হাবিবুর রহমান বলেন, আমাকে একজন ফোন করে বলেছেন তার স্বামী থাপ্পড় মেরেছে। তার স্বামীর বিরুদ্ধে তিনি মামলা করতে চান। এ কারণে তিনি সরাসরি আমাকে ফোন করেন। ট্র্যাডিশনাল ক্রাইম থেকে ডিএমপির সাইবার ক্রাইমের ধরন আলাদা। নতুন ধরনের ক্রাইমের অভিযোগ আসছে। এর বড় কারণ মোকাবিলায় প্রযুক্তিতে অপরাধ নিয়ন্ত্রণ করে যাচ্ছে। ডিএমপির দক্ষতা ও যোগ্যতা অনেক বেশি। সাংবাদিকদের অন্য প্রশ্নে তিনি বলেন, সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভিসানীতি দিয়েছে সেখানে পুলিশের পক্ষে কোনো সমস্যা হবে না। তারা পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়ি?ত্ব পালন করে যাবে। ভিসানীতি পুলিশের কাজে কোনো প্রভাব ফেলবে না। এ সময় অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) এ কে এম হাফিজ আক্তার, ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশন্স ডক্টর খ মহিদ উদ্দিন, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (লজিস্টিক অ্যান্ড ফিনান্স) আশরাফুজ্জামান, ট্রাফিকের প্রধান মো মুনিবুর রহমানসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

থানায় গিয়ে রিকশা চাইলেন পদ্মা সেতু থেকে ঝাঁপ দেওয়া সেই চালক

স্টাফ রিপোর্টার : নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা নিয়ে পদ্মা সেতুতে উঠে নদীতে ঝাঁপ দেওয়া চালক মো. শরিফুল ইসলাম তিন মাস পরে থানায় এসে হাজির হয়েছেন। থানায় এসেই জব্দ করা শ্বশুরবাড়ির ও কিস্তির টাকায় কেনা অটোরিকশাটি ফেরত চেয়েছেন শরিফুল। গত রোববার দুপুরে পদ্মা সেতুর উত্তর থানায় ঘটে এ ঘটনা। এর আগে ১৯ জুন পদ্মা সেতু থেকে ঝাঁপ দিয়ে নিখোঁজ ছিলেন শরিফুল। বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার উদয়পুরে শরিফুল ইসলামের বাড়ি। তিনি ওই গ্রামের জিন্নাত আলীর ছেলে ও ঢাকার হাজারীবাগ এলাকায় ভাড়া থাকতেন এবং এখানেই অটোরিকশা চালাতেন। শরিফুল বলেন, আমার শ্বশুরবাড়ির

৭-এর পাতায় দেখুন

চলনবিলের শুঁটকিপল্লিতে নারী শ্রমিকদের বোবাকান্না

স্টাফ রিপোর্টার : ৬০ বছরের চায়না খাতুন। স্বামীকে হারিয়েছেন অনেক আগেই। অভাবের সংসারে ছেলে-মেয়েরাও ঠিকমতো খোঁজ নেয় না। এ অবস্থায় নিজের খাবার জোগাতে কাজ করছেন শুঁটকিপল্লিতে। তবে সারাদিন কাজ করে তিনি পান মাত্র ১৫০ টাকা। এনিয়ে খুব কষ্টে ও টানাপোড়েনের মধ্যে দিন কাটে বৃদ্ধা চায়নার। শুধু চায়না নন, তার মতো সিরাজগঞ্জের চলনবিলের শুঁটকিপল্লিতে কাজ করেন কয়েক হাজার নারী শ্রমিক। তাদের প্রত্যেকের দৈনিক মজুরি ১৫০-২০০ টাকা, যা দিয়ে খুব কষ্টে চলে তাদের সংসার। অথচ শুঁটকিপল্লিতে পুরুষ শ্রমিকরাও একই কাজ করে মজুরি পান ৪০০ টাকা। চায়না খাতুন বলেন, ৫ বছর আগে স্বামী মারা যাওয়ার পর থেকেই চলনবিল অধ্যুষিত উল্লাপাড়া উপজেলার আড়ুয়া পাঙ্গাসী গ্রামের শুঁটকিপল্লিতে কাজ

৭-এর পাতায় দেখুন

৮ অঞ্চলের নদীবন্দরে সতর্কতা সংকেত

স্টাফ রিপোর্টার : দেশের আটটি অঞ্চলের ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রসহ বৃষ্টিপাত হতে পারে। তাই সেসব এলাকার নদীবন্দরগুলোতে তোলা হয়েছে এক নম্বর সতর্কতা সংকেত। গতকাল সোমবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ শাহানাজ সুলতানা জানিয়েছেন, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং কক্সবাজার অঞ্চলগুলো ওপর দিয়ে দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে ঘণ্টায় ৪৫-৬০ কিলোমিটার বেগে অস্থায়ীভাবে দমকা/ঝোড়ো হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এসব এলাকার নদীবন্দরগুলোকে এক নম্বর সতর্কতা সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে। অন্য এক পূর্বাভাসে

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে ৫ ছিনতাইকারী আটক

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে পাঁচ ছিনতাইকারীকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-১০)। গতকাল সোমবার সকালে র‍্যাব-১০ এর অধিনায়ক অ্যাডিশনাল ডিআইজি মো. ফরিদ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এর আগে গত রোববার যাত্রাবাড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন- মো. আলমগীর হোসেন ওরফে শান্ত (২৭), মো. রিফাত উদ্দিন (২৭), মো. ইয়াকুব (২৮), আবদুল সালাম (৫০) ও মো. সবুজ (১৯)। এ সময় তাদের কাছ থেকে দুটি চাকু জব্দ করা হয়। ফরিদ উদ্দিন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত রোববার দুপুর ও বিকেলে র‍্যাব-১০ এর একটি দল অভিযান চালায়। অভিযানকালে পাঁচজন

৭-এর পাতায় দেখুন

প্রবাস থেকে এনআইডির আবেদন সংযুক্তি ছাড়াও গ্রহণের নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : প্রবাস থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নেওয়ার আবেদনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করলেও তা বাতিল না করতে মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ ক্ষেত্রে যথাযথ কাগজপত্র জমা দেওয়া সাপেক্ষে তদন্তের পর আবেদন নিষ্পত্তি করতে হবে। ইসি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্প্রতি সব উপজেলা, জেলা ও আঞ্চলিক নির্বাচন কার্যালয়ে এমন নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে। এনআইডি অনুবিভাগের পরিচালক (নিবন্ধন ও প্রবাসী) মো. আবদুল মমিন সরকার নির্দেশনাটি পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়, সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। যেসব প্রবাসীদের বায়োমেট্রিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে তাদের আবেদনগুলো কার্ড ম্যানেজমেন্ট

৭-এর পাতায় দেখুন

মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের মূলহোতাসহ আটক ৯

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর রামপুরা এলাকার বহুল আলোচিত অপহরণপূর্বক মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের মূলহোতাসহ নয়জনকে আটক করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-৩)। গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে রাজধানীর যাত্রাবাড়ি এলাকায় অভিযান পারিচালনা করে তাদের আটক করা হয়। আটকরা হলেন- অপহরণপূর্বক মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের মূলহোতা মো. শামীম হোসেন নাঈম (২১), মো. শান্ত মিয়া (৩৫), মো. সাইদুল ইসলাম (১৮), মো. দুলাল হোসেন (৩৫), রাকিব ইসলাম (২৩), সুমন সরকার (২৭), মিঠুন মিয়া (২৩), মো. সাইফুল ইসলাম মুন্না (২৬) ও মো. লিটন মিয়া ওরফে আকাশ (৩৬)। র‍্যাব-৩

৭-এর পাতায় দেখুন

পতন থেকে বেরিয়ে কিছুটা উর্ধ্বমুখী শেয়ারবাজার

স্টাফ রিপোর্টার : পতন থেকে বেরিয়ে সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস গতকাল সোমবার কিছুটা উর্ধ্বমুখীতার দেখা মিলেছে দেশের শেয়ারবাজারে। এ উর্ধ্বমুখী ধারায় ফেরাতে মূখ্য ভূমিকা পালন করেছে বিমা খাত। বিমা খাতের প্রায় সবকটি কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। এতে প্রধান শেয়ারবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) এবং অপর শেয়ারবাজার চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) প্রধান মূল্যসূচক বেড়েছে। তবে, কমেছে বাছাই করা কোম্পানি নিয়ে গঠিত সূচক। সেইসঙ্গে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। এর আগে ২২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে দেয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ পররাষ্ট্র বিভাগ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে ক্ষুণ্ন করেছে বা এর জন্য দায়ী কিছু বাংলাদেশি নাগরিকের ওপর ভিসানীতি দেওয়ার পদক্ষেপ নিচ্ছে। ভিসানীতির আওতায় রয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল এবং রাজনৈতিক বিরোধীদল। যুক্তরাষ্ট্র ভিসানীতির বিষয়টি জানানো পর শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এক ধনের আতঙ্ক দেখা দেয়। এতে দরপতনের মধ্যে পড়ে শেয়ারবাজার। গত সপ্তাহজুড়ে দরপতন হওয়ার পর চলতি সপ্তাহের প্রথম কার্যদিবসেও শেয়ারবাজারে বড় দরপতন হয়। এ পরিস্থিতিতে সোমবার শেয়ারবাজারে লেনদেন শুরু হয় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানের শেয়ার দাম কমার মাধ্যমে। লেনদেনের ২০ মিনিটের মাথায় ডিএসইর প্রধান সূচক ১২ পয়েন্ট কমে যায়। এতে আবারও দরপতনের শঙ্কা পেয়ে বসে বিনিয়োগকারীদের।

৭-এর পাতায় দেখুন

নারায়ণগঞ্জে রাজমিস্ত্রি হত্যা মামলার ২ আসামি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে রাজমিস্ত্রি সুমন হত্যা মামলার দুই পলাতক আসামিকে ঢাকার কামরাঙ্গীরচর থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব)। গতকাল সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান র?্যাব-১১ এর সিনিয়র এএসপি মো. রিজওয়ান সাঈদ জিকু। এর আগে গত রোববার ঢাকার কামরাঙ্গীরচর থানাধীন মাদবর বাজারের আশ্রাফাবাদ রোড এলাকা তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্ত সূত্রে জানা যায় যে, গ্রেপ্তার দুই আসামি সুমন হত্যা মামলার তদন্তে প্রাপ্ত সন্দেহভাজন আসামি। গত ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে দুর্বৃত্তরা পরিকল্পিতভাবে রূপগঞ্জের বরাব রসুলপুরের মৃত কালু মিয়ার ছেলে রাজমিস্ত্রি সুমনকে (৩৫)

৭-এর পাতায় দেখুন

সার সঙ্কটে কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার : সার সঙ্কটে দেশের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। চলতি সেপ্টেম্বর মাসে আমন ও আগাম শীতের সবজি চাষে সারের চাহিদা ৫ লাখ টনের বেশি। বর্তমানে দেশে ইউরিয়া সারের মজুত প্রায় সাড়ে ৭ লাখ টন। আর আগামী অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত সময়ে ১৬ লাখ টন ইউরিয়া সারের প্রয়োজন হবে। কারণ জানুয়ারিতে শুরু হবে ধানের প্রধান মৌসুম বোরোর আবাদ। অক্টোবরের শেষ থেকেই শীতকালীন সবজি ও পেঁয়াজের আবাদ শুরু হবে। সাধারণত এই সময়টিতেই সারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। কিন্তু গ্যাস সঙ্কটে দেশের ৩টি সার কারখানার উৎপাদনই বন্ধ। পাশাপাশি মার্কিন ডলারের সঙ্কট, সরবরাহকারীদের পাওনা ও দরপত্রে

অংশ নিতে ঠিকাদারদের অনীহায় চলতি অর্থবছরের (২০২৩-২৪) শুরুতে সার আমদানি সঙ্কটের মুখে পড়েছে। কৃষিমন্ত্রণালয় চেষ্টা করেও এখনো এ সমস্যার সমাধান করতে পারছেনা। ফলে আগামী বোরো মৌসুমে সারের সরবরাহ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দ্রুত আমদানি করতে না পারলে সারের সঙ্কট দেখা দেয়ার আশঙ্কা তীব্র হবে। কৃষি বিভাগ সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বছরে দেশে প্রায় ৬০ লাখ টন সারের চাহিদা রয়েছে। এর বড় অংশ আমদানি হয়, বাকিটা দেশের কারখানায় উৎপাদন হয়। তবে উৎপাদন নির্ভর করে গ্যাস সরবরাহের ওপর। ২০২১-২২ অর্থবছরে সার বিক্রি হয়েছে প্রায় ৫৯ লাখ টন। এর মধ্যে ৫২ লাখ টন আমদানি হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সারের চাহিদা ধরা হয়েছে ৬৮ লাখ টনের কিছু বেশি। এর প্রায় ৪০ লাখ টন আমদানির পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের। চলতি অর্থবছরের শুরুতে ছয় লাখ টন সার আমদানির

৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযানে গ্রেপ্তার ৫৬

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে ৫৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।

গত রোববার সকাল ৬টা থেকে গতকাল সোমবার সকাল ৬টা পর্যন্ত রাজধানীর বিভিন্ন থানা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) কে এন রায় নিয়তি জানান, এ সময় তাদের কাছ থেকে ৩৯ গ্রাম হেরোইন, ২ হাজার ৯০৭ ইয়াবা, ১১৪ কেজি ২৫০ গ্রাম গাঁজা ও ৫০০ বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। তাদের নামে ডিএমপির বিভিন্ন থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ৪০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

ঢাকা নারায়নগঞ্জ লিংক রোডে সড়ক প্রসস্তকরনের পর এখন সৌন্দর্য্য বর্ধনের কাজ চলছে। রাস্তার পাশেই সাড়িবদ্ধভাবে লাগানো হচ্ছে ফুল গাছ। ছবিটি সোমবার তোলা।

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

সবার সমন্বয় হলে পর্যটন শিল্পের

সুবিধা বৃদ্ধি করেছেন। এসময় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডেও চেয়ারম্যান সুপ্রদীপ চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান নুরুল আলম চৌধুরী, সদস্য হারুনুর রশীদ, রাঙামাটি প্রেস ক্লাবের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন রুবেল, সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার আল হকসহ উন্নয়ন বোর্ড এবং প্রেস ক্লাবের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে ও

সংগ্রহের ক্ষেত্রে অর্থবছরের শেষ দিকে পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ফলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু বছরের শেষে এসে সরকারকে অপরিকল্পিত ঋণের দায়ভার গ্রহণ করতে হয়। এতে আর্থিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা যায় না। এ অবস্থায় বাজেট সুষ্ঠুভাবে ও সময়মতো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে অপরিকল্পিত সরকারি ঋণ এড়ানো এবং সরকারের ঋণজনিত ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা সম্ভব। এ পরিস্থিতিতে বাজেট সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে অর্থবছরের শুরুতেই প্রান্তিকভিত্তিক (তিন মাস) বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ, যথাযথভাবে সেটি বাস্তবায়ন এবং বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ। এ লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় ও বিভাগগুলোকে আগামী ৮ অক্টোবরের মধ্যে তাদের বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা অর্থ বিভাগে পাঠাতে বলা হয়েছে। পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রতিবেদন তৈরিতে বিভিন্ন ফরমও তৈরি করে দিয়েছে অর্থ বিভাগ। এছাড়া প্রত্যেক প্রান্তিক শেষ হওয়ার পরবর্তী এক মাসের মধ্যে বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে পাঠাতে হবে। সম্প্রতি অর্থ বিভাগ থেকে জারিকৃত 'বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ' শীর্ষক এক পরিপত্রে এসব নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাজেট ও অর্থ বিভাগের তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনায় দেখা যায়, সাধারণভাবে কোনো অর্থবছরেই পুরো বাজেট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এমনকি সংশোধিত বাজেটও পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। গত পাঁচ বছরে মূল বাজেটের গড়ে ৮১ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটের গড়ে ৮৭ শতাংশ বাস্তবায়িত হয়েছে। সমাপ্ত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে অর্ধেকেরও কম বাজেট বাস্তবায়িত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে (জুলাই ২০২২-মার্চ ২০২৩) বাজেট বাস্তবায়নের হার দাঁড়িয়েছে মূল বাজেটের ৪৪ দশমিক ৬৭ শতাংশ এবং সংশোধিত বাজেটের ৪৫ দশমিক ৮৬ শতাংশ। চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মূল বাজেটের আকার ছিল ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬০ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এর আকার ৬ লাখ ৬০ হাজার ৫০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছে। এর বিপরীতে ৯ মাসে মোট ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৩ লাখ ২ হাজার ৮৯২ কোটি টাকা। পরিপত্রে বলা হয়, প্রতি বছর বাজেটে কিছু নতুন নীতি, কর্মসূচি, কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়। গত তিন বছরে ঘোষিত কার্যক্রমগুলোর মধ্যে কিছু এখনো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া চলতি বাজেটেও কিছু কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এগুলো যথাসময়ে ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রদত্ত ফরম ব্যবহার করে বাস্তবায়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। পরিপত্রে রাজস্ব আহরণকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন আইটেমের বিপরীতে ধার্যকৃত লক্ষ্যমাত্রার ভিত্তিতে কোয়ার্টার ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে। কোনো আইটেমের রাজস্ব আহরণের ক্ষেত্রে মৌসুম ভিত্তিক হ্রাস-বৃদ্ধির রেকর্ড থাকলে তা বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট আইটেমের বিপরীতে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। ব্যয় পরিকল্পনা প্রসঙ্গে পরিপত্রে বলা হয়, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতাসহ অন্য সব আইটেমের বিপরীতে তিন মাস অন্তর সমানুপাতিক হারে ব্যয় নির্ধারণ করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের বর্ধিত (বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট) বেতনের বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে। এছাড়া প্রত্যেক মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে আগের মাসের সরকারের সব ইউটিলিটি বিল পরিশোধ করতে হবে এবং এ লক্ষ্যে প্রত্যেক কোয়ার্টারে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ প্রদর্শন করতে হবে। একইভাবে সরবরাহ ও সেবা খাতে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য আইটেমের ক্ষেত্রে বিগত বছরগুলোর ব্যয়ের প্যাটার্ন বিবেচনায় নিয়ে তিন মাসভিত্তিক বরাদ্দ নির্ধারণ করতে হবে। অর্থবছরের প্রথম কোয়ার্টার থেকেই সব ধরনের সরকারি কাজের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ শুরু করতে হবে। যাতে বিভিন্ন কোয়ার্টারে এসব কাজের বিল পরিশোধে ভারসাম্য বজায় থাকে এবং অর্থবছরের শেষ প্রান্তিকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে বিল পরিশোধের চাপ সৃষ্টি না হয়। সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়ের ক্ষেত্রে পরিচালনা ও উন্নয়ন উভয় বাজেটের আওতায় পণ্য ও সেবা ক্রয়ের একটি 'সংগ্রহ পরিকল্পনা' প্রস্তুত করতে হবে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি কোয়ার্টারে যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা প্রয়োজন হবে, ব্যয় পরিকল্পনায় এর যথাযথ প্রতিফলন থাকতে হবে। বৈদেশিক অনুদান ও ঋণ সংগ্রহের অর্থ সাধারণত অর্থবছরের চার কোয়ার্টারে চারটি সমান কিস্তিতে অবমুক্ত করা হয় বিধায় সে অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে বলা হয়েছে এই পরিপত্রে।

দেড় লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

ইতিহাসে সর্বোচ্চ। শেষ ছয় মাসে (ডিসেম্বর-২০২২ থেকে জুন-২০২৩) বেড়েছে ৩৫ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রথম তিন (জানুয়ারি-মার্চ) মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছিল ১০ হাজার ৯৬৪ কোটি টাকা। সে হিসাবে শেষ তিন মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে সর্বোচ্চ। শেষ প্রান্তিকের খেলাপি ঋণ কমানোর রাখার চেষ্টা করা হয়। ত্রৈমাসিকভিত্তিতে ঋণের তথ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। সে হিসাবে চলতি বছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক জুন শেষের খেলাপি ঋণের তথ্য আগস্টের ?মাঝামাঝি প্রকাশ করার কথা। কিন্তু নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে দ্বিগুণ সময় নিয়ে ফেলে, অক্টোবর মাসে এসে প্রকাশ করলো। যখন ব্যাংকিং খাতের খেলাপি ঋণের হিসাব করার সময় এসে গেছে; আরও? ২৫ হাজার কোটি টাকা ঋণ বেড়েছে। জুন প্রান্তিকে খেলাপি ঋণ এক লাখ ৫৬ হাজার কোটি টাকা হয়েছে, এ ঋণ 'খাতা কলমে'। প্রকৃত খেলাপি ঋণ আরও অনেক বেশি। কারণ এর মধ্যে পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করা ঋণের হিসাব নেই, এগুলো যোগ করলে দুই লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে। রাশিয়া-ইউক্রেইন যুদ্ধের কারণে বিশ্বজুড়ে অর্থনীতি সংকটে পড়ে। এর প্রভাব পড়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে। ২০২০ ও ২০২১ সালের আরেক বৈশ্বিক মোকাবিলা করে না দাঁড়াতেই এ অবস্থা তৈরি হয়। এ অভিঘাত মোকাবিলা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরে ঋণের কিস্তির অর্ধেক পরিশোধে রয়েছে বিশেষ ছাড় দেয়। কম সুদে ঋণ নেওয়া ও ঋণ পরিশোধে কিছুটা ছাড় ছিল ২০২২ সালেও। তারও আগে মহামারির করোনার কারণে ২০২০ ও ২০২১ সালে ঋণ পরিশোধে পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ঋণ শোধ না করেও গ্রাহককে খেলাপি স্ট্যাটাস থেকে মুক্ত রাখার সুযোগ করে দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। কিন্তু কোনো উদ্যোগই কাজে এলো না।

বিদেশি দূতাবাসের কর্মকর্তারা কি

আপনারা কি শুধুমাত্র বিএনপির মুখপাত্র? গতকাল সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মায়ের কান্না আয়োজিত মানববন্ধনে এসব কথা বলা হয়। মানববন্ধনটি আয়োজন করা হয়, ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর সামরিক স্বৈরশাসক জিয়াউর রহমান কর্তৃক নির্মম ফাঁসির শিকার বীর মুক্তিযোদ্ধা সেনা ও বিমান বাহিনীর শহীদ সদস্যদের হত্যাকারী খুনি জিয়ার তথাকথিত কবর সংসদ ভবন থেকে অপসারণের দাবিতে। আগামী নির্বাচনের বিষয়ে বিদেশি দূতাবাস গুলো কথা বললেও সাতাত্তরের নারকীয়তা তাদের মানবাধিকার অনুভূতিকে নাড়া দিচ্ছে না বলে মন্তব্য করে তারানা হালিম বলেন, জিয়াউর রহমানের নির্দেশে কয়েক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যার ঘটনায় সে সময় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা তদন্তের দাবি তুলেছিল। সেই তদন্তের ফলাফল আজও আলোর মুখ দেখেনি। আজ বাংলাদেশের নির্বাচনের বিষয়ে কয়েকটি দূতাবাসের কর্মকর্তারা কথা বলছেন। কিন্তু সাতাত্তরের এই নারকীয়তা তাদের মানবাধিকার অনুভূতিকে নাড়া দিচ্ছে না। মায়ের কান্না সংগঠনের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান মিয়া লেলিনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদের। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী। এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন এ সময় আরো বক্তব্য রাখেন কর্পোরাল নওরেজ ডি রোজারিও, সার্জেন্ট মোবারক আলীর মেয়ে মমতাজ বেগম, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক, সার্জেন্ট আজিজুর রহমানের স্ত্রী সুফিয়া বেগম, সার্জেন্ট মো হাবিবুর রহমান এর ছেলে মো সাইদুর রহমান প্রমূখ।

দয়া করে কেউ আমাদের গণতন্ত্র

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জীবন হাতের মুঠোয় নিয়ে দেশের মানুষকে সংঘবদ্ধ করে সামরিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই-সংগ্রাম করে এ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, কিছুকিছু সংগঠন আছে, যারা মানবাধিকার নিয়ে ব্যবসা করে। তারা কাউকে কিল মারলে বিবৃতি দেয়, কাউকে ঘুষি মারলেও বিবৃতি দেয়। কিন্তু তাদের আত্মীয়স্বজন কাউকে মেরে ফেললে কোনো বিবৃতি নেই। তিনি বলেন, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, ২০১২-১৪ সালে কীভাবে মানুষ পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, নিরীহ মানুষ যারা রাজনীতি বোঝে না, রাজনীতি করে না, রাজনীতির অঙ্গনে হাটে না, তাদের কীভাবে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করা হয়েছে। দরজায় তালা দিয়ে গাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। গাড়িও পুড়ে গেছে, আর ড্রাইভারের দেহ পুড়ে অঙ্গার হয়েছে। তিনি আরও বলেন, বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে ২০১২-১৪ সালে এই দেশে নির্মমতা হয়েছে, মানবাধিকারের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য পৃথিবীর কোথাও এইভাবে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়নি। আওয়ামী লীগের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, জামায়াতে ইসলামি বিএনপির প্রধান সঙ্গী। তারা ১৯৭১ সালে মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল, বিএনপি তাদের রাজনৈতিক দল আখ্যা দিয়ে বৈঠক করেছে। তিনি বলেন, যারা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন, গত কয়েক বছর ধরে এই মায়ের কান্নার ব্যানারে যারা কেঁদে বেড়াচ্ছেন সমগ্র দেশজুড়ে, আপনাদের কর্ণ প্রহরে মায়ের কান্না কেন পৌঁছে না। আপনাদের কাছে বলা হয়েছিল, তারা দেখা করতে চান। কিন্তু আপনারা এখনো পর্যন্ত দেখা করেননি। মানবাধিকার এখন কিছুকিছু রাষ্ট্রে অস্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানবাধিকার নিয়ে ব্যবসা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। হাছান মাহমুদ বলেন, বিএনপি কয়দিন যাবত বলছে, খালেদা জিয়ার অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। বেগম খালেদা জিয়ার যতবার হাসপাতালে গেছেন, ততবারই বলা হয়েছে বেগম খালেদা জিয়ার অবস্থা সংকটাপন্ন। বিদেশে না নিলে তিনি মারা যাবেন। কতবার তিনি হাসপাতাল থেকে ভালো হয়ে বাড়িতে ফেরত গেছেন। তিনি বলেন, দেশে খালেদা জিয়ার যেন সর্বোচ্চ চিকিৎসা নিশ্চিত হয় সেজন্য সরকার যা কিছু করার তা করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। কিন্তু বেগম দিয়া স্বাস্থ্য নিয়ে আপনার রাজনীতি করবেন, সেটা তো করতে দেওয়া যায় না। বিএনপি বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতির দাবার গুটি বানিয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের এই মন্ত্রী বলেন, এখন দেশকে অস্থিতিশীল করার জন্য, দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বিশ্ব থেকে ফায়দা লুটতে তারা সন্ত্রাসের পরিকল্পনা নিয়েছে। আপনাদের বলে দিতে চাই, আওয়ামী লীগ রাজপথে আছে এবং রাজপথে থাকবে। কাউকে আর ২০১৩-১৫ সালের মতো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে দেওয়া হবে না। তাদের কঠোরতা দমন করা হবে। প্রধান বক্তার বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী বলেন, ২ অক্টোবর বাংলাদেশের জনগণের জন্য বেদনার একটি দিন। কারণ জিয়াউর রহমান এবং খুনি মোশতাকের নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর সেদিন বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের চাকরিচ্যুত এবং কারাদণ্ড দেওয়া হয়। পরে নির্বিচারে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর যাদের ফাঁসি দেওয়া হয়, তাদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রকৃতির বিচার আপনারা সবাই দেখেছেন। সেদিন যদি জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডে জড়িত না থাকত, তাহলে বাংলার মাটিতে জিয়ার এরকম করুণ পরিস্থিতি হতো না। জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে বিনা বিচারে মুক্তিযোদ্ধা সেনা কর্মকর্তাদের ফাঁসি দিয়েছিলেন। মায়ের কান্না সংগঠনের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান মিয়া লেলিনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে আরও বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। এ সময় আরও বক্তব্য রাখেন করপোরাল নওরেজ ডি রোজারিও, সার্জেন্ট মোবারক আলীর মেয়ে মমতাজ বেগম, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক, সার্জেন্ট আজিজুর রহমানের স্ত্রী সুফিয়া বেগম, সার্জেন্ট মো হাবিবুর রহমানের ছেলে মো. সাইদুর রহমান প্রমুখ।

ক্যাডার বৈষম্য দূরীকরণে

তখন দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য সৃষ্ট শিক্ষা ক্যাডারকে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। শিক্ষা ক্যাডারের তফসিলভুক্ত পদ থেকে শিক্ষা ক্যাডারের বাইরের কর্মকর্তাদের দ্রুত সরানোর দাবি জানান তারা। কর্মসূচি থেকে পদোন্নতি বৈষম্য কমাতে বিসিএসের সব ক্যাডারে সুপারনিউমারারি পদ সৃষ্টি করে পদোন্নতি দেওয়া, অধ্যাপকদের বেতন গ্রেড তৃতীয় ধাপে উন্নীত করা ও অর্জিত ছুটির সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন শিক্ষকেরা।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির ডাকে গতকাল সোমবার দেশের সব সরকারি কলেজ, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, আলিয়া মাদ্রাসা, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি), শিক্ষা বোর্ডসহ শিক্ষাসংশ্লিষ্ট দপ্তরে একযোগে এই কর্মবিরতি পালন করা হয়।

অনলাইনে নারী-শিশুর প্রতি সহিংসতা

(Cyber Support for Women and Children)' নামে এই প্ল্যাটফর্ম নারী ও শিশুদের সুরক্ষায় সম্মিলিতভাবে কাজ করবে। প্ল্যাটফর্মের আহ্বায়ক বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), যুগ্ম আহ্বায়ক সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়্যারনেস ফাউন্ডেশন (সিক্যাফ) এবং সদস্য সচিব নারীপক্ষ। আরও ১০টি সদস্য সংগঠনের মধ্যে রয়েছে- অরোধ্য ফাউন্ডেশন, আর্টিকেল নাইনটিন, ইনস্টিটিউট অব ইনফরমেটিক্স অ্যান্ড ডেভেলাপম্যান্ট (আইআইডি), দ্য টেক অ্যাকাডেমি, ব্র্যাক, বাংলাদেশ ইন্টারনেট গভর্নেন্স ফোরাম (বিআইজিএফ), বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, সাইবার টিনস, ডিজিটালি রাইট লিমিটেড ও হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটি (এইচআরএসএস)। সাইবার নিরাপত্তা সচেতনতা মাস অক্টোবরব্যাপী নিরাপদ ইন্টারনেট বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে এই প্ল্যাটফর্ম। ২০০৪ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পরিচালিত এই কর্মসূচির চলতি বছরের প্রতিপাদ্য 'আমাদের বিশ্বকে সুরাক্ষিত রাখি (Secure Our World)'। নিরাপদ ইন্টারনেটের জন্য চারটি বিষয়বস্তু তুলে ধরা হচ্ছে এই ক্যাম্পেইনে। বিষয়গুলো হলো: মাল্টি-ফেক্টরাল অথিন্টিকেশন সক্রিয় করা, আইডিতে শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার, নিয়মিত সফটওয়্যারগুলো আপডেট রাখা এবং ফিশিং চিহ্নিত করা এবং তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করা। প্ল্যাটফর্মের সদস্য সংগঠনগুলো রেফারেল ব্যবস্থা, আইনের সঠিক বাস্তবায়ন এবং অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে নারী-শিশুর অনলাইনভিত্তিক সহিংসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ভুক্তভোগীদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য একসঙ্গে কাজ করবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সংসদ এলাকা থেকে জিয়া কবর

জিয়ার কবরও থাকতে পারবে না। তাই সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি এই খুনি জিয়ার যেন মরণোত্তর বিচার করা হয়। একইসঙ্গে সংসদ ভবন এলাকা থেকে তার কবর যেন অপসারণ করা হয়। এ সময় সাত দফা দাবি জানায় সংগঠনটি। দাবিগুলো হলো- ১৯৭৭ সনের ২ অক্টোবর সেনা ও বিমান বাহিনীর সদস্য যারা খুনি জিয়ার সামরিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অন্যায়ভাবে ফাঁসি, কারাদণ্ড ও চাকরিচ্যুত হয়েছেন তাদের নির্দোষ ঘোষণা; ভুক্তভোগীদের প্রত্যেককে স্ব-স্ব পদে সর্বোচ্চ র?্যাংকে পদোন্নতি দেখিয়ে বর্তমান স্কেলে বেতন-ভাতা ও পেনশনসহ সরকারি সব সুযোগ সুবিধা প্রদান; জিয়ার সামরিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যেসব বীর মুক্তিযোদ্ধা, সেনা ও বিমান বাহিনী সদস্যদের অন্যায়ভাবে ফাঁসি হয়েছে তাদের শহীদ হিসেবে রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা ও কবরস্থান চিহ্নিত করে তাদের নামসহ স্মৃতি স্তম্ভ তৈরি; ভুক্তভোগী সেনা ও বিমান বাহিনীর সদস্যদের পুনর্বাসিত করার লক্ষ্যে তাদের পোষ্যদের যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেওয়া; ১৯৭৭ সনের ২ অক্টোবরের ভুক্তভোগীদের তালিকা প্রকাশ; অন্যায়ভাবে ফাঁসি, কারাদণ্ড ও চাকরিচ্যুত করার অপরাধে খুনি জেনারেল জিয়ার মরণোত্তর বিচার এবং জাতীয় সংসদ এলাকা থেকে জিয়ার কবর অপসারণ। মায়ের কান্না সংগঠনের আহ্বায়ক কামরুজ্জামান মিয়া লেলিনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহমুদ। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং সাবেক ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। বক্তব্য দেন কর্পোরাল নওরেজ ডি রোজারিও, সার্জেন্ট মোবারক আলীর মেয়ে মমতাজ বেগম, বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুল হক, সার্জেন্ট আজিজুর রহমানের স্ত্রী সুফিয়া বেগম, সার্জেন্ট মো হাবিবুর রহমানের ছেলে মো সাইদুর রহমান প্রমুখ।

১২ কেজি এলপিজির দাম

কেজি ১১৩ টাকা ৬১ পয়সা সমন্বয় করা হয়েছে। এছাড়া রেটিকুলেটেড পদ্ধতিতে তরল অবস্থায় সরবরাহকৃত বেসরকারি এলপিজির ভোক্তাপর্যায়ে মূসকসহ মূল্য প্রতি কেজি ১০৯ টাকা ৭৯ পয়সা সমন্বয় করা হয়েছে।

এছাড়া ভোক্তাপর্যায়ে অটোগ্যাসের দাম মূসকসহ প্রতি লিটারের মূল্য ৬২ টাকা ৫৪ পয়সা সমন্বয় করা হয়েছে।

৮৮ শতাংশ কাজ শেষ শাহজালাল

ঠিকাদারের কাছ থেকে বুঝে নেব। এরপর, টার্মিনাল ১ এবং ২ থেকে আমাদের যে অপারেশনটা, কীভাবে এই বিমানবন্দরটা অপারেশন শুরু করা যায় সেই প্রক্রিয়াটা আমরা শুরু করব। এই প্রক্রিয়াটার নাম অরাট (অপারেশনাল রেডিনেস অ্যাক্টিভেশন অ্যান্ড ট্রানজিস্টন)। এই প্রক্রিয়াটা আমরা সফট ওপেনিংয়ের পর চালু করব। আমরা যদিও বলছি আগামী বছরের শেষ নাগাদ এটা ফাংশনাল করব, আমাদের চেষ্টা থাকবে তার আগেই এই বিমানবন্দরটা যাত্রীদের জন্য উন্মুক্ত করতে পারব। তিনি আরও জানান, আমাদের এখানে আমদানি-রপ্তানি কার্গো টার্মিনাল হয়েছে, পাশাপাশি থাকবে বিশাল অ্যাপ্রোন। যেখানে বিমান থাকবে। পরশুদিন থেকে দেখবেন এখানে বিমান রাখা হবে। এরপর আমরা এখানকার রানওয়ের ব্যবহার শুরু করেছি। সফট ওপেনিং হওয়ার পরে আমরা এগুলোকে অপারেশনাল করার জন্য অফিসিয়ালি কাজ শুরু করব। বেবিচক চেয়ারম্যান বলেন, নির্ধারিত সময়ের আগেই আমরা প্রকল্প উদ্বোধন করতে যাচ্ছি। যখন প্রকল্প শুরু হলো, তখন মহামারি শুরু হয়ে গেল। এই মহামারি চলাকালীন অবস্থায় এই একটা প্রকল্প আমরা বাস্তবায়ন থেকে সরে যাইনি। তিনি বলেন, ১২৪১তম দিনে সংবাদ সম্মেলন করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ের আগে আমরা সফট ওপেনিং করতে যাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রীর কারণে সব কিছু সম্ভব হয়েছে। আমরা সব মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে তদারকি করা হয়েছে। এ সময় নির্মাণকাজে জড়িত সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান তিনি। সংবাদ সম্মেলনে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন কামরুল ইসলাম, বেবিচকের প্রধান প্রকৌশলী আবদুল মালেক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

পিতৃত্বকালীন ছুটি চালু করল

বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ড. ফিরোজ আহমদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জহুরুল ইসলাম, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব জনাব সুব্রত ভৌমিক, লেজিসলেটিভ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান নূর, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান শারমিন সুলতানা এবং রেজিস্ট্রার মো. সোহরাব আলী। এ বিষয়ে উপাচার্য ড. শাহ্ আজম বলেন, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় একটি নবীন বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে তরুণ ও মেধাবী শিক্ষকরা পাঠদান করছেন। পাশাপাশি তরুণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীও রয়েছে। তাদের সন্তানদের দেখাশুনার জন্য আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটির পাশাপাশি পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধানটি আমলে নিয়েছি। একজন সন্তানের কাছে মা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ঠিক বাবার ভূমিকাও তেমনি। এই দিক বিবেচনা করে আমাদের শিক্ষক এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যারা নব্য বিবাহিত তারা সর্বোচ্চ দুইবার পিতৃত্বকালীন ছুটি নেওয়ার সুযোগ পাবেন। তিনি আরও বলেন, পিতৃত্বকালীন ছুটির বিধান থাকার ফলে মায়ের পাশাপাশি বাবাও সন্তানকে দেখভাল করার সুযোগ পাবেন। এই সুযোগটি তাদের উদ্বেগজনক অবস্থা মোকাবিলায় সহায়ক হবে এবং মনস্তাত্ত্বিক প্রেষণা হিসেবে কাজ করবে। এর ফলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে অধিক মনোযোগী হবে, যা রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক লক্ষ্য অর্জনে অগ্রসর হতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

চিকিৎসায় নোবেল পেলেন

নাম। এরপর ৫ অক্টোবর ঘোষণা করা হবে সাহিত্যে ও ৬ অক্টোবর শান্তিতে নোবেল বিজয়ীদের নাম। মাঝে দুদিনের বিরতি দিয়ে সোমবার (৯ অক্টোবর) শেষদিন ঘোষণা করা হবে অর্থনীতিতে নোবেলজয়ীর নাম। ৯ অক্টোবর সোমবার অর্থনীতিতে নোবেল বিজয়ীর নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হবে চলতি বছরের মোট ছয়টি শাখায় নোবেল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা। সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে ও তার রেখে যাওয়া অর্থে ১৯০১ সাল থেকে নোবেল পুরস্কার দেয়া শুরু হয়। প্রতি বছর চিকিৎসা, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, সাহিত্য, শান্তি ও অর্থনীতিতে দেয়া হয় বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই পুরস্কার। ১৮৯৫ সালে এক উইলে 'মানবজাতির সর্বোচ্চ সেবায় অবদান রাখা' ব্যক্তিদের জন্য এই পুরস্কার নিবেদিত করেছেন তিনি।

দেশের প্রথম ব্যাংক হিসেবে

আইটিএফসি'র এশিয়া ও মিডিলইষ্টের ডিভিশন ম্যানেজার আবদুল আলীম, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক প্রধান মোহম্মদ ইফতেখার আলম, সিটি ব্যাংকের দুজন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ মারুফ ও মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনের প্রধান হাসান শরীফ আহমেদসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এই সময় উপস্থিত ছিলেন। মাসরুর আরেফিন আইটিএফসিকে পুরষ্কারের জন্যে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, যারা ইসলামিক কাঠামোর অধীনে ট্রেড ফাইন্যান্স সুবিধা নিতে চান আইটিএফসি'র সহায়তায় আমরা সেই গ্রাহকদের খুব সহজে ও দক্ষতার সাথে সেবা দিতে পারি। আইটিএফসি'র ট্রেড ফাইন্যান্স সুবিধা ব্যাংকের বেসরকারি খাতের আমদানিকারকদের শিল্পের কাঁচামাল এবং প্রয়োজনীয় পণ্য আমদানিতে অর্থায়নে সহায়তা করে আমদানিকারককে দীর্ঘমেয়াদে অর্থ পরিশোধের সুবিধা প্রদান করে যা বর্তমানে বৈদেশিক মুদ্রার তারল্য ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ২০১৯ সাল থেকে সিটি ব্যাংক আইটিএফসি'র ট্রেড ফাইন্যান্স সুবিধা পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির মধ্যে সিটি ব্যাংকের প্রাপ্ত এই সুবিধাটিই সর্বোচ্চ।

বিএনপি নির্বাচন বানচালের গভীর

দল নিজ দেশের মানুষের উপর এমন প্রতিহিংসামূলক আচরণ করতে পারে! বিএনপির কর্মকাণ্ড তা বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করেছিল। ২০১৮ সালের নির্বাচনে তাদের নেতা দুর্নীতির বরপুত্র সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি তারেক রহমান লন্ডনে বসে রমরমা মনোনয়ন বাণিজ্যে মেতে উঠেছিল; ৩০০ আসনে প্রায় ৭৫০ মনোনয়ন দিয়েছিল। আজ তারা যখন বলে 'নির্বাচন হতে দেবো না' তখন দেশের মানুষ স্পষ্টতই বুঝতে পারে, দেশের জনগণ, গণতন্ত্র, সংবিধান ও আইন কোনো কিছুর প্রতি বিএনপির দায়বদ্ধতা নেই। বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পবিত্র সংবিধান অনুযায়ী যথা সময়েই অনুষ্ঠিত হবে। কোনো অপশক্তিই এই নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। অসাংবিধানিক ও বেআইনিভাবে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করার যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ। সফল রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়ন-অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অভিযাত্রাকে সুমন্নত রেখে 'স্মার্ট বাংলাদেশ' বিনির্মাণে আমরা বদ্ধপরিকর।

বর্ডার খুলে দিলে আলু ২০-২৫

সচেতনতাবিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতার গ্র্যান্ড ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের বিষয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভোক্তার ডিজি এ কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন, এ মুহূর্তে দেশে চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি। এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে দেশের ১৭ কোটি মানুষ ভুগছে। এখানে যৌক্তিক কিছু কারণ রয়েছে। আমদানিকৃত পণ্যে ডলারের সমন্বয় করতে হচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে পণ্যের মূল্য কখনও বাড়ছে, কখনও কমছে। যার প্রভাব সারাবিশ্বের মতো আমাদের দেশেও পড়ছে। তিনি বলেন, আমাদের দেশে যেসব পণ্য উৎপাদিত হয় সেগুলোর উৎপাদন খরচ পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবসায়ী মহল, করপোরেট গ্রুপ বা যারা এটি নিয়ন্ত্রণ করে, তারা মাঝে মধ্যে একেকটা দ্রব্য নিয়ে অস্থির পরিস্থিতি তৈরি করে। এর বিরুদ্ধে আমরা কাজ করছি। আলুর নিয়ন্ত্রণহীন বাজার নিয়ে ভোক্তার ডিজি বলেন, গত ১৪ সেপ্টেম্বর বাণিজ্যমন্ত্রী আলুর দাম নির্ধারণ করেছেন। খুচরা পর্যায়ে ৩৫-৩৬ টাকা ও হিমাগার পর্যায়ে ২৭ টাকায় বিক্রি করতে। এটি কৃষি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলে তাদের সুপারিশ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ আলু দেড়-দুই মাস আগেও যখন হিমাগার থেকে ২৩-২৪ টাকায় বিক্রি হত, তখনও তাদের লাভ থাকত। এমন কোনো কারণ উদ্ভব হয়নি বা খরচ বাড়েনি যে, সেটি ৩৬-৪২ টাকা পর্যন্ত হিমাগার থেকে বিক্রি হবে। যার ফলে ভোক্তা পর্যায়ে আলুর দাম হাফ সেঞ্চুরি ছাড়িয়ে গেছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ৫৫ টাকাও বিক্রি হয়েছে। এগুলো অস্বাভাবিক আচরণ। তিনি বলেন, অনেকের মতামত যে, আলুর দাম ৩৬ টাকা নির্ধারণের দুই সপ্তাহ পরও সরকারি দামে আলু বিক্রি হচ্ছে না। এটি সত্য কথা। আবার এটাও সত্য কথা, আমাদের প্রচেষ্টার ফলে আলুর দাম ৫০ টাকার ওপরে ৬০-৭০ টাকা হয়নি বরং অন্তত ১০ টাকা কমেছে। খুচরা পর্যায়ে এখন ৪০ টাকার মধ্যে আলু পাওয়া যাচ্ছে। কিছুকিছু জায়গায় আমরা ৩৬ টাকায় আলু বিক্রি নিশ্চিত করেছি। ভোক্তার ডিজি বলেন, প্রতিদিন আমাদের ৪০-৪৫টি টিম বাজার নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে। কিন্তু এ অভিযান কী যথেষ্ট? এ অভিযান কোনোভাবেই যথেষ্ট নয়। আমাদের লজেস্টিক সমস্যা আছে। ১৭টি জেলায় আমরা কোনো কর্মকর্তা দিতে পারিনি। জেলায় যেখানে আমরা ম্যান পাওয়ার দিতে পারিনি, সেখানে উপজেলা বা বড় বড় হাটগুলোতে আমাদের অভিযান চালানোর সুযোগ কম। তারপরও আমরা সমন্বিতভাবে কাজ করছি। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে কিছু দুর্বলতা আছে জানিয়ে তিনি বলেন, আইন যতই শক্তিশালী হোক বা জনবল দশ গুণ বাড়ালেও কী তা দিয়ে আমি বাজার নিয়ন্ত্রণ বা ভোক্তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারব? এটি কখনোই সম্ভব নয়, যতক্ষণ না আমাদের ব্যবসায়িক সমাজকে আমরা যুক্ত করতে না পারব। পাশাপাশি ভোক্তারা যতক্ষণ না নিজের অধিকার সম্পর্কে জেনে সেটি নিয়ে সোচ্চার না হবে, ততক্ষণ আমরা পারব না। ভোক্তার ডিজি বলেন, একজন সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে আমি বলতে পারি না আপনারা ডিম খাওয়া কমিয়ে দেবেন। এটি বলা ঠিক হবে না। আমরা ১৫ টাকার ডিম অভিযান চালিয়ে সাড়ে ১২ টাকা পর্যন্ত করতে পার-লাম। কিন্তু আমরা সরকার নির্ধারিত ১২ টাকা অনেক চেষ্টা করেও করতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত আমাদের ডিম আমদানির পথ খুলে দিতে হয়েছে। এতে দেশীয় পোল্ট্রি হুমকির মুখে পড়বে তা আমরা জানি। কিন্তু এখানে যে চক্রটি নিয়ন্ত্রণ করছে, সেটি ভাঙতে হলে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সংবাদ সম্মেলনে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন, শুধু আইন প্রয়োগ ও জেল-জরিমানা বা শাস্তি দিয়ে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এতে ব্যবসায়ী, ক্রেতা-বিক্রেতাসহ সবার মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হবে। ঈদ, পূজাপার্বণ বা কোনো উৎসব এলেই সুযোগ বুঝে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো যাবে না। জোগান থাকা সত্ত্বেও হঠাৎ চাহিদা বাড়লে মূল্যবৃদ্ধি করা উচিত নয়। তবে দেশে এখনও অনেক মানবিক ব্যবসায়ী ও করপোরেট কোম্পানি রয়েছে যারা জনগণকে স্বস্তি দিয়ে দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেষ্টা করে। উল্লেখ্য, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চলছে ভোক্তা অধিকার সচেতনতা বিষয়ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা। ছায়া সংসদের আদলে এ প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। গত ১১ আগস্ট প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন বাণিজ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা টিপু মুনশি। ইতোমধ্যে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্ব শেষে সেমিফাইনাল ও গ্র্যান্ড ফাইনালের প্রস্তুতি চলছে। সেমি ফাইনালে উত্তীর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চারটি হচ্ছে ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, তেঁজগাও কলেজ ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ। এ প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দল দুই লাখ টাকা ও রানার্স আপ দল এক লাখ টাকা পুরস্কার পাবে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

শিশুদের দক্ষ ও যোগ্য করে

শিশুদের নিয়ে ইউনিসেফসহ অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান সরকারের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে যাচ্ছে। শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, শিশুদের জন্য বিনিয়োগ সুনাগরিকের ভিত গঠনে সাহায্য করে। শিশুদের স্মার্ট নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শিক্ষা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। বর্তমান সরকার শিশুবান্ধব বাজেট প্রণয়ন করেছে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় শিশুদের জন্য বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের বৈষম্য নিরসনে কাজ করে যাচ্ছে। এর আগে তিনি শিশু একাডেমি প্রাঙ্গণে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ম্যুরালে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে তিনি শিশুদের মনোজ্ঞ পরিবেশনায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। এ অনুষ্ঠানে আরমা দত্ত এমপি, অন্যান্য সংসদ সদস্য, শিশু শিল্পী, অভিভাবক, মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী এনজিও ফাউন্ডেশনের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিসহ আমন্ত্রিত অতিথি, সুশীল সমাজ, দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রণালয়টির প্রতিমন্ত্রী ফজিলাতুন নেসা ইন্দিরা। 'শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি' প্রতিপাদ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে ইউনিসেফ বাংলাদেশের রিপ্রেজেনটেটিভ মিজ এমা ব্রিগহাম ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমির সভাপতি লাকী ইনাম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমা মোবারক এবং শিশু একাডেমির প্রতিনিধি মাইশা জামান ও ফাতিম ইশরাত বর্ণাঢ্য।

চাঁদপুরে অটোরিকশায় বাসের ধাক্কা ছাত্রদল নেতা নিহত

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুরের কচুয়ায় আল-আরাফা পরিবহনের একটি বাসের ধাক্কায় সিএনজিচালিত অটোরিকশার যাত্রী ওমর ফারুক (৩৫) নিহত হয়েছেন। তিনি কচুয়া উপজেলা ছাত্রদলের একাংশের সাধারণ সম্পাদক। একই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন অটোরিকশায় থাকা আরও তিন যাত্রী। গতকাল সোমবার সকালে কচুয়া-গৌরিপুর সড়কে ঘাগড়া বাজার নতুনপাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত ওমর ফারুক তেগুরিয়া গ্রামের হাবিবুর রহমানের ছেলে। তিনি ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। বর্তমানে তিনি কচুয়া উপজেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এ ঘটনায় আহতরা হলেন-রাগদৈল গ্রামের আবু তাহের (৬০), আবু তাহেরের স্ত্রী জাবিন খান ও কলাকোপা গ্রামের জোহর আলীর ছেলে নবীর (৩০)। স্থানীয়রা জানান, ঢাকাগামী আল-আরাফা পরিবহনের বাসের ধাক্কায় অটোরিকশার চার যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক গুরুতর আহত ওমর ফারুককে মৃত ঘোষণা করেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। কচুয়া থানার ওসি ইব্রাহিম খলিল জানান, সড়ক দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আল-আরাফা পরিবহনের বাসটি জব্দ করেন এবং দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া অটোরিকশাটি থানায় নিয়ে আসা হয়। এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ইয়াবার মামলায় রোহিঙ্গা তরুণের জামিন স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : কক্সবাজারের টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠের উত্তর পাশে ৩৭ হাজার ইয়াবা উদ্ধারের মামলায় এক রোহিঙ্গা তরুণকে হাইকোর্টের দেওয়া জামিন স্থগিত করেছেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল সোমবার আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি এম ইনায়েতুর রহিম আট সপ্তাহের জন্য জামিন স্থগিত করেছেন। আদালতে আবেদনের পক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন মানিক। গত বছরের ২ মে রাতে কক্সবাজারের টেকনাফ পাইলট উচ্চবিদ্যালয় মাঠের উত্তর পাশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (ডিএনসি) বিশেষ জোনের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে আসামির বাম হাতে ধরা অবস্থায় একটি শপিং ব্যাগের ভেতর থেকে ১ কোটি ১১ লাখ টাকা মূল্যের ৩৭ হাজার ইয়াবা উদ্ধার করে। ওই রোহিঙ্গা উখিয়া পালংখালী ইউনিয়নের বালুখালী ২ নম্বর ক্যাম্পের বাসিন্দা। পরে মাদক আইনে মামলা করে তাকে টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়। আমিন উদ্দিন মানিক জানান, আসামির বয়স ১৭ বছর ৫ মাস দেখানো হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট তাকে জামিন দেন। এ জামিনাদেশ স্থগিত চেয়ে আপিল বিভাগে আবেদন করা হয়। শুনানি শেষে চেম্বার আদালত আট সপ্তাহের জন্য জামিনাদেশ স্থগিত করেন।

ফরিদপুরে ডেঙ্গুতে ২ নারীর মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ২ নারীর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬১ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভি-ন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ৩১৮ জন রোগী। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৮২৪ জন। মৃত দুই নারী হলেন- ফরিদপুর সদর উপজেলার ভাটিকানাইপুর এলাকার মো. সেলিমের স্ত্রী চম্পা বেগম (৪০) ও জেলার বোয়ালমারী উপজেলার বেড়াদি গ্রামের মো. রিয়াজুলের স্ত্রী শাপলা বেগম (২৬)। গতকাল সোমবার সকালে মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফরিদপুর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ডা. মো. এনামুল হক। তিনি জানান, ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুই নারীর মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালটিতে নতুন করে ভর্তি হয়েছেন ৯৪ জন রোগী। বর্তমানে হাসপাতালটিতে ৩৪৬ জন রোগী চিকিৎসাধীন। ফরিদপুরের সিভিল সার্জন ডা. মো. ছিদ্দীকুর রহমান জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছেন ৩১৮ জন। বর্তমানে জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৮২৪ জন। সিভিল সার্জন জানান, হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এ পর্যন্ত মারা গেছেন ৬১ জন। মারা যাওয়া ব্যক্তিরা রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাগুরা, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ ও কুষ্টিয়া জেলার বাসিন্দা।

সাহেদের জামিন স্থগিত চায় দুদক

সহযোগীদের বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা হয়। কারাগারে থাকাকালে ২০২০ সালের ৫ নভেম্বর সম্পদের হিসাব চেয়ে সাহেদকে নোটিশ পাঠায় দুদক। নোটিশে ২১ কার্যদিবসের মধ্যে তাকে সম্পদের বিবরণী জমা দিতে বলা হয়। বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে তিনি সম্পদ বিবরণী জমা না দেওয়ায় অতিরিক্ত আরও ১৫ কার্যদিবস সময় দেওয়া হয়। সাহেদ এরপরও তা জমা দেননি। এরপর সম্পদের হিসাব না দেওয়া ও অবৈধভাবে এক কোটি ৬৯ লাখ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০২১ সালের ১ মার্চ দুদকের উপ-পরিচালক ফরিদ আহমেদ পাটোয়ারী বাদী হয়ে দুদকের ঢাকা জেলা সমন্বিত কার্যালয়-১ এ মামলা করেন। গত বছরের ২ ফেব্রুয়ারি দুদক আদালতে চার্জশিট জমা দেয়। এরপর গত বছরের ১৭ জুলাই সাহেদের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত। মামলার বিচার চলাকালে আদালত ১০ জনের সাক্ষ্য নেয়। সাহেদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগে বেশ কয়েকটি মামলা হয়। এরমধ্যে, অস্ত্র আইনের একটি মামলায় ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেন একটি আদালত।

৮ অঞ্চলের নদীবন্দরে সতর্কতা

বলা হয়েছে, গতকাল সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অনেক জায়গায় এবং ঢাকা, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছুকিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। গতকাল সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা থেকে বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে দেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণ হতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের শেষের দিকে বৃষ্টির প্রবণতা কমতে পারে।

সার সঙ্কটে কৃষি উৎপাদন

উদ্যোগ নেওয়া হয়। কিন্তু দেশের বড় আমদানিকারকেরা তাতে সাড়া দেয়নি। আর দেশে সার উৎপাদনকারী কারখানাগুলোর মধ্যে চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড ও আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি লিমিটেডের (এএফসিসিএল) মেরামত কাজের জন্য গত বছর বন্ধ করা হয়েছিল। চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি গ্যাস সঙ্কটের জন্য গত মার্চ থেকে উৎপাদনে যেতে পারছে না। আর আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার অ্যান্ড কেমিক্যাল কোম্পানি গত জুন থেকে গ্যাসের অভাবে বন্ধ রয়েছে। নরসিংদীর পলাশ উপজেলায় চালুর অপেক্ষায় থাকা ঘোড়াশাল পলাশ ফার্টিলাইজার পাবলিক লিমিটেড কোম্পানিও গ্যাস সঙ্কটের জন্য সম্প্রতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এখন বিসিআইসির অধীনে শুধু শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেডে ইউরিয়া উৎপাদন হচ্ছে। তবে এর উৎপাদন ক্ষমতা খুবই সামান্য।

সূত্র জানায়, দেশে সাধারণত তিন মাসের জন্য প্রয়োজনীয় সার মজুত থাকে। বর্তমানে প্রায় দেড় মাসের চাহিদা পূরণের মতো সার মজুত আছে। এরইমধ্যে গ্যাসের সঙ্কটে গত সপ্তাহে বন্ধ হয়ে গেছে দেশের সবচেয়ে বেশি সার উৎপাদনকারী কারখানা যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড। এটিসহ এখন বন্ধ তিনটি সার কারখানা। অথচ দেশে এখন ধানের দ্বিতীয় প্রধান মৌসুম আমনের আবাদ চলছে। জানুয়ারিতে শুরু হবে ধানের প্রধান মৌসুম বোরোর আবাদ। অক্টোবরের শেষ থেকেই শীতকালীন সবজি ও পেঁয়াজের আবাদ শুরু হবে। সাধারণত এই সময়টিতেই সারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এবার আমনে সারের চাহিদা অনেকটাই রেড়ে গেছে। গত জুলাই মাসে বৃষ্টি কম হয়েছে। এতে মাটির উর্ববর্তা কমে যাওয়ায় সারের প্রয়োজন বেড়েছে। উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কৃষককে এবার অন্যান্য বছরের চেয়ে ১০ থেকে ২০ শতাংশ বেশি সার জমিতে ব্যবহার করতে হবে। সূত্র আরো জানায়, বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি ও ডলারের দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষি মন্ত্রণালয় গত এপ্রিলে সারের দাম কেজিপ্রতি ৫ টাকা করে বাড়ায়। এখন কৃষক পর্যায়ে প্রতি কেজি ইউরিয়ার দাম ২৭ টাকা, ডিএপি ২১ টাকা, টিএসপি ২৭ টাকা ও এমওপি ২০ টাকা। গত বছর সারে ভর্তুকি বাবদ সরকারকে ১৫ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে হয়। এ বছর বিশ্ববাজারে সারের দাম কমায় আশা করা হয়েছিল ভর্তুকি বাবদ ব্যয় কমবে। কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক দামে আমদানি করতে না পারলে বেশি খরচ পড়ার আশঙ্কা থেকেই যায়। যদিও কৃষক পর্যায়ে এখনো সার নিয়ে সংকট হয়নি। তবে কোথাও কোথাও কৃষকদের সার কিনতে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দিতে হচ্ছে। কোথাও কোথাও সারের সঙ্কট দেখিয়ে কৃষকদের কাছে কেজিতে ২ থেকে ৩ টাকা বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে। বর্তমানে মন্ত্রণালয়ের কাছে সার সরবরাহকারীদের পাওনা প্রায় ৬ হাজার ৩০০ কোটি টাকা। পাশাপাশি সার আমদানি করতে বড় অঙ্কের বৈদেশিক মুদ্রা দরকার। সেটারও সংকট চলছে ব্যাংক খাতে। এদিকে কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে, দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিমুক্ত রাখতে কৃষি খাতে চাষাবাদ ও ফসলের উৎপাদন ঠিক রাখার জন্য সারের নির্বিঘ্ন সরবরাহ জরুরি। কৃষকদের উৎপাদন খরচ কমিয়ে রাখতে সরকার ভর্তুকি মূল্যে সার সরবরাহ করে। চলতি আমন ও আগামী জানুয়ারিতে শুরু হতে যাওয়া বোরো মৌসুমে সারের চাহিদা সবচেয়ে বেশি থাকবে। এ সময় সারের সরবরাহে ঘাটতি হলে উৎপাদন ব্যাহত হবে। এতে চরম খাদ্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে। এখনকার বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়া জরুরি। সে ক্ষেত্রে ফসল চাষের সার আমদানি নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত করতে হবে। অন্যদিকে বিএডিসির চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ সাজ্জাদ জানান, দ্রুত সার আমদানি চেষ্টা করা হচ্ছে। চলতি মাসের মধ্যে রাশিয়া, তিউনিসিয়া ও মরক্কো থেকে সার আসছে। আশা করা যায় দ্রুত কোনো সংকট হবে না। যে তিনটি কারখানা এখন বন্ধ, সেগুলোতে ইউরিয়া উৎপাদিত হতো। গ্যাস না পেয়ে গত সপ্তাহে যমুনা ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। গ্যাস সঙ্কট কেটে গেলে আবার উৎপাদন শুরু হবে। এ ব্যাপারে কৃষিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক জানান, ডলার-সংকটজনিত সমস্যা আছে, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ডলার-সংকট মোকাবিলা করার জন্য আমরা সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কথা বলছি। আমাদের কাছে এখন পর্যাপ্ত সার মজুত আছে। সামনের বোরোর আগে আমরা এসব সমস্যার সমাধান করে ফেলতে পারবো।

চলনবিলের শুঁটকিপল্লিতে নারী

করেন। এখন তার বেঁচে থাকাও কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবুও দুবেলা দু'মুঠো ভাত খেতে বাধ্য হয়েই দিনমজুরের কাজ করেন। উল্লাপাড়া উপজেলার লাহিড়ী মোহনপুর গ্রামের ফাতেমা খাতুন (৪৩) বলেন, প্রতিদিন সকাল ৭টায় কাজে আসি, ফিরি সন্ধ্যা ৬টায়। দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ শেষে মজুরি পাই ১৫০ টাকা। এই টাকায় আসলে এখন আর সংসার চলে না। অথচ একই জায়গায় একই কাজ করে আমার পুরুষ সহকর্মীরা দৈনিক মজুরি পান ৪০০ টাকা করে। সম্প্রতি সরেজমিনে গিয়ে এমনই বৈষম্যের চিত্র দেখা যায় উল্লাপাড়া উপজেলার আড়ুয়া পাঙ্গাসী শুঁটকি পল্লির শাহ আলমের মাছ খোলায়। সেখানেই কাজ করেন ২২ বছর বয়সী খুশি। তিনি বলেন, স্বামীর অভাবের সংসারের খরচ যোগাতে ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করি। পাই মাত্র ১৫০ টাকা। কিন্তু আমাদেরই সমান কাজ করে একজন পুরুষ পান ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা।

মজুরির এমন বৈষম্য কেন, প্রশ্ন করলে কেউই কিছু বলতে চাননি। তবে এক নারী কর্মী বলেন, চলনবিলের শুঁটকির চাতালে এমন মজুরি বৈষম্য শুরু থেকেই। এটাই এখানকার নিয়ম। এর বাইরে কেউ কথা বললে কাজ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। পেট চালানোর জন্য তাই এই অন্যায় মেনে নিয়েই কাজ করছি।

উল্লাপাড়া উপজেলার মৎস্য ব্যবসায়ী সাচ্চু মন্ডল বলেন, উল্লাপাড়া ও তাড়াশ উপজেলার প্রায় ৫০টি শুঁটকির চাতালে প্রায় ৩ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। যার ৬০ ভাগই নারী। তাদের মজুরি পুরুষের তুলনায় অনেক কম। তিনি বৈষম্যের কথা স্বীকার করে বলেন, শুঁটকি পল্লির সব জায়গাতেই একই রেট। কেউ কেউ অবশ্য ২০০ টাকাও দেয়। মূলত নারী শ্রমিক যেভাবে পাওয়া যায়, সেভাবে পুরুষ শ্রমিক পাওয়া যায় না। আবার পুরুষদের কাজ নারীদের চেয়ে এগিয়ে। তাই তাদের বাড়তি মজুরি দেওয়া হয়।

পাঙ্গাসী এলাকার শুঁটকি চাতালের মালিক কবির সেখ বলেন, আমার চাতালে ২০ জন নারী শ্রমিক প্রয়োজন হলেও প্রতিদিন ৪০ জন এসে কাজ করে। নিষেধ করলেও বলে ভাই কাজ না করলে খাবো কী। এজন্য আমরা তাদের কম মজুরি দিয়ে থাকি। সিরাজগঞ্জ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শাহীনূর রহমান বলেন, চলনবিলের শুঁটকির সুনাম ও চাহিদা দুটোই রয়েছে। ফলে আমরা এই শুঁটকির বাড়াতে চাতাল মালিকদের প্রশিক্ষণ দিই। জেলায় এবার প্রায় ৬০টি চাতালে ৩০২ মেট্রিক টন শুঁটকি উৎপাদন হয়েছে। যার বাজারমূল্য প্রায় ৮ কোটি টাকা। গত বছর উৎপাদন হয়েছিল ২৩৫ দশমিক ২৩ মেট্রিক টন। তবে এক্ষেত্রে নারীর অবদান উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

নারায়ণগঞ্জে রাজমিস্ত্রি হত্যা

বাড়ি থেকে ডেকে পলাশের কয়েল ফ্যাক্টরির পেছনে মন্টুর বাড়ির সামনে নিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করলে দৌড়ে পলাশের কয়েল ফ্যাক্টরির সামনে পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরবর্তীতে ঘটনাস্থল থেকে সুমনের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় নিহত সুমনের মা নার্গিস বেগম বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে রূপগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন-কিশোরগঞ্জের নিকলীর ছাতিরচরের রঙ্গু ব্যাপারীর ছেলে মো. আরমান (৩৫) ও জালাল উদ্দিনের ছেলে সেতুল (২৯)। তাদের পরবর্তী আইনি কার্যক্রমের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ থানার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানায় র‌্যাব।

পতন থেকে বেরিয়ে কিছুটা

তবে, দুপুর ১২টার পর থেকে বাজারের চিত্র বদলাতে থাকে। এচিত্র বদলাতে মূল ভূমিকা পালন করে বিমাখাত। এ খাতের একের পর এক কোম্পানি দাম কমার তালিকা থেকে দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নিতে থাকে। যার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে অন্য খাতেও। ফলে দিনের লেনদেন শেষে দাম কমার থেকে দাম বাড়ার তালিকায় বড় হয়। দিনের লেনদেন শেষে ডিএসইতে সব খাত মিলে ৮৭টি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ও ইউনিট দাম বাড়ার তালিকায় নাম লিখিয়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৫৮টির এবং ১৩৭টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। দাম বাড়ার তালিকায় স্থান করে নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিমা কোম্পানি রয়েছে ৪৭টি। বিপরীতে দাম কমার তালিকায় বিমা কোম্পানি আছে একটি। বেশিরভাগ বিমা কোম্পানির শেয়ার দাম বাড়ার কারণে ডিএসইর প্রধান মূল্যসূচক ডিএসইএক্স ৮ পয়েন্ট বেড়ে ৬ হাজার ২৭২ পয়েন্টে অবস্থান করছে। অপর দুই সূচকের মধ্যে ডিএসই শরিয়াহ্ আগের দিনের তুলনায় দশমিক ২৩ পয়েন্ট বেড়ে ১ হাজার ৩৫৭ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। আর বাছাই করা ভালো ৩০টি কোম্পানি নিয়ে গঠিত ডিএসই-৩০ সূচক আগের দিনের তুলনায় ১ পয়েন্ট কমে ২ হাজার ১৩৪ পয়েন্টে অবস্থান করছে। প্রধান মূল্যসূচক বাড়লেও ডিএসইতে কমেছে লেনদেনের পরিমাণ। দিনভর ডিএসইতে লেনদেন হয়েছে ৪৬৫ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। আগের দিন লেনদেন হয় ৫৩১ কোটি ৯৩ লাখ টাকা। সে হিসেবে লেনদেন কমেছে ৬৬ কোটি টাকা।

ঢাকার অঙ্কে সব থেকে বেশি লেনদেন হয়েছে রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার। কোম্পানিটির ২১ কোটি ৮৩ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ফু-ওয়াং ফুডের ১৯ কোটি ৮৯ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। ১৫ কোটি ৩১ লাখ টাকার শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে তৃতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ইন্স্যুরেন্স। এছাড়া ডিএসইতে লেনদেনের দিক থেকে শীর্ষ দশ প্রতিষ্ঠানের তালিকায় রয়েছে- সোনালী পেপার, সি পার্ল বিচ রিসোর্ট, খান ব্রাদার্স পিপি ওভেন ব্যাগ, জেমিনি সি ফুড, প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স, লাফার্জহোলসিম বাংলাদেশ এবং ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স। অপর শেয়ারবাজার সিএসইর সার্বিক মূল্যসূচক সিএএসপিআই বেড়েছে ৫ পয়েন্ট। বাজারটিতে লেনদেনে অংশ নেওয়া ১৪৫টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫২টির দাম বেড়েছে। বিপরীতে দাম কমেছে ৩৪টির এবং ৫৯টির দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। লেনদেন হয়েছে ১১ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয় ১২ কোটি ১০ লাখ টাকা।

মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের

এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক স্টাফ অফিসার (মিডিয়া) মো. আরিফুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে গত রোববার দিবাগত গভীর রাতে যাত্রাবাড়ী এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে র‌্যাব-৩ এর একটি দল। অভিযানে রামপুরা এলাকার বহুল আলোচিত অপহরণপূর্বক মুক্তিপণ আদায়কারী চক্রের মূলহোতা শামীম হোসেনসহ নয়জন অপহরনকারীকে আটক করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে তিনি জানান, অভিযুক্তরা পরস্পর যোগসাজশে দীর্ঘদিন ধরে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় কৌশলে নারীদের সঙ্গে যৌন কাজে লিপ্ত করার কথা বলতো। অভিযুক্তরা পূর্ব-পরিকল্পিত স্থানে বা ভবনে ভিকটিমদের নিয়ে যেতো। পরে ভিকটিমদের একটি কক্ষে নিয়ে তার অশ্লীল ছবি ধারন করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচার করার হুমকিসহ জোরপূর্বক আটক রেখে নির্যাতন করতো। এছাড়াও বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখিয়ে ও প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে তাদের পরিবার থেকে মুক্তিপণ আদায় করে আসছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান র?্যাবের এই কর্মকর্তা।

প্রবাস থেকে এনআইডির আবেদন

সিস্টেমে পাওয়া যাবে। উপজেলা/থানা/রেজিস্ট্রেশন কর্মকর্তারা আবেদনকৃত ভোটার ফরম ও সংযুক্ত দলিলাদি প্রিন্ট করে সরেজমিনে তদন্ত সম্পন্ন করবেন। যেসব আবেদনের সঙ্গে ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হয়নি সেব আবেদন বাতিল না করে প্রতিবেদন ছকে 'ডকুমেন্ট সংযুক্ত নেই' মর্মে উল্লেখ করতে হবে। পরে ডকুমেন্ট সংযুক্ত করা হলে তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। আর যাদের আবেদনের সঙ্গে সংযুক্তি রয়েছে তাদের তথ্য সরেজমিন তদন্ত করে আবেদন অনুমোদন বা বাতিল করে প্রতিবেদন দ্রুত দেওয়ার জন্য বলা হয়েছে নির্দেশনায়। জানা গেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে সাত হাজারের মতো প্রবাসী এনআইডি নিতে আবেদন করেছে। এদের মধ্যে অর্ধেকের বেশিভাগের আবেদন অনুমোদন হয়নি। গত ১৮ মে সংযুক্ত আবর আমিরাতে বিদেশে প্রথম এনআইডি কার্যক্রম শুরু করে ইসি। চলতি অক্টোবরে ইতালি, সৌদি আরব ও ব্রিটেনে এ কার্যক্রম শুরু করবে সংস্থাটি। প্রবাসীদের আধিক্য রয়েছে এমন ৪০টি দেশে এ কার্যক্রম হবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা পেয়ে কে এম নূরুল হুদার নেতৃত্বাধীন কমিশন ২০১৯ সালে প্রবাসে এনআইডি সরবরাহের উদ্যোগটি হাতে নেয়। এরপর ২০২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের অনলাইনের ভোটার করে নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করে ইসি। এর আগে ২০১৯ সালের ১৮ নভেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রবাসীদের মধ্যে এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। তার আগে একই বছর ৫ নভেম্বর মালয়েশিয়ায় অবস্থারত বাংলাদেশিদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি এবং স্মার্ট জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার অংশ হিসেবে অনলাইনে আবেদন নেওয়ার কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়। এরপর সৌদি আবর, সিঙ্গাপুর ও মালদ্বীপে থাকা বাংলাদেশিদের জন্যও এ সুযোগ চালু করা হয়। সে সময় অনলাইনে আবেদন নিয়ে সেই আবেদন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপজেলা থেকে যাচাই করে সতত্যা পেলে সংশ্লিষ্ট দেশে দূতাবাস থেকে এনআইডি সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল। এরপর করোনা মহামারির কারণে থমকে যায় দূতাবাসের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরুর পরিকল্পনা। কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন বর্তমান কমিশন দায়িত্ব নেওয়ার পর সেই কার্যক্রমকে ফের উজ্জীবিত করে। এ ক্ষেত্রে আগের আবেদনগুলো পাশ কাটিয়ে নতুন করে কার্যক্রম শুরু করেন তারা। ভবিষ্যতে ৪০টি দেশে এনআইডি সেবা নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইসির। প্রবাসীদের আবেদন করতে যেসব কাগজপত্র জমা দিতে হবে, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে অনলাইন জন্ম সনদ, বৈধ বাংলাদেশি পাসপোর্টের কপি, এসএসসি/সমমানের শিক্ষা সনদ, আবেদনকারীর বাবা/মাতা/ভাই/বোন অথবা একজন রক্তের সম্পর্কীয় নিকট আত্মীয়ের (বাংলাদেশে বসবাসকারী) এনআইডি নম্বর প্রভৃতি। এ ছাড়া পাসপোর্ট ও জন্ম সনদের তথ্যের মধ্যে মিল থাকতে হবে।

রাজধানীতে ৫ ছিনতাইকারী আটক

ছিনতাইকারীকে আটক করা হয়। আটকরা বেশ কিছুদিন ধরে যাত্রাবাড়ীসহ রাজধানী বিভিন্ন এলাকায় পথচারীদের ধারালো চাকুর ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা ও মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ ছিনতাই করে আসছিলেন। তাদের নামে মামলা দায়ের করে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানানও র‌্যাবের এ কর্মকর্তা।

থানায় গিয়ে রিকশা চাইলেন

টাকায় ও কিস্তির টাকায় আমি অটোরিকশাটি কিনি। আমার সেতুর এই ঘটনা আমার পরিবার স্ত্রী কেউই বিশ্বাস করছিলেন না। সবার ধারণা, আমি অটোরিকশা বিক্রি করে দিয়েছি। এ নিয়ে আমার সংসার ভাঙার অবস্থা হওয়ায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারি অটোরিকশাটি এখানে আছে, তাই দ্রুত এসেছি। শরিফুলের শ্বশুর মোহাম্মদ দাউদ মোল্লাহ বলেন, পদ্মায় পড়ে কেউ বাঁচতে পারে সেটি বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিভাবেই বা হবে সে আবার মানসিকভাবেই কিছুটা সমস্যার মধ্যে ছিল। এখন এখানে এসে বিশ্বাস করলাম যে এটি তার। পদ্মা সেতুর উত্তর থানার ওসি আলমগীর হোসেন জানান, শরিফুল নিজেই উপস্থিত হয়ে জানান তিনি বেঁচে আছেন এবং তিনি তার অটোরিকশাটি ফেরত চেয়েছেন। শরিফুলের বক্তব্যের বরাত দিয়ে তিনি জানান, পারিবারিক কলহে মানসিক শান্তি খুঁজতে তিনি সেদিন হাজারীবাগ থেকে অটোরিকশা নিয়ে বের হয়ে সেটি চালিয়েই গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তিনি মুন্সিগঞ্জের মাওয়া প্রান্ত দিয়ে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পদ্মা সেতুতে উঠেন। পরে সেখানে তার অটোরিকশার সঙ্গে একটি গাড়ির ধাক্কা লাগলে নিরাপত্তাকর্মীরা তাকে ধাওয়া করেন। এ সময় শরিফুল ক্লান্ত হয়ে কিছুটা ঘুম তার চোখে থাকায় নিরাপত্তাকর্মীদের ধাওয়ায় ভয় পেয়ে তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নদীতে পড়ে যান। তিনি আরও জানান, তিনি ঝাঁপ দেননি বলেই আমাদের জানান এবং তিনি যখন পানিতে পড়ে যান তখন জিহবার মধ্যে রডের আঘাত পান। তিনি পুলিশকে আরও জানায়, নদীতে পড়ে তিনি কোনো কূল-কিনারা খুঁজে না পেয়ে সারা রাত সাঁতার কাটার পর ভোরে গিয়ে একটি এলাকার তীরে উঠেন। পরে বাসে চড়ে খুলনা মেডিকেলে কয়েকদিন চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হন তিনি। পদ্মা উত্তর থানার ওসি আলমগীর বলেন, আমরা খোঁজ নিয়েছি এটিই সেই ব্যক্তি যিনি ঝাঁপ দিয়েছিলেন। তার অটোরিকশা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনায় মাদারীপুরের শিবচর থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

আসামি মনিরের জামিন স্থগিত

সপ্তাহের জন্য স্থগিতাদেশ দেন বলে জানান সহকারী অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ সাইফুল আলম। এর আগে ১৮ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম হত্যা মামলার প্রধান আসামি বকশীগঞ্জ উপজেলার ৪ নম্বর সাধুরপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বরখাস্ত চেয়ারম্যান মাহমুদুল আলম বাবুকে জামিন দেন। পরে এ জামিন স্থগিত চেয়ে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ। ২০ সেপ্টেম্বর মাহমুদুল আলম বাবুকে হাইকোর্টের দেওয়া ছয় মাসের জামিন স্থগিত করেন আপিল বিভাগের চেম্বার আদালত। চলতি বছরের ১৪ জুন রাতে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে বকশিগঞ্জের পাটহাটি এলাকায় হামলার শিকার নিহত হন সাংবাদিক গোলাম রব্বানী নাদিম। ১৫ জুন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়। ১৬ জুন দুই দফা জানাজার পর বকশিগঞ্জের গুমের চর পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয় সাংবাদিক নাদিমকে। এ ঘটনায় ১৭ জুন বকশিগঞ্জ থানায় মাহমুদুল আলম বাবুসহ ২২ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে মামলা করেন তার স্ত্রী মনিরা বেগম। বকশিগঞ্জ থানা পুলিশ থেকে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পর এখন মামলাটির তদন্ত করছে সিআইডি।

১১০০ কোটি টাকায় দুই কার্গো

ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। বাকি কেন্দ্রগুলোতে বন্ধ রয়েছে। এ বিষয়ে তিতাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অপারেশন) সেলিম মিয়া বলেন, বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো এখন টেস্টিং পর্যায়ে রয়েছে। তাদের গ্যাস দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতা আমাদের নেই। সামগ্রিকভাবে গ্যাসের সরবরাহ না বাড়লে তাদের গ্যাস দেওয়া সম্ভব হবে না। 'এখন তাদের গ্যাস দিতে হলে অন্যান্য প্ল্যান্ট থেকে সরবরাহ কিছুটা কমিয়ে দিতে হবে। সেটি এখনই সম্ভব নয়। হায়ার অথরিটি থেকে নির্দেশনা পেলে করা হবে।' জানা যায়, দেশে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংখ্যা ৬৪টি। কিন্তু গ্যাস সংকটে দীর্ঘদিন ধরে সক্ষমতার অর্ধেক বা আংশিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে ১৮টি বিদ্যুৎকেন্দ্র। অপরদিকে, পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে ২১টি বিদ্যুৎকেন্দ্র। সংকটের মধ্যে নতুন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারবেড় এমন প্রশ্নে পিডিবির মুখপাএ শামীম হাসান বলেন, যখন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়, তখন কিন্তু এ সংকট নিয়ে চিন্তা করা হয়নি। যেহেতু সংকটপূর্ণ অবস্থা তৈরি হয়েছে, সেহেতু চেষ্টা করা হবে তা সমাধান করার। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশীয় গ্যাসের অনুসন্ধান ও উত্তোলনে গুরুত্ব না দেওয়া এ সংকট তৈরি হওয়ার বড় কারণ। একই সঙ্গে আমদানি নির্ভরতা বাড়াচ্ছে জ্বালানি খাতের ঝুঁকি। বুয়েটের সাবেক অধ্যাপক জ্বালানি ও টেকসই উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন বলেন, গ্যাস সংকটে আমরা চলমান বা আগের কেন্দ্রগুলোকে বসিয়ে রেখেছি। নতুন কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমে বোঝাটা আরেকটু বাড়ল। এখন যেটা করতে হবে, সবার থেকে একটু লোড কমিয়ে দিয়ে এদের চালাতে হবে। আর চালাতে না পারলে চুক্তি অনুযায়ী ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হবে। চুক্তিটা করা হয়েছে সেভাবে। সুতরাং যারা প্ল্যান্ট বানিয়েছেন তাদের তো চিন্তা নেই। চাপটা এখন সরকারের। এখন দেশীয় গ্যাস উত্তোলনে গুরত্বারোপ করাটা জরুরি। যাতে আমাদের নিজস্ব নির্ভরতা তৈরি হয়। দেশের জ্বালানি খাতে ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে এলএনজি গ্যাসের নির্ভরতা। পেট্রোবাংলার তথ্য মতে, গত পাঁচ বছরে দেশে শুধুমাত্র এলএনজি (তরলিকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস) আমদানিতে ব্যয় হয়েছে ৮৫ হাজার ৬৬৭ কোটি টাকা। এ সময়ে দেশের পুরো গ্যাস ক্রয়বাবদ ব্যয় হয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। অথচ মোট গ্যাসের মাত্র ২৪ শতাংশ পাওয়া যায় এলএনজি থেকে। কিন্তু ব্যয় করতে হয়েছে ৭৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ গ্যাসের সমান দাম। আগামীতে আরও তিন গুণ এলএনজি আমদানি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ২০২৬ সালের পর এলএনজি আমদানি ১০.৫০ মিলিয়ন টন পার ইয়ার (এমটিপিএ) ছাড়ানোর ব্যবস্থা চূড়ান্ত করা হয়েছে। দেশে গ্যাস সরবরাহের বেশির ভাগই আসে স্থানীয়ভাবে উত্তোলনের মাধ্যমে। এর মধ্যে শুধু মার্কিন কোম্পানি শেভরন উত্তোলন করছে মোট গ্যাসের ৫০ শতাংশ। স্থানীয় কোম্পানিগুলো থেকে পাওয়া যাচ্ছে ২৬ শতাংশ। শেভরনের গ্যাস ক্রয়ে বছরে ব্যয় হয় মাত্র ১৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ অর্থ। স্থানীয় কোম্পানিগুলোর পেছনে বছরে ব্যয় হয় ৫ শতাংশের কিছু বেশি। তবুও জ্বালানি বিভাগ নির্ভরতা বাড়াচ্ছে এলএনজি আমদানির দিকেই। ২০১৮ সালে দেশে এলএনজি আমদানি শুরুর পর থেকে গত চার অর্থবছরে গ্যাস সরবরাহে জ্বালানি বিভাগের মোট অর্থ ব্যয় হয়েছে এক লাখ ১০ হাজার ৭০০ কোটি টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ব্যয় হওয়া এ অর্থের ৭৭ দশমিক ৩৮ শতাংশ খরচ হয়েছে এলএনজি আমদানিতে। দেশে গ্যাস উত্তোলনকারী বিদেশি কোম্পানিগুলোকে (আইওসি) দিতে হয়েছে ১৭ দশমিক ৩৫ শতাংশ, আর স্থানীয়ভাবে গ্যাস উত্তোলনকারী তিন দেশীয় কোম্পানির পেছনে ব্যয় হয়েছে ৫ শতাংশের কিছু বেশি অর্থ। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, ব্যয়বহুল এলএনজি-নির্ভরতা আর্থিকভাবে ঝুঁকিতে ফেলছে জ্বালানি খাতকে। এ প্রসঙ্গে জ্বালানি বিশেষজ্ঞ ড. ইজাজ হোসেন বলেন, 'দেশীয় খাতে অনুসন্ধান, উত্তোলন না বাড়িয়ে কেন সরকার এলএনজি আমদানিতে ঝুকঁছেড় এ তর্কটা আজকের নয়। আমরা সবসময় বলে আসছি, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানে সরকারের জোর দেওয়া উচিত। কিন্তু তা না করে আমরা আমদানির দিকে ঝুঁকে পড়েছি। এর কিন্তু একটা অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। দিনশেষে যা জনগণের ওপরই বর্তাবে।'

গাজীপুরে আগুনে পুড়ল ঝুট গুদাম

স্টাফ রিপোর্টার : গাজীপুর সিটি করপোরেশনের গাছা থানার শরীফ-পুর এলাকায় একটি কারখানার ঝুট গুদাম ও বাসা বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। গতকাল সোমবার ভোরে এ আগুনের সূত্রপাত হয়। জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার আবদুল সামাদ জানান, গাজীপুর মেট্রোপলিটনের গাছা থানার শরীফপুর এলাকায় ইউনিম্যাক্স টেক্সটাইল গার্মেন্টসের টিনশেডের ঝুট গুদাম ও পাশে বাসা বাড়িতে আগুন লাগে। এ সময় স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ও ফায়ার সার্ভিসে খবর দেয়। খবর পেয়ে জয়দেবপুর ও টঙ্গী ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিটের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। তাৎক্ষণিকভাবে আগুনের সূত্রপাত জানা যায়নি। আগুনে পুড়ে বাসা বাড়ির ১৬টি কক্ষ ও কারখানার ঝুট গুদাম পুড়ে আনুমানিক ১২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এতে হতাহতের কোনো ঘটনা ঘটেনি।

মানিকগঞ্জে ৯ লাখ টাকার হেরোইনসহ আটক ৩

স্টাফ রিপোর্টার : মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বান্দুটিয়া এলাকার মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে নয় লাখ টাকার হেরোইনসহ তিনজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। গতকাল সোমবার সকালে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের ইনচার্জ আবুল কালাম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানা যায়। আটকরা হলেন- সদর উপজেলার পশ্চিম সেওতা এলাকার হযরত আলীর ছেলে সাজ্জাদ হোসেন (২৪), বেতিলা চর এলাকার মৃত রুহুল আমিনের ছেলে কামরুল হাসান (৪২), পশ্চিম বান্দুটিয়া এলাকার মৃত আকবর আলীর ছেলে নাছির উদ্দিন (৫০)। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, জেলা পুলিশ সুপার গোলাম আজাদ খানের নির্দেশনায় ডিবি পুলিশের ইনচার্জ আবুল কালামের তত্ত্বাবধানে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন সাব ইন্সপেক্টর মাহবুব আলম।

অভিযানে পশ্চিম বান্দুটিয়ায় একটি চায়ের দোকানের সামনে থেকে ওই তিনজনকে আটক করা হয়। পরে তাদের কাছে থাকা ৯০ গ্রাম হিরোইন জব্দ করা হয়েছে। জব্দ করা মাদকের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় নয় লাখ টাকা। মানিকগঞ্জ সদর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে আটকদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

আরসার প্রধান আতাউল্লাহর বডিগার্ড গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : মিয়ানমারের সন্ত্রাসী সংগঠন আরসার প্রধান আতাউল্লাহ'র একান্ত সহকারী ও অর্থ সমন্বয়ক মোহাম্মদ এরশাদ ওরফে নোমান চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করেছে র‌্যাব। গতকাল সোমবার ভোরে কক্সবাজারের উখিয়ার কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তার নোমান চৌধুরী বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার তুমব্রু কোনার পাড়ার সাব্বির আহমদের ছেলে। গতকাল সোমবার দুপুরে কক্সবাজার র?্যাব-১৫ কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে অধিনায়ক লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন জানান, গোয়েন্দা সংবাদের ভিত্তিতে র?্যাব জানতে পারে, কক্সবাজারের উখিয়া কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পে সে অবস্থান করছে। তথ্যের ভিত্তিতে রাতেই অভিযান পরিচালনা করে র?্যাব। অভিযানের বিষয়ে টের পেয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। লে. কর্নেল এইচ এম সাজ্জাদ হোসেন আরও জানান, ২০২২ সালের ১৪ নভেম্বর সীমান্তবর্তী বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ঘুমধুম ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের তুমব্রু বাজার সংলগ্ন কোনারপাড়া মসজিদের পাশে আরসার সন্ত্রাসীদের ধরতে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হয়। তখন গোলাগুলিতে রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার স্কোয়াড্রন লিডার রিজওয়ান রুশদী নিহতের ঘটনা সঙ্গে জড়িত এই নোমান। র?্যাবের এই কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আরসা প্রধান আতাউল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কের কথা স্বীকার করেছে। দীর্ঘদিন ধরে আতাউল্লাহর একান্ত সহকারী ও সার্বক্ষণিক অস্ত্রধারী বডিগার্ড হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিল। এ ছাড়াও হুন্ডির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আরসার জন্য আসা অর্থের প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে এবং প্রাপ্ত অর্থ আরসার বিভিন্ন ক্যাম্প কমান্ডারদের মাঝে পৌঁছে দেয়। সে আরসার জন্য পোশাকের কাপড়, ওষুধ সামগ্রী, ওয়াকিটকি, ল্যান্ড মাইন এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি কেনা-কাটা করে বলে জানায়। আতাউল্লাহর নেতৃত্বে রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার অন্যতম ব্যক্তি হিসেবে কাজ করে বলে সে জানায়। এর আগেও আরসার শীর্ষ সন্ত্রাসী হাফেজ নুর মোহাম্মদ, রহিমুল্লাহ প্রকাশ মুছাসহ ৬০ জন জনকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব।

বনজের মামলায় ইলিয়াসকে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ

স্টাফ রিপোর্টার : আলোচিত মিতু হত্যা মামলায় মিথ্যা ও অসত্য তথ্য সরবরাহ করা এবং তা প্রচারের অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দায়ের করা মামলায় সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেনকে আদালতে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল। গতকাল সোমবার ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এ এম জুলফিকার হায়াতের আদালতে ইলিয়াস হোসেনের সম্পত্তি ক্রোক সংক্রান্ত প্রতিবেদন দাখিলের দিন ধার্য ছিল। ইলিয়াস হোসাইনের সম্পত্তি ক্রোক করা যায়নি অর্থাৎ সম্পত্তি পাওয়া যায়নি মর্মে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করে টঙ্গী পশ্চিম থানা পুলিশ। এরপর আদালত ইলিয়াস হোসাইনকে আদালতে হাজির হতে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে আগামী ২৬ নভেম্বর মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করেছেন আদালত। সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ সহকারী মো. জুয়েল মিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। গত ৩১ আগস্ট ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক জুলফিকার হায়াত ইলিয়াস হোসেনের সম্পত্তি ক্রোকের আদেশ দেন। এর আগে গত ২৫ জুলাই একই আদালত মামলার চার্জশিট গ্রহণ করে তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন এবং গ্রেপ্তার সংক্রান্ত তামিল প্রতিবেদন দাখিলের জন্য আগামী সোমবারের দিন ধার্য করেন। ওইদিন আদালত এ মামলার অভিযোগ থেকে বাবুল আকতার ও তার বাবা মো. আবদুল ওয়াদুদ মিয়াকে অব্যাহতি দেন। অপরদিকে সাংবাদিক ইলিয়াস হোসেন ও বাবুল আকতারের ভাই মো. হাবিবুর রহমান লাবুর বিরুদ্ধে পুলিশের দেয়া চার্জশিট গ্রহণ করেন। এর আগে গত ৯ এপ্রিল মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ধানমন্ডি মডেল থানার পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) মো. রবিউল ইসলাম বাবুল আকতার, ইলিয়াস হোসাইনসহ ৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। চার্জশিটভুক্ত অন্য দুই আসামি হলেন- বাবুল আক্তারের ভাই মো. হাবিবুর রহমান লাবু ও বাবা মো. আবদুল ওয়াদুদ মিয়া। আসামিদের মধ্যে ইলিয়াস হোসেন পলাতক থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করেছেন তদন্ত কর্মকর্তা। এরপর গত ১১ মে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. আশেক ইমামের আদালত মামলাটি বিচারের জন্য ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে বদলির আদেশ দেন। এর আগে গত বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর ধানমন্ডি থানায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) প্রধান বনজ কুমার মজুমদার বাদী হয়ে মামলা করেন। মামলায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে অভিযোগ আনা হয়। মামলার এজাহারে পিবিআই প্রধান অভিযোগ করে বলেন, আমার নেতৃত্বাধীন তদন্ত সংস্থা পিবিআই'র দেশের চাঞ্চল্যকর মিতু হত্যা মামলা তদন্তাধীন থাকাকালে সাবেক পুলিশ সুপার বাবুল আকতার প্রধান আসামি হিসেবে তদন্তে প্রকাশ পায়। তদন্তকালে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেল হাজতে থাকা বাবুল আকতার ও বিদেশে অবস্থানরত সাংবাদিক ইলিয়াসসহ বাকি আসামিরা মামলার তদন্ত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত ও পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় বাবুল আকতার ও অন্যান্য আসামিদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্ররোচনায় কথিত সাংবাদিক ইলিয়াস হোসাইন ২০২২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তার ফেসবুক আইডির মাধ্যমে 'স্ত্রী খুনে স্বামী জেলে, খুনি পেয়েছে তদন্তের দায়িত্ব' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি ভিডিও ক্লিপ আপলোড করেন। যা সম্পর্কে ৪ সেপ্টেম্বরে আমি অবগত হই। তিনি অভিযোগ করে আরও বলেন, ভিডিওতে বিভিন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন তথ্যের মাধ্যমে তদন্তাধীন মিতু হত্যা মামলার তদন্তকে বিতর্কিত ও প্রশ্নবিদ্ধসহ তদন্তকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করা হয়। ভিডিওটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, ইলিয়াস হোসাইন ভিডিওতে প্রচারিত বক্তব্যে দেশের ভাবমূর্তি এবং দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করার উসকানি দেওয়া হয়। এ ছাড়া ভিডিওতে পুলিশ এবং পুলিশের বিশেষায়িত তদন্ত সংস্থা পিবিআই ও বিশেষ করে আমার মান-সম্মান ও সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করা হয়েছে। যার জন্য দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে এর নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করে। পিবিআই প্রধান এজাহারে উল্লেখ করেন, ভিডিওতে রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি এবং বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুপ্রতীম দেশ ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপপ্রয়াস করা হয়। রাষ্ট্রের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট ও অস্থিরতা এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিরও অপপ্রয়াস করেছে। এছাড়া এজাহারে ওই ভিডিও ডকুমেন্টারি বিভিন্ন তথ্য ও বক্তব্যকে মিথ্যা দাবি করে নানা প্রমাণ ও তথ্য উপস্থাপন করেন বনজ কুমার।

মুন্সীগঞ্জে ২ অটোরিকশা চালকের লাশ উদ্ধার

স্টাফ রিপোর্টার : মুন্সীগঞ্জে একদিনে পৃথক স্থান থেকে দুই অটোচালকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মুন্সীগঞ্জ সিরাজদিখান উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের খাসকান্দি এলাকার এন আর বি নামক একটি ইটভাটার পাশে মোহাম্মদ নেকবর হোসেন (২২) নামের অটোরিকশা চালকের লাশ পড়ে থাকতে দেখে থানায় খবর দেন স্থানীয়রা। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়ে লাশটি উদ্ধার করে। নিহত নেকবর উপজেলার বাসাইল ইউনিয়নের চরগুলগুলিয়া গ্রামের মৃত মোহাম্মদ সাজা মিয়ার ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করে বালুচর ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ওয়াসিম আহমেদ জানান, গত রোববার বিকালে অটোরিকশা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর নিখোঁজ হন নেকবর। স্বজনরা রাতে বিভিন্ন স্থানে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও সন্ধান পাননি। গতকাল সোমবার সকালে গ্রামের একটি ইটভাটার কাছে লাশ পাওয়া যায়। অপরদিকে সকালে মুন্সীগঞ্জ লৌহজং উপজেলার দক্ষিণ হলুদিয়া এলাকায় একটি পুকুরে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে জানান স্থানীয়রা। পরে পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। নিহতের নাম মোহাম্মদ মোস্তফা। তিনিও পেশায় অটোরিকশা চালক। গত রোববার অটো নিয়ে বের হয়ে আর বাড়িতে ফিরেননি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সম্পাদকীয়

বিশ্ববিদ্যালয়ে গুচ্ছভর্তি

সমস্যা চিহ্নিত করে জটিলতা দূর করুন

দেশে গুচ্ছভুক্ত ২২ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষা শেষ হয়েছে কয়েক মাস আগে। কয়েক ধাপে ভর্তি কার্যক্রম শেষ হলেও এখনো দুই হাজারের বেশি আসন ফাঁকা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয়। সম্প্রতি আসন ফাঁকা রেখেই ক্লাস শুরু করেছে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়। সন্তানের জন্য সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সিট নিশ্চিত করতে পারার বিষয়টিকে যেখানে এখনো দেশের বিপুলসংখ্যক মানুষ ভাগ্যের বিষয় মনে করে, সেখানে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এত বেশিসংখ্যক আসন ফাঁকা থাকার বিষয়টি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। ধীরগতির কারণে ২২ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হতে দেরি হলেও গুচ্ছভর্তি পদ্ধতির বাইরে থাকা কোনো কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা একটি সেমিস্টার শেষ করতে সক্ষম হয়েছেন। বস্তুত ভর্তি প্রক্রিয়ার ধীরগতি, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তহীনতা, বারবার মাইগ্রেশনসহ নানা জটিলতায় এভাবে পিছিয়ে পড়ছে গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ভর্তির ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভাগ পরিবর্তনের সুযোগ থাকা উচিত, তবে সীমিত সময়ের মধ্যেই এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা উচিত। ভর্তি প্রক্রিয়ার ধীরগতির কারণে গুচ্ছভুক্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া কোনো কোনো শিক্ষার্থী হতাশ হয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যান। এর আগে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে গুচ্ছ পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে নিজস্ব পদ্ধতির শিক্ষার্থী ভর্তির দাবি জানিয়েছিল কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। কাজেই গুচ্ছভুক্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষাকে জটিলতামুক্ত করতে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ ধরনের ভর্তি প্রক্রিয়ায় কিছু জটিলতা সৃষ্টি হবে, এটি অস্বাভাবিক কিছু নয়। মনে রাখতে হবে, এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ প্রক্রিয়ায় জটিলতার অজুহাতে কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছভুক্ত ভর্তি প্রক্রিয়া থেকে দূরে সরে গেলে এটি হবে দুঃখজনক। কীভাবে এ ধরনের ভর্তি প্রক্রিয়ার জটিলতাগুলো দূর করা যায়, এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সবার চিন্তা করা উচিত। সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত চেষ্টা অব্যাহত থাকলে সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব। ইতোমধ্যে দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে গুচ্ছ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি উঠছে। এর ইতিবাচক দিকটি বহুল আলোচিত। কাজেই দেশের সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে যাতে এ পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। কোনো অজুহাতে যদি কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় গুচ্ছভর্তির পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে আবারও ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবককে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে ছোটাছুটি করতে হবে। একজন শিক্ষার্থী যাতে নূন্যতম অর্থ ব্যয়ে গুচ্ছ পদ্ধতির ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে, সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।

বৃষ্টি ও উজানের ঢলে তীব্র হচ্ছে নদী ভাঙন

টানা বর্ষণে ও উজানের ঢলে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় বিভিন্ন পয়েন্টে দেখা দিয়েছে ভাঙন। গত দুদিনে নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে শতাধিক বিঘা জমিসহ ১০টি বসতভিটা। হুমকিতে রয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক, বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভূমি অফিসসহ বসতি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। চরাঞ্চলসহ নিম্নাঞ্চলগুলোতে পানি প্রবেশ করায় বন্যার আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন নদী পাড়ের মানুষজন। তিস্তার ভাঙনে নীলফামারি কুড়িগ্রাম ও রংপুর এসব জেলায় বিভিন্ন স্থানে বিলীন হয়েছে বসতবাড়ি ও ফসলি জমি। ভাঙনের ফলে গৃহহীন মানুষ খোলা আকাশের নিচে, রাস্তায়, বাঁধে ও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিচ্ছে। নদী ভাঙন রোধে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বার বার বাঁধ নির্মাণের আশ্বাস দেয়া হলেও এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই দেখা যায়নি। এমনকি পরিবারগুলোকে পুনর্বাসনের জন্য কোনো ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। তবে স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণের দাবী এলাকাবাসীর। এ ছাড়া চরাঞ্চলে তিল ও পাটসহ নানা ধরণের ফসল পানিতে তলিয়ে যাচ্ছে। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন চরাঞ্চলবাসী। ইতোমধ্যে অনেক মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। এভাবে ভাঙন অব্যাহত থাকলে তো সকলেই বাড়িঘর জমিজমা হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাবে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার ও ব্রক্ষপুত্র নদে তীব্র ভাঙন শুরু হয়েছে। এ অবস্থায় দ্রুত ভাঙ্গন রোধে ব্যবস্থা নিতে হবে। নয়তো মানুষের বসতবাড়িসহ বিলীন হয়ে যাবে সরকারি বেসরকারি সব স্থাপনা। এ অবস্থায় সরকারের উচিত নদী ভাঙন বন্ধে কাজ করা ও অভাবি মানুষগুলোর পাশে থেকে সাহায্য সহযোগীতা করা। পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এবং সরকারের পাশাপাশি সমাজের বিত্তশালীদেরও এগিয়ে আসা প্রয়োজন। আমরা প্রত্যাশা করব দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করবে। সেই সঙ্গে ত্রাণ কার্যক্রমে সামর্থ্যবান সবার অংশগ্রহণও একান্তভাবে কাম্য।

অবৈধ দখলে রাজধানীর ফুটপাত

রাজধানীর ফুটপাত আর পথচারীদের নেই। সব ফুটপাত হকারদের দখলে। ফুটপাতজুড়ে বিচিত্র বাণিজ্য চলে। কেবল দোকানপাটই নয়, কোথাও কোথাও রিকশা ভ্যান মোটরসাইকেল এমনকি প্রাইভেট কারও রাখা হয় ফুটপাতে। ভোগান্তির শিকার হতে হয় পথচারীদের। দুর্ঘটনা এড়াতে এবং পথচারীদের পারাপারে সুবিধার জন্য এগুলো স্থাপন করা হলেও এখন তা হকারদের দখলে। ফুট ওভারব্রিজের দুই পাশে হকারদের দোকান থাকায় পথচারীদের চলাচলের পথ হয়েছে সরু। এতে নিরাপদে রাস্তা পারাপারে সমস্যায় পড়েন পথচারীরা। হাঁটার নিরাপদ ও অনুকূল পরিবেশ না থাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ও আহতদের মধ্যে পথচারীদের সংখ্যাই বেশি। অপর্যাপ্ত ও হাঁটার অনুপযোগী ফুটপাথ এবং রাস্তা পারাপারের তেমন কোনো ব্যবস্থা না থাকায় পথচারীদের আগ্রহ থাকার পরও তারা হাঁটতে পারছেন না। পথচারীদের হাঁটার পরিবেশ না থাকায় বাধ্য হয়ে তাদের মূল রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে। ফুটপাতগুলো হকাররা দখল করে ব্যবসা করলেও এর নেপথ্যে আছে শক্তিশালী সিন্ডিকেট। প্রতিদিনই চলছে মোটা অঙ্কের চাঁদাবাজি। কোন এক অদৃশ্য শক্তির কারণে তাদের এ আধিপত্য। যে কারণে বারবার উচ্ছেদ করার পরও দখলমুক্ত করা যাচ্ছে না ফুটপাথগুলো। ফুটপাতের যেটুকু ফাঁকা আছে, সেখানেও অনেক সময় উঠে পড়ে মোটরসাইকেল। কোথাও অবৈধ স্থাপনা, বিভিন্ন মালামাল রাখায় বিড়ম্বনায় পড়েন পথচারীরা। ভুক্তভোগীরা জানান, ফুটপাতের প্রতিটি দোকান থেকে বিভিন্ন অংকের মাসোহারা দিতে হয় প্রভাবশালীদের। এরাই মূলত ফুটপাতে হকারদের বসার সুযোগ করে দেয়। পুলিশকেও টাকা দিতে হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজধানীর যানবাহন চলাচলে ও ফুটপাতে শৃঙ্খলা ফেরাতে হলে সড়কগুলো দখল মুক্ত করার কোনো বিকল্প নেই।

সেজন্য সবাইকে তৎপর হতে হবে। রাস্তার মোড়গুলোতে গাড়ি যেন আটকা না পড়ে সে ব্যবস্থা ও ফুটপাতজুড়ে বিচিত্র বাণিজ্য চলতে না পারে তার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। পুলিশকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। সড়ক ও ফুটপাতগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে। সরকারের কাছে অনুরোধ করব যেন সড়ক ও মহাসড়কগুলোর এক ইঞ্চি জায়গাও দখল হতে না পারে সে ব্যবস্থা করা। আমরা ঢাকা মহানগরে পরিচ্ছন্ন দখলমুক্ত হাঁটার উপযোগী ফুটপাত চাই।

সিন্ডিকেটের কাছে বাজার জিম্মি

রিন্টু আনোয়ার

ভয়াবহ খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে ভুগছে দেশ। অংকটি এখন ভয়নাক পর্যায়ে, ১২ দশমিক ৫৪ শতাংশ, যা গত সাড়ে ১১ বছরে সর্বোচ্চ। এজন্য দায়ী করা হয়েছে মুরগি ও ডিমকে। পরিকল্পনামন্ত্রীর ভাষায়, আগস্টে মূল্যস্ফীতির মূল নায়ক মুরগি ও ডিম। তার মতে, 'উদীয়মান অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি এক ধরনের আশীর্বাদ'। 'যে সাপের খেলা জানে, সে ঠিকই মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে' বলেও মন্তব্য করেন তিনি। অর্থমন্ত্রী দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ বললে ক্ষেপে যান। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, যারা বলে দেশের অবস্থা খারাপ, তারা অর্থনীতি বোঝেন না। অর্থনীতি সম্পর্কে তাদের কোনো পড়াশোনা নেই। অবশ্য বাণিজ্যমন্ত্রী ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতি 'কিছুটা' বেড়েছে স্বীকার করেছেন। তবে, দায় চাপিয়েছেন ডলারের বিনিময় মূল্য বেড়ে যাওয়া ও পরিবহন ব্যয় বেড়ে যাওয়াসহ কয়েকটি কারণের ওপর।

মূল্যস্ফীতি দিয়ে আমরা যেটা বুঝি তা হলো, কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে পরবর্তী আরেকটি সময়ে দাম কেমন বেড়েছে? যেমন একটা জিনিসের দাম ২০২২ সালে ছিল ৫ টাকা, পরবর্তী বছর তা হয়েছে ৬ টাকা। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতি জানা গেলে বোঝা যায়, কোনো নির্দিষ্ট সেবা বা পণ্যের জন্য আগের তুলনায় একজন মানুষকে কত টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে এবং তা তার জীবনযাত্রার ওপর কতটা প্রভাব ফেলছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ বেশ সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু, বলার সময় আরেকটু বেশি করে বলার চর্চা বাংলাদেশে রয়েছে। কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিপ্লব এনেছে বলে প্রচারটা একটু বেশি। পাট উৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয়, চাল উৎপাদনে তৃতীয়, বিভিন্ন সুগন্ধি মসলা এবং কয়েক ধরনের ফল উৎপাদনে বিশ্বে চতুর্থ, ডাল, কাঁঠাল, লিচু এ ধরনের শস্য ও ফল উৎপাদনে ষষ্ঠ অবস্থানে বাংলাদেশ। আলু, পেঁয়াজ, আদা, চা, মিষ্টিকুমড়া, সিডস, ব্রকলি, আম-এসব শস্য ও ফল উৎপাদনে তার অবস্থান বিশ্বের শীর্ষ দশটি রাষ্ট্রের মধ্যে। প্রায় বিশটি পণ্যে পৃথিবীতে দশম স্থানের মধ্যে আছে। অর্থাৎ বিভিন্ন কৃষিপণ্যে এক থেকে দশের মধ্যে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। পরিসংখ্যানের এসব তথ্যের সঙ্গে বাজারের চিত্র মিলছে না। গোল আলু থেকে শুরু করে কচুর লতি-শুঁটকিসহ কোনো পণ্যই সাধারণ ক্রেতাদের আয়ত্বে নেই। বাজার ব্যবস্থাপনায় চরম নৈরাজ্য। সরকারি ঘরানার ব্যবসায়ীদের ফ্রিস্টাইলের কাছে বাজার জিম্মি। বিশ্ববাজারে কমলেও তাদের কা-কীর্তিতে বাংলাদেশে খাদ্যপণ্যের দাম কেবলই বাড়ছে। তাও রেকর্ড মাত্রায়। সরকারের দিক থেকে সবসময় তা মানতে অনীহা। তারওপর সারের দামও চড়া। ক্রমেই তা প্রকট হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় গ্যাস সংকটে কয়েকটি সার কারখানায় উৎপাদন স্থগিত।

প্রকৃতির বিরূপ আচরণের কারণে এমনিতেই বিপাকে রয়েছে কৃষক। চলতি বছর দুই দফা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আউশ আবাদ। নষ্ট হয়ে গেছে রোপা আমনের বীজতলাও। এদিকে ভরা বর্ষা মৌসুমেও কোনো কোনো অঞ্চলে নেই পর্যাপ্ত বৃষ্টি। অনাবৃষ্টিতে সৃষ্ট খরার কারণে পিছিয়ে গেছে রোপা আমনের চাষ। এমন অবস্থায় কৃষক সেচ দিয়ে আমন ক্ষেত প্রস্তুত করছে। সেখানে আবার বিদ্যুতের লোডশেডিং এবং বেশি দাম দিয়ে কিনতে হচ্ছে ডিজেল। বেশি দামে কিনতে হচ্ছে কৃষি উপকরণ, বীজ ও বালাইনাশক। শ্রমিকের বাড়তি মজুরি তো রয়েছেই। এসব ফসলের উৎপাদন খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে। পরিস্থিতিটি চালসহ কৃষিপণ্যের দাম আরো বাড়ার নমুনা। কৃষি উৎপাদন কমে যাওয়ার শঙ্কাও আছে। ভূরাজনীতির সঙ্গে বৈশ্বিক খাদ্যবাজার জড়িয়ে পড়াটা বিপজ্জনক।

রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধের আগ থেকেই বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, সারা বিশ্ব খাদ্যসংকটে পড়তে যাচ্ছে। সেই সতকর্তা ফলতে শুরু করেছে। বিভিন্ন দেশ আগাম ব্যবস্থা নিয়েছে। পৃথিবীর অনেক দেশই দ্রব্যমূল্য লাগামে আনতে সক্ষম হয়েছে। আমাদের পাশের দেশ শ্রীলঙ্কাও পেরেছে। তাদের মূল্যস্ফীতি ছিল ৪৯ শতাংশ। দেশটিই দেউলিয়া হয়ে যায় প্রায়। সেখানে সরকারেরও পতন হয়ে যায়। অথচ, সেই শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। তাদের মূল্যস্ফীতি এখন ৫ শতাংশ। শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়ালো কীভাবে, তা আমাদের আমলে নেয়ার গরজ কম। বৈশ্বিক সংকটকে দায়ী করতে পারলেই যেন দায়বদ্ধতা শেষ, সুষ্ঠু সমাধানের নেই কোনো ব্যবস্থা। ফলে এ সুযোগটা নিচ্ছে একটি দুষ্টচক্র বা তথাকথিত সিন্ডিকেট। তাদের উড়ানো ধুলায় চোখে যেন অন্ধকার, এদিকে মুখে বোবা কান্না নিম্ন ও মধ্যবিত্তের। আজ ডিম তো কাল লবণ-মরিচ-পেঁয়াজ-আদা, চাল-ডাল-তেল, কিছুতেই যেন ছাড় নেই। ধনাঢ্যদের কথা আলাদা। চালের কেজি পাঁচ শ', পেঁয়াজ হাজার বা কাঁচা মরিচের কেজি দু'হাজার টাকা হলেও কোনো ঝাঁঝে পাবে না তাদের। উপরন্তু, 'সারাবিশ্বেই পণ্যমূল্য বাড়তি, বাংলাদেশে সেই তুলনায় কম'– ধরনের কথা ছুঁড়ে দিতে তাদের বিবেকে একটুও বাঁধবে না। চালের বিকল্প আলু-কাঁঠাল বা বেগুনের বিকল্প কুমড়া-পেঁপে বাতলে দেয়ার মশকরায়ও লজ্জিত হবেন না। লজ্জায় প্রিজারভেটিভ দেয়া সম্প্রদায়ের 'ভাত না খেলে কী হয়, বলতে মুখে আটকাবে না। প্রকারান্তরে এদের ঘায়েলের আঘাত সর্বোচ্চও। চাল, ডাল, তেল, নুন, চিনি, আটা, ময়দা, আদা, পেঁয়াজ, রসুন, চামড়া, আমড়া সব কিছু নিয়েই খেলছে সমানে। ডিমের বাজারও দফায়-দফায় তাদের হাটটিমা-টিম গেইমের শিকার মানুষ। ডিম যে কোন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সেই তালগোল পর্যন্ত বাঁধিয়ে দেয়ার পারঙ্গমতা দেখিয়েছে চক্রবাজরা। সুঁই-সুতা থেকে ওষুধ-পথ্যও তাদের গেম ফিল্ড। দু'হাতে অর্থ হাতানোর এ পদ্ধতিতে চাহিদা, জোগানের পরিমাণ; কে সরবরাহকারী-বিপণনকারী, কে ভোক্তা; এসবের কোনো বালাই নেই। শিকার ধরাই আসল কাজ। বাজার নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেটের কাছে বাদবাকিরা কেবলই শিকারের বস্তু। বাজার চড়ানোর পেছনে শীত-গরম, বৃষ্টি-খরা, মন্দা-যুদ্ধসহ হরেক অজুহাত তারা হাতে হাতেই রাখে। সরকারকে বানিয়ে ফেলে তাদের সেই অজুহাত প্রচারকারী জনসংযোগ কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রীকে পর্যন্ত বলতে হয়, সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে। খোদ মন্ত্রী বলে দেন, নাম বললে তার জীবন চলে যাওয়ার শঙ্কা আছে। খেলাটা কী আচানক! সিন্ডিকেটের প্রবল ক্ষমতার কাছে সরকারেরই যখন অসহায়ত্ব, তখন সাধারণ মানুষের জায়গা কোথায়?

বাজারে চাহিদার বিপরীতে জোগান কমে যাচ্ছে নাকি কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে– তাও একটা প্রশ্ন। ব্যবসায়ী নেতারাই বলছেন, সব পণ্য দ্রব্যই মজুত আছে, নাটক চলছে কৃত্রিম সংকটের। যে কৃত্রিমতা কম-বেশি অন্যান্য সেক্টরেও। চতুর্মুখী এ অস্বাভাবিকতায় কৃষক উৎপাদন করে, মাঠে ফসল দেখে হাসে, আর বিক্রি করে কাঁদে। বাজারে মৌসুমেও চালের দাম কমে না, সবজির দাম তেমন কমে না। কিন্তু কৃষকের ভাগ্যে যে ন্যায্য দাম জোটে না- সেই বেদনা কেবল কৃষকরাই ভোগে, হজম করে। কৃষি বাজেট বাড়ে না কেন, কৃষি উপকরণের মূল্য সহায়তা কৃষক কতটুকু পান, কৃষি উৎপাদন করে কেন কৃষক অসহায় ফড়িয়াদের কাছে? এসব প্রশ্ন অসহ্য-বিরক্তিকর ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ের কাছে। দেশের প্রায় ৪০ শতাংশ কর্মসংস্থান কৃষিতে। খাদ্য চাহিদার ৯০ শতাংশ পূরণ করে কৃষি খাত।

সাধারণ মানুষের খাদ্যপণ্য চাল, আটা, ডাল, চিনি, তেল, লবণ, সবজি, পেঁয়াজ, মরিচ, মাছ, ডিম, মুরগি কোনটার দাম না বেড়েছে? সব কিছুর দাম ১০ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এটি সিন্ডিকেটের দারুণ সমন্বয় ও সুযোগ। মলম পার্টির মতো জোরজবরদস্তি লাগছে না। মানুষকে আপোসেই নিজের চোখে নিজে মলম মেখে বোবা কান্না কাঁদতে হচ্ছে। একবার পেঁয়াজ, আর একবার মরিচ, কখনো ডিম তো কখনো মুরগি! এক মাসে তেলে আর ডালে চক্রাকারে চক্রশুলে চড়ছে। মৌসুমে পেঁয়াজের দাম ২০০ টাকা ছুঁয়ে ফেলল তারপর আবার ৬০ টাকায় নেমে এলো। এ সময়কালে পেঁয়াজের কোনো নতুন উৎপাদন কি হয়েছে? তাহলে দাম কমল কেন? মূলত এ সময়ে উৎপাদন হয়েছে ব্যবসায়ীর মুনাফার আর জনগণের দুর্দশার। নিদারুণ বাস্তবতায় রাজনীতিতে এগুলো ইস্যু হয় না। মিছিল, পদযাত্রা, শোভাযাত্রার বিষয়আসয় সব রাজকীয়।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

দুর্নীতি রোধে আরো কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে

গাজী শরীফা ইয়াছমিন

বর্তমান সময়ে দুর্নীতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, তা দৈনন্দিন জীবনেরই অংশ। কিন্তু দুর্নীতিকে কখনোই স্বাভাবিক হতে দেওয়া যাবে না। এজন্য আমাদের দুর্নীতির পরিভাষা ও মাত্রা নির্ধারণ করার নিরিখ বিশ্লেষণ করতে হবে। সাধারণ অর্থে যে কোনো নীতি-বিগর্হিত কাজকেই দুর্নীতি বলা হয়। এক্ষেত্রে নীতি অর্থ সদর্থক মূল্যবোধ, যা একমাত্র বিবেকের কাছেই দায়বদ্ধ। প্রকৃতপক্ষে এই বিবেকনির্ভর মূল্যবোধ সমাজকে ধারণ করে। আর এখানেই 'অপরাধ' ও 'দুর্নীতি'র মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য। অপরাধের জন্য দেশে আইন রয়েছে। অপরাধীকে আইনের সাহায্যে আদালত দ- দেন। কিন্তু দুর্নীতি সরাসরি আইনের বিরোধিতা করে না। এটি ঘাতক ব্যাধির মতো নিঃশব্দে সমাজে ছড়িয়ে পড়ে এবং সমাজের নৈতিক অধঃপতন ঘটায়। এটি অত্যন্ত মন্থর গতিতে অগ্রসর হয়, যা অনেকসময় বাইরে থেকে অনুভব করা যায় না।

দুর্নীতি প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তেমনই পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ ও এনজিও এবং শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'নেশন মাস্ট বি ইউনাইটেড অ্যাগেইনস্ট করাপশন। পাবলিক ওপিনিয়ন মবিলাইজ না করলে শুধু আইন দিয়ে করাপশন বন্ধ করা যাবে না।'

আমাদের দেশ অর্থনৈতিকভাবে উন্নত হচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের এই উন্নতির সুফল জনগণের কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে সরকার বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণীত হয়েছে। চারিত্রিক সাধুতা বা শুদ্ধতা অর্জন ও দুর্নীতি দমনের মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জাতীয় একটি কৌশলদলিল হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সেখানে প্রাতিষ্ঠানিক আইন-কানুন ও বিধি-বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ, পদ্ধতিগত সংস্কার ও উন্নয়ন, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সবার চরিত্র নিষ্ঠা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গৃহীতব্য কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পর থেকেই দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বহু আইন, বিধি-বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর আরও কিছু নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উন্নয়নে বেশ কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছে। বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, ও প্রতিরোধ করতে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠন করা হয়েছে। এটি ২০০৪ সালের ৯ মে কার্যকর হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০০৯ সাল থেকে দুদকের ক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ফলে দুদক ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে। কমিশনের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে বেশকিছু কৌশলগত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। কিছু মূল উন্নয়নের মধ্যে রয়েছে ডিজিটাল কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রসারিত করা। এছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় দুদক নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ১৭ ধারা অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনে প্রতিরোধ, গবেষণা এবং গণসচেতনতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই কাজটি সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই করা হয় এবং এটি দুর্নীতি প্রতিরোধ অঙ্গীকার পূরণে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে থাকে। কার্যক্রমগুলোর মধ্যে জনগণকে সচেতন করা, দুর্নীতির খারাপ দিকগুলো তুলে ধরা, সততা সংঘ গঠন এবং তার কর্মকা- পরিচালনা অন্যতম। প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যে কর্মকৌশলগুলো প্রধানত নেওয়া হয় তা হলো- নৈতিকতা, আচরণবিধি চালুকরণ; স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ক্ষেত্র তৈরি; দুর্নীতি প্রতিরোধে অন্যান্য পদক্ষেপ; দুর্নীতির ঝুঁকিগুলোর মূল্যায়ন। এই উদ্যোগগুলো দুদক আইন ২০০৪ এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলপত্র ২০১২ মোতাবেক করা হয়ে থাকে। বিগত বছরগুলোতে দুর্নীতি দমনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম যেসব আইন প্রণীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯, চার্টার্ড সেক্রেটারিজ আইন, ২০১০, জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ (সুরক্ষা প্রদান) আইন, ২০১১, মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০১২, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২, প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ ইত্যাদি। এসব আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের সর্বস্তরে দুর্নীতিমুক্ত রাখার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

সরকার তার নির্বাচনি ইশতেহারে বর্ণিত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সচেষ্ট আছে এবং দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতেই এগিয়ে চলছে। দুর্নীতিকারী যেই হোক না কেনো, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে, তার কোনো ছাড় নেই। এর প্রমাণ আমরা করোনাকালে পেয়েছি। করোনা সংকট শুরুর পর থেকে, বিশেষ করে স্বাস্থ্যখাতে একাধিক অনিয়ম ও দুর্নীতির ঘটনা কঠোর হস্তে দমন করা হয়। দেশের কয়েকটি স্থানে ত্রাণ বিতরণের অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগের বিরুদ্ধেও কঠোর অবস্থান নেওয়া হয়।

বাংলাদেশ জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)-এর অনুসমর্থনকারী দেশ। দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ফৌজদারী আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার ছাড়াও দুর্নীতির ঘটনা যেনো না ঘটে এজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই কনভেনশনে।

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনে আমাদের একতাবদ্ধ হওয়া খুবই জরুরি। এই কঠিন লক্ষ্য সফল করার জন্য মানুষের জীবনের একেবারে গোড়া থেকে, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকেই কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। রাজনীতিতেও শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে। যদি সমন্বিতভাবে দুর্নীতির কদর্য চেহারাকে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এবং জনস্বার্থে এর কুফল সম্পর্কে তথা জনসচেতনতা সৃষ্টি করা যায়, তাহলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। দুর্নীতির অভিযানকে সফল করতে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগ-উদ্যমকে একযোগে কাজে লাগাতে হবে। কেবল আইনি ব্যবস্থার মাধ্যমে দমন করা সম্ভব নয়। এর বিরুদ্ধে সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

লেখক: তথ্য অফিসার, পিআইডি, ঢাকা।

ই-সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর

এম জসীম উদ্দিন

বেশ কয়েক বছর ধরে সিগারেটের বিকল্প হিসেবে ইলেকট্রনিক সিগারেট বা ই-সিগারেট তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। অনেকে সিগারেট ছাড়ার জন্য ই-সিগারেট ব্যবহার করে। সাধারণ সিগারেটের বিকল্প হিসেবে 'ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম' (এন্ডস) বা 'ইলেকট্রনিক সিগারেট' ব্যবহার করা হয়। সিগারেটের মতই দেখতে ফাইবার বা প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি এই ব্যাটারিচালিত যন্ত্রগুলির মধ্যে একটি প্রকোষ্ঠ থাকে। তার মধ্যে ভরা থাকে বিশেষ ধরনের তরল মিশ্রণ। যখন কেউ ই-সিগারেট পান করে, তখন একটি সেন্সর ব্যাটারিকে সক্রিয় করে এবং ডিভাইসটির মাথার দিকে লাল হয়ে ধোঁয়া তৈরি করে এবং অ্যাটোমাইজারকে গরম করে তোলে। এই পদ্ধতিটি প্রোপিলিন গ্লাইকলকে বাষ্প করে তোলে। এই সিগারেটে টান দিলে তখন নিকোটিনের স্বাদ পাওয়া যায় এবং তা সাধারণ সিগারেটের মতোই ফুসফুসে চলে যায়। এই পদ্ধতিকে বলে 'ভ্যাপিং'। এই সিগারেটের ভেতরে নিকোটিন, প্রপাইলিন গ্লাইকল অথবা ভেজিটেবল গ্লিসারিন এবং সুগন্ধি মিশ্রিত থাকে।

ইলেক্ট্রনিক সিগারেটের ধারণা ২০০৩ সালের শেষদিকে প্রথম দুনিয়ার সামনে নিয়ে আসেন হন লিক নামের এক চাইনিজ ফার্মাসিস্ট। পরবর্তীতে, ২০০৭ সালে তিনি এই প্রোডাক্টের পেটেন্ট লাভ করেন। বাংলাদেশে ইমার্জিং টোব্যাকো প্রোডাক্টস (ই-সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্ট) এর ব্যবহার তরুণ এবং যুব সমাজের মধ্যে উদ্বেগজনক হারে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ই-সিগারেটের বিষয়টি অনেকের কাছে নতুন মনে হলেও কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশে অন্যান্য দেশ থেকে আমদানি হচ্ছে এবং শহরের তরুণদের মধ্যে 'জনপ্রিয়' হয়ে উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, ইউটিউব ইত্যাদির মাধ্যমে এর প্রচার করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ই-সিগারেটের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে অবগত না হয়েই এর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। অনেক তরুণের কাছে ইলেকট্রনিক সিগারেট এখন ফ্যাশন হিসেবে দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে যেহেতু এটি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে, সেহেতু এটাকে রোধ করা দরকার। এজন্য পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশ যেভাবে এটাকে নিষিদ্ধ করেছে সেভাবে আমাদের দেশেও নিষিদ্ধ করা দরকার।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) অধিকতর শক্তিশালীকরণের লক্ষে খসড়া সংশোধনী প্রস্তুত করেছে, যেখানে ইলেকট্রনিক নিকোটিন ডেলিভারি সিস্টেম (ই-সিগারেট, ভ্যাপিং), হিটেড টোব্যাকো প্রোডাক্টসহ এ ধরনের সব পণ্য নিষিদ্ধের প্রস্তাব করা হয়েছে। ই-সিগারেট ব্যবহার করলে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার প্রস্তাব দিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এছাড়াও ই-সিগারেট ও তার যন্ত্রাংশের আমদানি, রফতানি, মজুত, বিক্রি, পরিবহণ ও অংশবিশেষ উৎপাদন নিষিদ্ধের কথাও বলা হয়েছে নতুন খসড়া আইনে। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের খসড়া সংশোধনীতে ই-সিগারেট, ভেইপ কিংবা নিকোটিন পাউচ নিষিদ্ধের বিধান রাখা হয়েছে। বিদ্যমান আইনে ই-সিগারেট নিয়ে কিছু বলা নেই। প্রস্তাবিত সংশোধিত আইনের ধারা প্রথমবার লঙ্ঘন করলে সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদ- বা অনধিক দুই লাখ টাকা অর্থদ- কিংবা উভয় দ- দ-িত হতে হবে। কিন্তু বারবার একই অপরাধ করলে শাস্তি দ্বিগুণহারে বেড়ে যাবে। ইতিমধ্যে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের সংশোধনীর খসড়া প্রস্তাবের উপর অংশীজনের মতামত গ্রহণের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্টদের কাছে পাঠানো হয়েছে। অবিলম্বে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার দাবিতে প্রতীকী মরদেহের কফিন নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে একাধিক মাদক বিরোধী সংগঠন।

বাংলাদেশে বছরে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগে ১ লাখ ৬১ হাজার মানুষ মারা যায়। আইন সংশোধনে যত দেরি হবে, তামাকজনিত মৃত্যু ততই বাড়তে থাকবে। ধুমপান ছাড়ার চেষ্টা করা শুধুমাত্র নিকোটিন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি নির্ভর হওয়া খুব যুক্তিসংগত কাজ নয়, তাতে অন্য আরেকটি পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীলতা বাড়ে। গবেষণা থেকে জানা গেছে, ই-সিগারেটে অ্যাসিটালডিহাইড (সম্ভাব্য কার্সিনোজেন), ফরমালডিহাইড (পরিচিত কার্সিনোজেন), অ্যাক্রোলিন (টক্সিন) এবং নিকেল, ক্রোমিয়াম ও সিসার মতো ধাতুসহ কমপক্ষে ৮০টি ক্ষতিকারক উপাদান রয়েছে। বেশিরভাগ অংশগ্রহণকারী (৬৫ শতাংশ) স্বাদের কারণে ই-সিগারেট ব্যবহার করার চেষ্টা করে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তামাক নিয়ে তাদের সর্বশেষ প্রতিবেদনে ই-সিগারেটকে সুনিশ্চিতভাবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর পণ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে। একসময় ই-সিগারেট জাতীয় পণ্যকে সিগারেটের নিরাপদ বিকল্প হিসেবে উপস্থাপন করা হলেও এখন বিভিন্ন গবেষণায় এর ক্ষতির বিষয়গুলো সামনে আসছে। ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বাস্থ্যঝুঁকির কথা ভেবে এটি নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। ভারতেও ই-সিগারেট উৎপাদন, আমদানি ও বিক্রি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কানাডাসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশেও ই-সিগারেট নিষিদ্ধ। একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, সিগারেট বা ধূমপানের তুলনায় এভাবে ধোঁয়া নেয়া ৯৫ শতাংশ কম ক্ষতির কারণ হতে পারে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে, এগুলো পুরোপুরি ঝুঁকি মুক্ত। ই-সিগারেটের ভেতরে থাকা তরল পদার্থ এবং ধোঁয়া অনেক সময় এমন সব ক্ষতিকর রাসায়নিক বহন করতে পারে, যা সাধারণ সিগারেটের ভেতরেও থাকে। তবে এর মাত্রা অনেক কম। ই-সিগারেটে রয়েছে কার্সিনোজেনিক রাসায়নিক পদার্থ। যা ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার অন্যতম কারণ। এছাড়াও ই-সিগারেটে থাকা রাসায়নিক পদার্থ ফুসফুসের রোগ ও শ্বাসযন্ত্রে ইনফেকশন ঘটাতে পারে বলে দাবি করছেন গবেষকেরা। এখন সাধারণ সিগারেটের চেয়ে ই-সিগারেটে মানুষের হার্টের (হৃৎপি-) বেশি ক্ষতি করে। অনেকেই মনে করেন, ই-সিগারেট ধূমপানের অভ্যাস ত্যাগ করতে সাহায্য করে। কিন্তু ক্যানসার বিশেষজ্ঞদের মতে, ই-সিগারেট ধূমপান ছাড়তে সাহায্য করে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এর প্রভাব সাধারণ সিগারেটের চেয়ে ক্ষতিকর। সাধারণ ধূমপান অথবা ভেপিং করার ১৫ মিনিট পর মানুষের হৃদস্পন্দন (হার্টরেট) বেড়ে যায় এবং মানুষকে 'ফাইট অথবা ফ্লাইট মোডে' নিয়ে যায়। উভয় ধূমপানেই হাতে এবং বাহুতে রক্ত সরবরাহকারী রক্তনালীকে সঙ্কুচিত করে দেয়। গবেষণায় বলা হয়েছে,উচ্চ রক্তচাপ এবং সঙ্কুচিত রক্তনালী উভয়ই হার্টে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পৌঁছাতে বাধা দেয় এবং সময়ের সাথে সাথে ভেপিং ও ধূমপান অব্যাহত রাখলে তা হৃদরোগ সৃষ্টির কারণ হয়ে থাকে। একে নিরাপদ ইলেকট্রিক যন্ত্র বলেই মনে করা হয়। কিন্তু তা মোটেও নিরাপদ নয়। ই-সিগারেট আপনার মুখে বিস্ফোরিত হতে পারে। নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলো জানায়, চার্জারে সমস্যা থাকলে সিগারেট বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জাপানে একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ই-সিগারেট সাধারণ সিগারেটের চেয়ে বেশি ক্ষতিকারক। ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত এর মধ্যে থাকা নিকোটিনের পরিমাণ নিয়ে। তাদের মতে, ই-সিগারেটের প্রধান উপকরণ নিকোটিন থেকে দ্রুত আসক্তি তৈরি হয়। সিগারেট ছাড়তে চেয়ে যারা এটি ব্যবহার করে তাঁদের এর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যা থেকে দেখা দিতে পারে ফুসফুসের বিভিন্ন অসুখ। তবে ই-সিগারেটের মধ্যে থাকা নিকোটিন নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে অনেকদিন থেকেই। কিন্তু ই-সিগারেটে যেভাবে রাসায়নিক নিকোটিন ব্যবহার করা হয় তা স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত নয় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

সাধারণ সিগারেট হোক বা ই-সিগারেট সব নেশাকেই পরিত্যাগ করা জরুরি। ই-সিগারেট এর যন্ত্রগুলো বৈধভাবে বাংলাদেশে আসে না, বাংলাদেশে ই-সিগারেট আমদানির অনুমতিও নেই। তারপরও এসব পণ্য বাজারজাত হচ্ছে। শিগগিরই ই-সিগারেটের ডিভাইস বিক্রি বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে দেশের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এর ব্যবহারের প্রবণতা বেড়ে গিয়ে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকির সৃষ্টি করবে। ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এ সম্পর্কে জানে না এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না। কারণ সিগারেটের প্যাকেটের গায়েই লেখা থাকে 'সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর' আর ইংরেজিতে ঝসড়শরহম রং রহলঁৎরড়ঁং ঃড় যবধষঃয রঃ পধঁংবং পধহপবৎ। পরিশেষে বলতে চাই, ধূমপান একটি নেশা, আর নেশা মানেই ক্ষতিকর তাই সাধারণ সিগারেটের পাশাপাশি ই-সিগারেটের ব্যাপারেও জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে যাতে কেউ অকালে প্রাণ না হারায়।

লেখক : তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

নাগর্নো-কারাবাখে ৩০ বছরের মধ্যে প্রথম জাতিসংঘের মানবিক মিশন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : প্রায় ৩০ বছর পর জাতিসংঘ প্রথমবারের মতো নাগর্নো-কারাবাখে এই সপ্তাহের শেষে একটি মানবিক মিশন পাঠাবে। আজারবাইজান নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চলটি পুনরুদ্ধার করার পর মানবিক চাহিদা মেটাতে এই মিশন পাঠাবে জাতিসংঘ। গত শুক্রবার একজন মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক সাংবাদিকদের বলেছেন, 'আজারবাইজান সরকার এবং জাতিসংঘ এই অঞ্চলে একটি মিশনে সম্মত হয়েছে। মিশনটি সপ্তাহান্তে সংগঠিত হবে। 'বছরের পর বছর ধরে আজারবাইজান এবং আর্মেনিয়া পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে দুটি যুদ্ধ করেছে। জাতিসংঘের মুখপাত্র স্টিফেন ডুজারিক বলেছেন, 'খুব জটিল এবং নাজুক ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে আমাদের প্রায় ৩০ বছর সেখানে প্রবেশাধিকার ছিল না।

সুতরাং এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আমরা প্রবেশ করতে সক্ষম হব। মিশনটি আজারবাইজান থেকে আকাশপথে করা হবে। তিনি আরো যোগ করেছেন, 'জাতিসংঘের মানবিক বিষয়ক বিভাগের নেতৃত্বে প্রায় ১২ জনের একটি দল এই অঞ্চলে আছে এবং তারা স্থানীয়দের চাহিদা বা প্রয়োজনগুলো পূরণ করবে। অবশ্যই সব কিছু আন্তর্জাতিক আইন এবং বিশেষ করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে সম্মান করে করা হবে।' আজারবাইজানকে নাগর্নো-কারাবাখের বেসামরিক স্থাপনা থেকে তার সব সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আর্মেনিয়া বিশ্ব আদালতে অনুরোধ জানানোর পর এই ঘোষণাটি আসল। আন্তর্জাতিক আদালত ফেব্রুয়ারিতে আজারবাইজানকে লাচিন করিডর দিয়ে বিতর্কিত অঞ্চলে এবং সেখান থেকে অবাধ চলাচল নিশ্চিত করার নির্দেশ দেন। তখন প্রতিবেশী আর্মেনিয়ার সঙ্গে এ নিয়ে আইনি বিরোধ চলছিল। গত ফেব্রুয়ারিতে আর্মেনিয়া আন্তর্জাতিক আদালতকে আজারবাইজানকে দেওয়া আদেশগুলো পুনরায় নিশ্চিত করতে এবং এই অঞ্চল থেকে অবশিষ্ট জাতিগত আর্মেনিয়ানদের বাস্তুচ্যুত করার লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সব পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিতে বলেছিল। এদিকে গত বৃহস্পতিবার আজারবাইজান ঘোষণা করেছে, রিপাবলিক অব নাগর্নো-কারাবাখ আর থাকবে না। রিপাবলিকের প্রধানকে গ্রেপ্তার করে গোপন বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জেলে তার ছবিও প্রকাশ করেছে আজারবাইজান। তার পরেই এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

সৌদি-চীনের কাছ থেকে ডলার সহায়তা চায় পাকিস্তান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কয়েক বছর ধরেই চরম অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে পাকিস্তান। এ থেকে উত্তরণের জন্য আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছ থেকে ঋণ নেওয়াসহ নানা চেষ্টা করে যাচ্ছে দেশটি। এবার সংকট কাটিয়ে উঠতে দুই বন্ধুপ্রতিম দেশ সৌদি আরব ও চীনের কাছ থেকে ১১০০ কোটি ডলার সহায়তা চেয়েছে পাকিস্তান। গত বৃহস্পতিবার ইসলামাবাদে সিনেটর সেলিম মান্ডভিওয়ালার সভাপতিত্বে অর্থ ও রাজস্ববিষয়ক সিনেটের স্থায়ী কমিটির সামনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অর্থমন্ত্রী ড. শামশাদ আখতার এসব তথ্য তুলে ধরেন। তিনি বলেন, সরকার চীন ও সৌদি আরবের কাছ থেকে দ্বিপক্ষীয় সহায়তার অংশ হিসেবে ১১০০ কোটি ডলার ঋণের বিষয়টি নিয়ে কথা বলছে। পাশাপাশি সৌদি আরবের কাছ থেকে জ্বালানি তেল আমদানির বিষয়টি নিয়েও আলোচনা চলছে। বিদেশি অর্থসহায়তার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে অর্থমন্ত্রী বলেন, আইএমএফের পক্ষ থেকে ৭০০ মিলিয়ন ডলার এলে বৈদেশিক সহায়তার গতি অনেকটাই বাড়বে। তাছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রকল্প 'বেনজির ইনকাম সাপোর্ট প্রোগ্রামকে' কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে না রেখে প্রাদেশিক সরকারের কাছে স্থানান্তরের বিষয়েও আলোচনা করছে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অর্থমন্ত্রী ড. শামশাদ আখতার বলেন, বাইরের দেশগুলো থেকে অর্থায়নের চাহিদা পূরণে আমরা বিশ্বব্যাংক, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের মতো বিভিন্ন বহুপক্ষীয় প্রতিষ্ঠান থেকে ৬৩০ কোটি ডলার তহবিল সুরক্ষিত করার জন্য কাজ করছি। আইএমএফ এরইমধ্যে আমাদের জন্য ৩০০ কোটি ডলার অনুমোদন দিয়েছে ও আরও প্রায় ১০০০ কোটি ডলার সহায়তা আশা করছি আমরা। পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আর্থিক সহায়তা পাওয়ার বিষয় নিয়ে জোর আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান।

৩০টির বেশি ড্রোন ভূপাতিত করার দাবি ইউক্রেনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইউক্রেনের দক্ষিণ ও মধ্যাঞ্চলে এক রাতেই ৪০টির মতো ড্রোন হামলা চালিয়েছে রাশিয়া। এর মধ্যে ৩০টির বেশি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে বলে দাবি করেছে কিয়েভ। রাশিয়া যেসব ড্রোন দিয়ে হামলা চালিয়েছে সেগুলো ইরানের তৈরি শাহেদ ড্রোন বলে জানা গেছে। গতকাল শনিবার ইউক্রেনের আঞ্চলিক ও সামরিক কর্মকর্তারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সাউথ মিলিটারি কমান্ড জানিয়েছে, ভিনিতসিয়া অঞ্চলে ২০টি ড্রোন এবং দক্ষিণাঞ্চলীয় ওডেসা এবং মিকোলাইভ অঞ্চলে ১০টির বেশি ড্রোন গুলি করে ভূপাতিত করা হয়েছে। সাউদার্ন কমান্ডের মুখপাত্র নাতালিয়া হুমেনিউক ইউক্রেনের একটি টেলিভিশনকে বলেন, দানুব নদীসহ বন্দরের বিভিন্ন স্থাপনায় ক্রমাগত হামলা চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া। ইউক্রেনের অন্যান্য অঞ্চলেও হামলার চেষ্টা করা হচ্ছে।

দেশের অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতেই এসব হামলা চালানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে। ওডেসা বন্দরে ইউক্রেনের শস্য রপ্তানির কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন স্থাপণা ও ভবনে গত জুলাই মাস থেকেই বিমান হামলা আরও বাড়িয়েছে রাশিয়া।

শাটডাউনের মুখে যুক্তরাষ্ট্র তৈরি হতে পারে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আবারও শাটডাউনের মুখে যুক্তরাষ্ট্র। তৈরি হতে পারে অর্থনৈতিক অচলাবস্থা।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদে রিপাবলিকানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় ডেমোক্রেট সরকারের বাজেট পাশ নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

আজ রোববার নতুন বাজেট পাশে ব্যর্থ হলে ব্যয় নির্বাহ নিয়ে মার্কিন সরকার সংকটে পড়বে বলে বুধবার এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে রয়টার্স। খবরে বলা হয়েছে, অর্থাভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের সামরিক, পরিবহন ও বিচার বিভাগের মতো অনেকগুলো শাখাই স্থবির হয়ে যেতে পারে। কোনো আর্থিক প্রণোদনা ছাড়াই চাকরিচ্যুত হতে পারেন কয়েক লাখ কর্মচারী।

গাড়ির ধোঁয়ায় পরিবেশদূষণ রোধে ভারতে নতুন সফটওয়্যার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাড়ির ধোঁয়ায় পরিবেশদূষণ কোনো নতুন ঘটনা নয়। সেই দূষণ রুখতে এবার নতুন সফটওয়্যার আনতে চলেছে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার। দেশটির পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পরিবহন দপ্তর সূত্র জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা বেসিল নতুন একটি সফটওয়্যার তৈরি করেছে। পরীক্ষামূলকভাবে তারা নতুন সফটওয়্যারের ব্যবহার শুরু করেছে। গোটা দেশের দূষণ মাপার যন্ত্রে নতুন এই সফটওয়্যার ইনস্টল বাধ্যতামূলক করা হবে বলে জেনেছে পরিবহন দপ্তর। বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষায় পাস করলেও, পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে যখন গাড়ির ধোঁয়া পরীক্ষা করা হচ্ছে, তাতে ত্রুটি ধরা পড়ছে। এমন অভিযোগ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় পূর্ত ও সড়ক মন্ত্রণালয়ে জানানো হয়েছিল। তার পর থেকেই এ বিষয়ে কাজ শুরু করে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি তারা নতুন সফটওয়্যার তৈরিতে সাফল্য পেয়েছে। আগামী দিনে গাড়ির দূষণ পরীক্ষাকেন্দ্রগুলোতে এই সফটওয়্যারটি ব্যবহৃত হবে। নতুন এ প্রযুক্তি চালু করার ক্ষেত্রে রাজ্যগুলোকেও পাশে পেয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্র এই নতুন সফটওয়্যারটি রাজ্য সরকারগুলোকে দেওয়া শুরু করলেই তার ব্যবহার শুরু হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। ভারতীয় পরিবহন দপ্তরের এক কর্মকর্তা বলেন, 'সাধারণত পেট্রল পাম্পগুলোতেই ধোঁয়া পরীক্ষাকেন্দ্র থাকে। সেখানে গিয়ে গাড়িচালকরা অল্প টাকা ঘুষ দিয়ে সহজেই দূষণ নিয়ন্ত্রণের ছাড়পত্র পেয়ে যান। কিন্তু পরে দেখা যায় সেই গাড়িগুলো আদৌ দূষণ পরীক্ষায় পাসের যোগ্য নয়। তাই বিকল্প বন্দোবস্ত হিসেবে নতুন এই সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। যাতে গাড়ির সার্টিফিকেট পেতে যে কারচুপি চলছে, তা সহজেই বন্ধ করা যায়।

দ্বিতীয় দফায় ভোট দিচ্ছে মালদ্বীপ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম দফায় কোনো প্রার্থীই ৫০ শতাংশ ভোট পায়নি। ফলে দ্বিতীয় দফায় ভোট গড়িয়েছে। গতকাল শনিবার দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হয়।

স্থানীয় সময় সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ভোট চলবে। তবে ইতোমধ্যেই এই দ্বীপরাষ্ট্রের দ্বিতীয় দফার নির্বাচন ঘিরে আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আরেক দফা বেড়ে গেছে। দেশটির নির্বাচন ঘিরে চীন এবং ভারতের তীব্র আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম ধাপে বিরোধীদলীয় প্রার্থী ও দেশটির রাজধানী মালের সাবেক মেয়র মোহামেদ মুইজু এককভাবে সর্বোচ্চ ৪৬ শতাংশের বেশি ভোট পেয়েছেন।

তিনি চীনপন্থি নেতা হিসেবে পরিচিত।

নিকারাগুয়ার ১০০ কর্মকর্তাকে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মানবতাবিরোধী অপরাধে ভূমিকার কারণে জন্য মধ্য আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়ার ১০০ কর্মকর্তার ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগার প্রশাসনের ভাইস প্রেসিডেন্ট রোজারিও মুরিলো, তার তিন সন্তান, জ্যেষ্ঠ সরকারি কর্মকর্তা এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেয় ওয়াশিংটন।

মানবাধিকার সংগঠনগুলো বলছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগা বিরোধী রাজনীতিবিদ, সংবাদ আউটলেট, ব্যবসায়ী নেতা এবং ক্যাথলিক চার্চকে কঠোরভাবে দমন করেছেন।

বিনোদন

কম বয়সী নায়িকার সঙ্গে রোমান্স করতে চান না সেতুপতি

বিনোদন ডেস্ক : দক্ষিণের জনপ্রিয় অভিনেতা বিজয় সেতুপতি। বলিউডে শাহরুখ খানের সঙ্গে 'জাওয়ান' সিনেমাতে অভিনয় করে নিজের জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে দিয়েছে বলিউডেও। এরইমধ্যে উঠে এসেছে রোমান্সে আপত্তি জানিয়ে সিনেমা না করার পুরনো এক খবর। তবে আপত্তি রোমান্সে নয়, আপত্তি যার সঙ্গে রোমানস করবেন তার বয়স। খবর বলিউড লাইফের। ২০২১ সালে মুক্তি পাওয়া 'লাবাম' সিনেমার প্রস্তাব পান বিজয়। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল এই সিনেমায় তার বিপরীতে অভিনয় করবেন নায়িকা কৃতী শেট্টি। আর এতেই আপত্তি জানিয়ে সিনেমায় অভিনয় করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন বিজয়। তখন নেটিজনদের প্রশ্ন ছিল কেনো কৃতির সঙ্গে অভিনয় করবেন না বিজয়? তিনি ত একজন পেশাদার অভিনেতা। তার এই আচরণে নেটিজেনরা সমালোচনাও শুরু করেছিলেন। এতদিন এ প্রসঙ্গে চুপ থাকলেও এবার জানালে আসল কারণ। অভিনয় করতে আপত্তি জানানোর প্রথম কারণ হিসেবে তিনি জানান অভিনেত্রীর বয়স। তখন বিজয়ের বয়স ৪৩, অন্যদিকে উঠতি এই নায়িকার বয়স ছিল মাত্র ১৮। সিনেমায়ে এই নায়িকার সঙ্গে

রয়েছে বেশ কয়েকটি রোমান্টিক দৃশ্য। এত কম বয়সি নায়িকার সঙ্গে এই দৃশ্যে অভিনয় করতে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না তিনি। তাই তিনি না করে দিয়েছিলেন। এর আগে 'উপ্পেনা' ছবিতে বিজয়ের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন কৃতি। আরেকটি কারণ হিসেবে তিনি এই প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন, 'আমি আগে কৃতির বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেছি। কৃতিকে আমি নিজের মেয়ের মতো দেখি। তাই তাঁর সঙ্গে জুটি বাঁধলে আমার জন্য অত্যন্ত অস্বস্তিদায়ক অভিজ্ঞতা হতো। আমি মোটেও তাঁর সঙ্গে রোমান্স করতে স্বচ্ছন্দ ছিলাম না। কৃতির কথা ভেবেই আমি "লাবাম" সিনেমাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম।' বিজয়ের মুখ থেকে এ কথা শোনার পর সবাই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। পরে অবশ্য 'লাবাম' সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন বিজয় সেতুপতি। কিন্তু কৃতী এই ছবি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তার স্থানে অভিনয় করেছিলেন সাই ধংসিকা। এসপি জগন্নাথন পরিচালিত এই সিনেমায় আরও অভিনয় করেছিলেন জগপতি বাবু, শ্রুতি হাসানসহ আরও অনেকে।

বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হলে জামাকাপড় খুলে দৌড়াবে সিয়াম

বিনোদন ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে ক্রিকেট বিশ্বকাপের উন্মাদনা। সেই ছোঁয়া লেগেছে শোবিজ অঙ্গনেও। অন্যান্যের মতো বিশ্বকাপে বাংলাদেশের ট্রফি জেতার স্বপ্ন দেখেন চিত্রনায়ক সিয়াম আহমেদও। সেই আশায়ই সম্প্রতি এই নায়ক জানান, বিশ্বকাপে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হলে জামাকাপড় খুলে দৌড়াবেন তিনি। দেশের একটি গণমাধ্যমে সাক্ষাৎকারে এমন মন্তব্য করেন সিয়াম। পাশাপাশি বিশ্বকাপ এবং ক্রিকেটের নানান বিষয় নিয়ে কথা বলেন এই তারকা। সাক্ষাৎকারে আলাপচারিতার একপর্যায়ে সিয়ামের কাছে জানতে চাওয়া হয়, বাংলাদেশের কোনো ক্রিকেট প্লেয়ারের বায়োপিক হলে, তিনি কার বায়োপিক অভিনয় করতে চান? এমন প্রশ্নের জবাবে অভিনেতা বলেন, আমি অপেক্ষা করব, কে চায় আমি তার বায়োপিকে অভিনয় করি।

আমি একজন ভুক্তভোগীর বাবা : ওমর সানী

বিনোদন ডেস্ক : নিজেকে ভুক্তভোগীর বাবা পরিচয় দিয়ে দীর্ঘ স্ট্যাটাস দিয়েছেন চিত্রনায়ক ওমর সানী। সেই স্ট্যাটাসে তিনি দাবী করেন, তার একমাত্র ছেলে ফারদিন এহসান প্রতারণার শিকার হয়েছেন! বিট কয়েন এবং ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে এক ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের পর ২ কোটি ৫ লাখ টাকার লেনদেন করে প্রতারিত হয়েছেন ফারদিন। মূলত এমন অভিযোগ তুলেই নিজেকে ভুক্তভোগীর বাবা পরিচয় দিলেন অসংখ্য সুপারহিট ছবির এই নায়ক। ছেলের প্রতারিত হওয়ার ঘটনা ফেসবুকে তুলে ধরে গণমাধ্যম ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাহায্য চেয়েছেন ওমর সানী ও তার ছেলে। মূলত ফারদিনের আনা অভিযোগটিই নিজের ফেসবুকে শেয়ার করেছেন ওমর সানী। ফারদিন জানিয়েছেন, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে নিশাত বিন জিয়া রুম্মান নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তার পরিচয় হয়। পরিচয়ের চার মাস পর

সেই ব্যক্তি ব্যবসায়ের কথা বলে ফারদিনের কাছ থেকে পুঁজি হিসেবে টাকা ধার নেয়। কয়েকধাপে ফারদিন তাকে ২ কোটি ৫ লাখ ৭০ হাজার টাকা দেন। এ টাকাগুলো তিনি তাকে দিয়েছেন বিট কয়েন এবং ক্রিপ্টো কারেন্সির মাধ্যমে। পরে ফারদিন খোঁজ নিয়ে দেখেন, নিশাত নামে সেই ব্যক্তির কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, এমনকি ব্যবসায়ের বৈধ ট্রেড লাইসেন্সও নেই।

এবার আনন্দের কথায় টাইটেল গান

বিনোদন ডেস্ক : 'ভাইরাল ফ্যামিলি' শিরোনামের ধারাবাহিক নাটকের টাইটেল সং লিখলেন গীতিকবি তারেক আনন্দ। 'চারদিক অস্থির কেউ নাই স্থির, বেপরোয়া জীবন চলে না ধীর, মানুষ আর মানুষ নাই হয়ে গেছে যন্ত্র, বোঝে না জীবনের মূলমন্ত্র, এই হলো আমাদের আধুনিক কাল, সবাই শুধু হতে চায় ভাইরাল...' এমন কথায় গানটির সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন শাহরিয়ার রাফাত। কণ্ঠ দিয়েছেন দোলা। র‍্যাপ পার্ট গেয়েছেন রিজান।

ভাইরাল ফ্যামিলি ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন ডলি জহুর, মীর সাব্বির, আনিকা কবির শখ, আব্দুল্লাহ রানা, মুকিত জাকারিয়া, নাবিলা ইসলাম, শেলি আহসান, ডিকন নূর, নরেশ ভুইয়া, ফরহান লিমন, আনোয়ার আহমেদ, সময় মন্ডল, খান আতিক প্রমুখ। পরিচালক নিকুল কুমার মন্ডল জানান, একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে শিগগির নাটকটি প্রচার হবে।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত তানজিন তিশা

বিনোদন ডেস্ক : সড়ক দুর্ঘটনার আহত হয়েছেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তানজিন তিশা। বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে একটি ড্রাম ট্রাক অভিনেত্রীর গাড়িকে ধাক্কা দেয়। বড় কোনো বিপদ না ঘটলেও শরীরে কিছু আঘাত পেয়েছেন তিনি। ভেঙে গেছে গাড়ির পেছনের অংশ। দুর্ঘটনা কবলিত গাড়ির ছবি ফেসবুকে পোস্ট করে এই খবর দেন তিশা। ক্যাপশনে তিনি লেখেন, গতরাতের ঘটনা আমি ভুলতে পারবো না। আমি সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলাম। একটি ড্রাম ট্রাক আমার গাড়িটিকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। আমার এই গাড়ি খুব প্রিয়। কারণ কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে এটি কিনেছিলাম। সুতরাং এই ক্ষতি মেনে নেওয়া আমার জন্য সহজ নয়। তারপরও আলহামদুলিল্লাহ! নিজের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আমি শরীরে কিছু আঘাত পেয়েছি। কিন্তু এখন ঠিক আছি। এজন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া। যারা আমাকে ভালোবাসেন, আমার জন্য দোয়া করেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। তবে কোথায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে তা জানাননি তিনি। গত মাসের শুরুতে জ্বরে আক্রান্ত হন তানজিন তিশা। বাসাতেই চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। পরে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে। পরে সুস্থ হয়ে বাসায় ফেরেন এই অভিনেত্রী। বর্তমানে টিভি নাটকের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিশা।

আবারও মা হচ্ছেন আনুশকা

বিনোদন ডেস্ক : ফের খুশির খবর দিতে চলেছেন আনুশকা শর্মা ও বিরাট কোহলি দম্পতি। আবার মা হতে চলেছেন অভিনেত্রী। আনুশকা শর্মা তিন মাসেরও বেশি অন্তঃসত্ত্বা, এমন দাবি একাধিক ভারতীয় গণমাধ্যমের। 'হিন্দুস্তান টাইমস' এক বিশেষ প্রতিবেদনে দাবি করছে, সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক ক্লিনিকের বাইরে দেখা যায় বিরাট-আনুশকাকে। সেই সময়ে বিরাট নিজে ছবিশিকারিদের ছবি না ছাপার অনুরোধ করেন এবং পাশাপাশি এ-ও নাকি জানান, খুব তাড়াতাড়ি তাঁরা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন। তার পর থেকেই খবর ধীরে ধীরে ছড়িয়েছে। কয়েক মাস ধরেই আনুশকা নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালেই রেখেছেন। স্বামী বিরাটের সঙ্গে ক্রিকেট সফরেও যাচ্ছেন না তিনি। ধারণা করা হচ্ছে, কোহলি দম্পতি আগেরবারের মতোই এই খুশির খবরের কথা ঘোষণা করবেন। তবে গতবারের মতোই একটু শেষের দিকে।

বাঁধনের 'খুফিয়া' সিনেমায় শাহরুখ

বিনোদন ডেস্ক : বলিউডে পা রাখতে চলেছেন বাংলাদেশের অভিনেত্রী আজমেরী হক বাঁধন। বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত 'খুফিয়া' সিনেমায় দেখা যাবে তাকে। এটা পুরোনো খবর। নতুন খবর এই সিনেমায় দেখা যাবে শাহরুখ খানকে। পরিচালক নিজেই জানালেন এই সংবাদ। আগামী ৫ অক্টোবর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে 'খুফিয়া'। সিনেমার মুক্তি সামনে রেখে নিউজ১৮-কে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বিশাল ভরদ্বাজ। সেখানে তিনি জানান সিনেমাটিতে 'ইনডিরেক্ট ক্যামিও' চরিত্রে বলিউড বাদশাকে দেখা যাবে! অনেকদিন ধরেই শাহরুখ খানের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছে ছিল বিশাল ভরদ্বাজের। এজন্য শাহরুখের সঙ্গে আলোচনাও করছিলেন পরিচালক। শাহরুখের 'জাওয়ান' সিনেমা মুক্তির আগে থেকে কথা চলছিল। এবং সিনেমা মুক্তির পরও। আলাদা করে কাজ শুরু না করলেও পরিচালকের আসন্ন সিনেমায় আসছেন শাহরুখ। এই সিনেমায় শাহরুখের অভিনয়ের বিষয়ে বিশাল ভরদ্বাজ বলেন, 'অনেকদিন ধরেই ভক্তরা শাহরুখ-বিশালকে একসঙ্গে দেখার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি বলেছিলাম সময় হলেই দেখবেন। এবার সময় হয়েছে। এখন ভক্তরা সুপারস্টারকে (শাহরুখ) ''খুফিয়া'' সিনেমায় ''ইনডিরেক্ট ক্যামিও'' চরিত্রে দেখতে পাবেন।' গত ১৮ সেপ্টেম্বর মুক্তি পেয়েছে সিনেমাটির ট্রেইলার।

পঞ্চগড় জেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হলেন আনিছুর রহমান

পঞ্চগড় প্রতিনিধি : প্রাথমিক শিক্ষা পদক-২০২৩ উপলক্ষে জেলা পর্যায়ে পঞ্চগড় জেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হলেন বোদা উপজেলার মোঃ আনিছুর রহমান। তিনি বড়-য়াপাড়া(নতুনহাট) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। সম্প্রতি পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ আমিনুল ইসলাম মন্ডল স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা যায়। আনিছুর রহমান ২০১০ সালে জোত দেবীকান্ত সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বড়ুয়াপাড়া (নতুনহাট) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি উপজেলা পর্যায়ে বোদায় ২০২৩ সালের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হয়েছিলেন। আনিছুর রহমান জেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক নির্বাচিত হওয়ায় উপজেলার শিক্ষক সমাজ সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছেন।

শ্রীমঙ্গলে উন্মুক্ত চা আস্বাদনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত

মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : চায়ের গুনগতমান রক্ষা ও উন্নয়নকল্পে শ্রীমঙ্গলে অবস্হিত বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিটিআরআই) কেন্দ্রিয়ভাবে উন্মুক্ত চা আস্বাদনী অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০ টায় বিটিআরআইর টি টেস্টিং রুমে উন্মুক্ত চা আস্বাদনী অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্হিত থেকে চা আস্বাদনী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল মো. আশরাফুল ইসলাম এনডিসি পিএসসি।

বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ড. মো. ইসমাইল হোসেনের সভাপতিত্বে অধিবেশনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিটের পরিচালক ড. একেএম রফিকুল হক। বক্তব্য রাখেন ইস্পাহানি টি কোম্পানীর জেরিন টি এস্টেটের ডিজিএম মো. সেলিম রেজা। চা আস্বাদন অধিবেশনে টি টেস্টার হিসেবে উপস্হিত ছিলেন চট্টগ্রামের ন্যাশনাল ব্রোকার্স লিমিটেডের ব্যাবস্হাপক মো. শাহজাহান ও বিটিআরআই পরিচালক ড. মো. ইসমাইল হোসেন। সহযোগিতায় ছিলেন উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আবদুল আজিজ ও বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রিয়াদ আরেফিন। প্রসঙ্গত: চা আস্বাদনী অধিবেশনে দেশের ৬৫ টি চা-বাগান অংশগ্রহণ করে।

হিলি স্থলবন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি শুরু

দিনাজপুর প্রতিনিধি : পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে ও সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় দুই দিন বন্ধের পর দিনাজপুরের হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশে মধ্য আমদানি রপ্তানি শুরু হয়েছে। তবে দুই দেশের পাসপোর্ট যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক ছিলো। শনিবার সকালে বাংলাহিলি সি এণ্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সাধারণ সম্পাদক জামিল হোসেন চলন্ত বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

চরে নতুন ধান কাটা শুরু হয়েছে। কাটা শেষে সেই ধান মহিষের গাড়িতে করে বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা। কলাগাছি এলাকা, গঙ্গাচড়া, রংপুর

জামালপুরে পাট কেনাবেচা প্রায় তিন কোটি টাকা

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুর জেলার ইসলামপুরের শত বছরের ঐতিহ্যবাহী গুঠাইল বাজারে প্রতিহাটে সোনালী আঁশ (পাট) কেনাবেচা হয়ে থাকে প্রায় ৩ কোটি টাকা। গুঠাইল বাজার নৌবন্দর এবং বাইরোড় থাকায় দূরদূরান্ত চরাঞ্চল থেকে নৌকা যোগে অনেকেই বাইরোড়ে পাট নিয়ে আসে গুঠাইল হাটে। বর্তমানে পাটের ভরা মৌসুম চলছে। ইতোমধ্যে জমে উঠেছে পাটের হাট। নদীর ওপাড় থেকে সারি সারি নৌযানে কৃষকরা নিয়ে আসেন তাদের সোন-ালী ফসল পাট। প্রতি সপ্তাহে শুক্র ও সোমবার হাট বসে। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন পাইকাররা পাট কিনে কারখানা মালিকদের কাছে বিক্রি করে থাকেন। হাটের ইজারাদার জানান,প্রতি সপ্তাহে হাটের দিন প্রায় ১৩ হাজার মণ পাট কেনাবেচা হয়ে থাকে। যার বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকার মতো। হাট ইজারাদার সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম জামালপুরের বিখ্যাত হাট গুঠাইল বাজার সপ্তাহে দু-দিন সোমবার এবং শুক্রবারে হাট বসে থাকে। সূর্য উঠার সাথে সাথেই উপজেলার নদীর ওপাড়ের ৬টি ইউনিয়ন ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলার গাইবান্ধার ফুলছড়ি, বগুড়ার সাকাটা দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার সানন্দবাড়ী, কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পাট বিক্রির জন্য নিয়ে আসেন এ হাটে। গুঠাইল হাটের যমুনা নদী পথে সরাসরি নৌ চলাচল সচল থাকায় চরাঞ্চলের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত এ হাটে আনার কারণে জামালপুরের সর্ববৃহৎ পাটের হাট হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছে।

গত শুক্রবার সকালে গুঠাইল পাট হাট ইজারাদার আরিফ মাহমুদ বলেন, ঐতিহ্যবাহী এ হাটে জামালপুর জেলা ছাড়াও আশপাশের জেলার বিভিন্ন পাইকাররা আসেন পাট কিনতে। গত সোমবার হাটে সাড়ে ৪ হাজার মণ পাট বেচাকেনা হয়েছে। তবে শুক্রবারের বড় হাট। এ হাটে পাট বিক্রি হয়েছে প্রায় সাড়ে ৮হাজার মণ। গড় হিসাবে যার বাজার মূল্য প্রায় তিন কোটি টাকার মতো।

উপজেলা কৃষি অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে ইসলামপুরে ১০ হাজার ৫শ ৪০ হেক্টর জমিতে পাটের আবাদ করা হয়েছে। তাতে উৎপাদন হয়ে ছিল ১৭ হাজার ৯শ ১৮ মেট্রিক টন। সর্বশেষ ২০২২-২৩ অর্থবছরে আবাদ হয়েছে ৮ হাজার ৭শ ৫০ হেক্টর জমিতে। এ থেকে উৎপাদন হয়েছে প্রায় ১৫ হাজার ৭শ ৫০ মেট্রিক টন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১ হাজার ৭ শ ৯০ হেক্টর কম জমিতে পাটের আবাদ করা হয়েছে।

তিস্তা নদীতে অল্প পানিতে মাছ ধরছেন জেলেরা। গান্নারপাড় এলাকা, গঙ্গাচড়া, রংপুর

হাইওয়ে সিএনজি চলছে দালালদের দৌঁড়ঝাঁপ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি : ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের সরাইলে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি হুইলার বন্ধের অভিযান পরিচালনা করছেন হাইওয়ে পুলিশ। গত বৃহস্পতিবার চান্দুরা থেকে আশুগঞ্জ পর্যন্ত মহাসড়কে সরজমিনে পাঁচ ঘন্টায় সিএনজি'র দাপুট, নানা অনিয়ম ও ঝুঁকিপূর্ণ চিত্র চোখে পড়ে। অভিযানের নামে সড়কে হাইওয়ে পুলিশও আছে। আবার পুলিশের সামনে দিয়েই দেদারছে চলছে সিএনজি। চারিদিকে দৌঁড়ঝাঁপ করছেন দালাল সিন্ডিকেটের সদস্যরা। চালকরা বলছেন, বিনিময় দিয়েই চলছি। সাংবাদিক পরিচয়ের বেশ কয়েকজন সহ ১৪-১৫ জনের এক সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি তারা। নাম প্রকাশ করলে বড় ধরণের ক্ষতি হয়ে যাবে তাদের। সিএনজিটি আটক করে মামলা দিবে। সড়ক বন্ধ হয়ে উপোষে মরবে। গত বৃহস্পতিবার সরজমিনে দেখা যায়, সকাল ৯ টায় ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের চান্দুরায় সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে আছে ১০-১২টি সিএনজি চালিত অটোরিকশা। যাত্রীরা ওঠছেন। ছেড়ে যাচ্ছে সরাইল, আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার দিকে। উল্টো দিক থেকে যাচ্ছে মাধবপুরের দিকে। মহাসড়কে বীর দর্পে চলছে থ্রি হুইলার। বেপরোয়া গতি। যেন প্রতিযোগিতা করছে অন্য গাড়ির সাথে। অভারটেক করছে যাত্রীবাহী আন্তজেলা যাত্রীবাহী কোচ ও পণ্য বোঝাই ডিস্ট্রিক ট্রাককে। চলন্ত সিএনজি গুলো মাঝে মধ্যে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় চলে যাচ্ছে। আবার কোন রকমে রক্ষা। শাহবাজপুর তিতাসের ব্রীজে ওঠছে বালু বোঝাই ট্রাক্টর। পেছনে যাত্রীবহি কোচ। মাঝখানে যাত্রীবাহী সিএনজি। কোচের হুইচেলের শব্দে তড়িঘড়ি করে সাইট দিতে গিয়ে বামে হেলে পড়ে যায় সিএনজিটি। আতঙ্কগ্রস্ত যাত্রীদের চিৎকার।

জুড়ীতে ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত

মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজার জেলার জুড়ীতে পুলিশ ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে ওপেন হাউস ডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে জুড়ী থানার মিলনায়তনে থানার ওসি মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে এতে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কুলাউড়া সার্কেল) দীপঙ্কর ঘোষ।

জুড়ী থানার ওসি তদন্ত হুমায়ুন কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা এমএ মোঈদ ফারুক, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক মিয়া, উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি তাজুল ইসলাম তারা মিয়া, উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যান রিংকু রঞ্জন দাস, সাগরনাল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বীরমুক্তিযোদ্ধা আবদুর নুর, জায়ফরনগর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মাসুম রেজা, পশ্চিমজুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের মোঃ আনফর আলী, পূর্বজুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ওবায়দুল ইসলাম রুয়েল, পশ্চিমজুড়ী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজী মঈন উদ্দিন মইজন, জায়ফরনগর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল কাদির দারা, পূর্বজুড়ী ইউপি আওয়ামী লীগের সভাপতি আবদুল কাদির, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, জুড়ী মডেল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিতাংশু শেখর দাশ প্রমূখ।

মেলান্দহে বিনামুল্যে ছাগল-ভেড়ার টিকা প্রদান ক্যাম্পেইন

জামালপুর প্রতিনিধি : জামালপুরের মেলান্দহে বিনা-মুল্যে ছাগল-বেড়ার পিপিআর এবং ক্ষুরা রোগের টিকা প্রদান ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে। উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর এর আয়োজন করে। একযোগে ১১টি ইউনিয়নের টিকা ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন-উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোঃ কামরুজ্জামান।

এ উপলক্ষে ৩০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০ টায় ফুলকোচা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে প্রান্তিক খামারি এবং কৃষকদের নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ডা. আতিকুর রহমান, ফুলকোচা ইউপি চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ, রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি-ইত্তেফাক সংবাদদাতা মোঃ শাহ্ জামাল প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন।

রাণীশংকৈলে বাজার মনিটরিংয়ের অভাবে দাম বেশি

ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি : সরকারের বেধেঁ দেওয়া দামকে উপেক্ষা করে ঠাকুরগাঁও রাণীশংকৈল উপজেলার কাতিহার হাটে আলু ও পেয়াজ বেশি দামে ক্রয় বিক্রয় হয়েছে। ক্রেতারা বলছেন, উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সঠিক বাজার মনিটরিং এর অভাবেই এভাবে দাম বেশি নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে ফড়িয়া ও খুচরা বিক্রেতারা। সম্প্রতি বাণিজ্যে মন্ত্রণালয়, আলু পাইকারী সবোর্চ্চ ২৬ থেকে ২৭ টাকা, খুচরা বিক্রি ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা, পেয়াজ পাইকারী ৫৩ থেকে ৫৪ টাকা,খুচরা বিক্রি ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এবং সারা দেশে নির্ধারিত এ দামে আলু পেয়াজ বিক্রি হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্য জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। শনিবার উপজেলা কাতিহার হাটে গিয়ে দেখা যায়,খুচরা বিক্রেতারা আলু,পেয়াজের দোকান সাজিয়ে রেখেছে। তারা দেশি পেয়াজ ৮০ টাকা কেজি ও হাইব্রিড(চালানি পেয়াজ) ৭০ টাকা দরে বিক্রি করছেন। অপরদিকে দেশী আলু ৫০ টাকা,কার্ডিনাল আলু ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি করছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক খুচরা বিক্রেতা বলেন,আমরা সরকারের বেধেঁ দেওয়া পাইকারী দামে আলু,পেয়াজ কিনতে পারছি না। সরকার খুচরা বিক্রির জন্য যে দাম নির্ধারণ করছে তার থেকেও বেশি দামে পাইকারী কিনতে হচ্ছে তাহলে আমরা বিক্রি করবো কত? তাই যা ক্রয় করছি তার থেকে ৪ থেকে ৫ টাকা লাভ রেখে আলূ পেয়াজ বিক্রি করছি। খুচরা বিক্রেতাদের না ধরে যা পাইকারী বিক্রি করে তাদের প্রতি নজরদারী দিলেই আলূ পেয়াজের বাজার নিয়ন্ত্রণ হবে।

কালাইয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত

জয়পুরহাট প্রতিনিধি : জয়পুরহাটের কালাইয়ে বিভিন্ন আয়োজন ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়েছে। "বিনিয়োগে অগ্রধিকার, কন্যাশিশুর অধিকার" এই প্রতিপাদ্য বিষয়ে শনিবার সকালে কালাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস পালিত হয়। এ উপলক্ষে র‍্যালি, কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

এই দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা পরিষদ প্রাঙ্গণ থেকে র‍্যালির মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জান্নাত আরা তিথি। র‍্যালিটি উপজেলা পরিষদের প্রধান রাস্তা প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে কেক কেটে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তালতলীতে ৮৫ লাখ টাকার সেতুতে উঠতে হয় সিঁড়ি বেয়ে

বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলীতে প্রায় ৮৫ লাখ টাকার সেতুতে উঠতে হয় নারিকেল গাছের সিঁড়ি বেয়ে। সেতুর নির্মাণ কাজ গত কয়েক মাস আগে শেষ হলেও সংযোগ সড়কের কাজ করা হয়নি। সিঁড়ি বেয়ে উঠে এই সেতু পারাপার হচ্ছেন এলাকাবাসী। এতে যেকোন সময় ধরনের দুর্ঘটনার শঙ্কা করছেন এলাকা বাসী।

অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নামিশিপাড়া ও লাউপাড়া এলাকায় নিদ্রা নামক খালের ওপর ১৫ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৪.২৭ মিটার প্রস্থ্য আরসিসি গার্ডার সেতু নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৮৪ লাখ ৯০ হাজার টাকা ব্যয়ে মেসার্স সারা-প্রিন্স এন্টারপ্রাইজ নামের একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ওই সেতু নির্মাণে কাজের চুক্তি হয়। গত ২০২১ সালে পুরনো সেতুটি ভেঙে নতুন সেতু নির্মাণকাজ শুরু করে। ২০২২ সালে সেতুটির সম্পূর্ণ কাজ শেষ করার কথা থাকলেও এখনও দুই পাশের সংযোগ সড়ক নির্মাণ করেনি। বর্তমানে ঐ সেতু থেকে যানবাহন চলাচল করতে না পারায় সেতুটি কোনো কাজেই আসছে না। ফলে নামিশিপাড়া ও লাউপাড়া এলাকার দুই পাড়ের শত শত মানুষ রয়েছে চরম দুর্ভোগে।স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীসহ সাধারণ মানুষকে নৌকায় পার হতে গিয়ে ভিজতে হয়েছে। এতে অনেকের স্কুল-কলেজসহ সাধারণের কাজে যাওয়া বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বর্তমানে একটি নারিকেল গাছ দিয়ে নতুন সেতু পার হচ্ছে এলাকাবাসী। সমতল থেকে প্রায় ৮ ফুট উঁচু সেতুতে সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে গিয়ে প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটছে। ঐ এলাকার মি.মংচিন থান, রাজু তালুকদার, মংচান ও খলিলুর রহমান মাস্টারসহ একাধিক স্থানী-য়রা বলেন, সেতুটি নির্মাণ হওয়ায় তাদের আশা ছিল জনভোগান্তি দূর হবে কিন্তু এখন তা উল্টো হচ্ছে। দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে এলাকাবাসীর। নারিকেলের সিঁড়ি বেয়ে সেতুতে উঠতে গিয়ে অনেক সময় কোমলমতি শিশুরা প্রায়ই ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। বয়স্ক মানুষ কারও সাহায্য ছাড়া সেতুতে উঠতে পারছে না।

চন্দনাইশে বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলায় শনিবার সকালে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হলো বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ২য় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবু-দ্দিনের মনোনীত প্রতিনিধি শিক্ষা উপ -মন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী এমপির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবর্তনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, প্রফেসর ড. এ কে আজাদ চৌধুরী, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ চন্দ এবং বিজিসি ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান, প্রাক্তন সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ইঞ্জিনিয়ার আফছার উদ্দিন আহমেদ, বিজিসি ট্রাস্ট ইউনিভার্সিটির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ব্যারিস্টার ইমতিয়াজ উদ্দিন আহমদ আসিফ প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, এবার দ্বিতীয় সমাতর্বন অনুষ্ঠানে মোট ৪,৬৬৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সনদ পত্র প্রদান করা হয়। তম্মধ্যে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের বিবিএ প্রোগ্রামের অধীনে ২০৭৬ জন, এমবিএ প্রোগ্রামে ৮৩৭ জন, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের অধীনে বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রামে ৩৫৫ জন, বি.ফার্ম অনার্স প্রোগ্রামের অধীনে ২৩৩ জন।

শেরপুরে অনুষ্ঠিত হলো লেখক-পাঠক আড্ডা

বগুড়া প্রতিনিধি : প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তার রূপরেখা। এমন সময়ে লেখকরা কি পারছেন পাঠকদের উপযোগী সাহিত্য রচনা করতে? কিংবা পাঠকরা কি পারছেন লেখকদের চিন্তার গভীরে ঢুকতে? গল্প বিষয়ক পত্রিকা 'পারাপার' এর আয়োজনে এমনই প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে ২৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় বগুড়ার শেরপুরে অনুষ্ঠিত হলো "লেখক-পাঠক আড্ডা"।

পৌর শহরের বাসস্ট্যান্ডে রাডার সাইন্স একাডেমি এণ্ড স্কুলের হলরুমে ওই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডা. রাফসানা জাহান রিম্মী। অনুষ্ঠানটি পরিকল্পনা ও উপস্থাপন করেন, পারাপারের সম্পাদক কথা সাহিত্যিক নাহিদ হাসান রবিন। প্রায় ৪ ঘন্টাব্যাপী এই আড্ডায় আলোচনা করেন, বাংলাদেশ-ভারতের বিখ্যাত আবৃত্তি শিল্পী ও বগুড়া হাজী জয়নাল আবেদীন কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ সুলতানা পারভীন শ্রাবণী, কবি ও কথাসাহিত্যিক সাহাব উদ্দিন হিজল, লতিফ আদনান, ডা. মনিরুজ্জামান স্বপন, সামিট স্কুল এণ্ড কলেজের শিক্ষা প্রশাসক সাইফুল ইসলাম লিপু, প্রোগ্রেসিভ স্কুল এণ্ড কলেজের পরিচালক শামসুজ্জামান শাহীন, রাডার সাইন্স একাডেমি এণ্ড স্কুলের পরিচালক হাসানুর রহমান হাসান, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাবরেটরী স্কুল এণ্ড কলেজের শিক্ষক আবু তালহা মোঃ এরশাদুজ্জামান, দৈনিক মানবকণ্ঠের শেরপুর প্রতিনিধি রাশেদুল হক, দৈনিক আজকের পত্রিকার শেরপুর প্রতিনিধি রঞ্জন কুমার দে, ছোনকা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক জান্নাতুন নাঈম, পানিসারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক কুলছুম শেলী, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি ল্যাবরেটরী স্কুল এণ্ড কলেজের ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আবদুস আল সামি ও প্রোগ্রেসিভ স্কুল এণ্ড কলেজের ৭ম শ্রেণির শিক্ষার্থী আনিয়া মাখদুমা আনু। আলোচকরা বলেন, প্রযুক্তির উন্নতির সাথে সাথে মানুষের পাঠ্যাভ্যাসের পরিবর্তন হয়েছে। যেকোন তথ্য এখন সহজেই ইন্টারনেটে পাওয়া যায়। আবার বিনোদনের জন্য সব বয়সের মানুষ ইন্টানেটের দিকে ঝুকছে।

ওনকলায় প্রাণিসম্পদের ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুরের নকলায় দিনব্যাপী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দিনব্যাপি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের বাস্তবায়নে এই ক্যাম্পেইন চলে।

উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ ইসহাক আলী-এঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফ্রি ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ মোহাম্মদ বোরহান উদ্দিন।

ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন পরিচালনা করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের উপসহকরি প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান, মো. শহীদুল ইসলাম ও মো. আশরাফ আলী।

ক্যাম্পেইন পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিলেন- উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর মো. মেহেবুব রহমান, লাইভস্টক ফিল্ড এসিস্টেন্ট মো. সুমন মিয়া, নাইমা খাতুন ও এলএসপি খায়রুল ইসলাম রনি। এ সময় উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারি, পশু পালনকারী কৃষকগন, এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

দেবহাটায় শিশুকে ধর্ষন চেষ্টার অভিযোগে মামলায় গ্রেপ্তার ১

সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : দেবহাটায় ৬ বছরের এক শিশুকে ধর্ষন চেষ্টার অভিযোগে দেবহাটা থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ঐ মামলার আসামি দেবহাটা উপজেলার বসন্তপুর গ্রামের রওশন আলীর ছেলে ওমর ফারুক (২৫) কে গ্রেপ্তার করেছে। আটককৃতকে গ্রেপ্তারপূর্বক বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে তাকে জেলহাজতে প্রেরন করা হয়েছে। মামলার বাদী হয়েছেন ঐ শিশুটির মা চরশ্রীপুর গ্রামের আশরাফুল ইসলামের স্ত্রী সাফিয়া পারভিন (২৮)। উপজেলার চরশ্রীপুর গ্রামের আশরাফুল ইসলামের ৬ বছরের কন্যা উপজেলার বসন্ত-পুর গ্রামে তার নানার বাড়িতে কয়েকদিন আগে বেড়াতে আসে। শুক্রবার ২৯ সেপ্টেম্বর দুপুরের দিকে বসন্তপুর গ্রামের জনৈক শরীফ মাস্টারের আম বাগানের পুকুর পাশ দিয়ে ঐ শিশুটি তার নানার বাড়ির পার্শ্ববর্তী খালার বাড়িতে যাওয়ার সময় ওমর ফারুক ঐ বাগানের মধ্যে শিশুটিকে ধর্ষনের চেষ্টা করে। পরে শিশুটির চিৎকারে পাড়া প্রতিবেশীরা চলে আসলে ওমর ফারুক পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে মেয়েটির মা সাফিয়া পারভিন থানায় মামলা দায়ের করেন। আসামীর বিরুদ্ধে দেবহাটা থানার মামলা নং- ০৮, তাং- ২৯/০৯/২০২৩ ইং, ধারা- নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ৯(৪)(খ)। মামলা দায়ের পরবর্তী রাত সাড়ে ৯টার দিকে মামলার আসামি ওমর ফারুককে দেবহাটা থানার ওসি বাবুল আক্তারের নির্দেশে এসআই গিয়াসউদ্দীন গ্রেপ্তার করেন।

বাড়িতে রান্নার জন্য বন থেকে জ্বালানি সংগ্রহ করেছেন তিন নারী। বাইশটিলা এলাকা, সিলেট

বিশ্বকাপে স্পটলাইটে এ প্রজন্মের পাঁচ ক্রিকেটার

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ভারতের মাটিতে শুরু হতে যাওয়া ওয়ানডে বিশ্বকাপ ক্রিকেট মাতাবেন বেন স্টোকস, বাবর আজম, বিরাট কোহলিদের মত বড় তারকারা। কিন্তু টুর্নামেন্টে নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের দিকেও থাকবে নজর। বার্তা সংস্থার এএফপির দৃষ্টিতে ফোকাসে থাকা নতুন প্রজন্মের পাঁচ ক্রিকেটার।

তাওহিদ হৃদয় (বাংলাদেশ) : ২০২০ সালে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ জয়ী বাংলাদেশ দলের সদস্য ছিলেন হৃদয়। সেখাণ থেকে সরাসরি জাতীয় দলের হয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া মিডল অর্ডার এ ব্যাটার বড় কিছু করার সক্ষমতা রাখেন। এমনকি বাংলাদেশকে প্রথমবারের মত ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলতে বড় ভূমিকা রাখতে পারেন এই মিডল অর্ডার ব্যাটার। টি-টোয়েন্টি ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে সাফল্যের পর গেল মার্চে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজ দিয়ে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে অভিষেক হয় ২২ বছর বয়সী হৃদয়ের। এরপরই আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের দলেও সুযোগ পেয়ে যান তিনি। একদিনের ফরম্যাটে এখন পর্যন্ত ১৭টি ওয়ানডে খেলে ৫টি হাফ-সেঞ্চুরিতে নিজের জাত চিনিয়েছেন হৃদয়। তার মেন্টর মুশফিকুর রহিমের উপহার দেয়া ব্যাট দিয়ে ভারত মাতানোর অপেক্ষায় হৃদয়। ব্যাটার হৃদয়ের প্রশংসা বাংলাদেশের সহকারী কোচ নিক পোথাসের কণ্ঠে, 'দক্ষতার দিক দিয়ে সেরাটা স্পর্শ করার প্রবল ইচ্ছে তার মধ্যে সব সময় বিরাজমান। এ ছাড়া তার মধ্যে অনেক সম্ভাবনা এবং শেখার প্রবল ইচ্ছে আছে। তার সক্ষমতায় আমি রোমাঞ্চিত।'

নুর আহমাদ (আফগানিস্তান) : বলের উপর দারুণ নিয়ন্ত্রন, গতি ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বোলিংয়ে নতুনত্ব এনে বিশ্ব ক্রিকেটে নজর কেড়েছেন বাঁ-হাতি রিস্ট স্পিনার নুর। মাত্র ১৪ বছর বয়সে আফগানিস্তানের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিলো নুরের। মাত্র ১৭ বছর বয়সে গেল বছর শ্রীলংকার বিপক্ষে ওয়ানডে অভিষেক হয় তার। একমাত্র টি-টোয়েন্টিতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে ১০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে নিজের সক্ষমতার প্রমান দিয়েছেন ১৮ বছর বয়সী নুর। সতীর্থ রশিদ খানকে আদর্শ মানা নুর গেল বছর আইপিএলে গুজরাট লায়ন্সের হয়ে নজর কাড়েন। আইপিএলের পাশাপাশি সারা বিশ্বের ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে নুরের চাহিদা ব্যাপক। বিশ্বকাপে রশিদের যোগ্য ব্যাক আপ হতে পারেন তিনি।

নুরকে নিয়ে রশিদ বলেন, 'এই ছোট বাচ্চাটা শুধু শিখতে চায়। সে এখন সুযোগ পেয়েছে এবং আমি খুব খুশি, সে সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে। এটি আফগানিস্তান ক্রিকেটের জন্য দারুন খবর।'-

মাথিশা পাথিরানা (শ্রীলংকা) : ২০১৯ বিশ্বকাপ শেষে লাসিথ মালিঙ্গার অবসরের পর থেকে শ্রীলংকা এমন একজন বোলারের সন্ধান করছে যে কিনা প্রতিপক্ষের উইকেট শিকারে পারদর্শীতা দেখাবেন এবং ব্যাটারদের একপ্রান্তে আটকে রাখবেন। মালিঙ্গার জায়গায় সম্ভাব্য বোলার হিসেবে পাথিরানাকে খুঁজে পেয়েছে বলে ধারনা করা হচ্ছে। মালিঙ্গার মতই স্লিঙ্গিং, ডেলিভারির সময় নিচ থেকে হাত নিয়ে আসা ও ভয়ংকর ইয়র্কারে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করার দক্ষতা দেখিয়েছেন তিনি। গত বছর আইপিএলে এডাম মিলনের বদলি হিসেবে পাথিরানাকে দলে নেন চেন্নাই সুপার কিংসের অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। খেলার সুযোগ পেয়েই অভিষেকের প্রথম বলেই শুভমান গিলের উইকেট তুলে নেন পাথিরানা।

ভারতে ভিন্ন কিছু করে দেখাতে চায় আফগানিস্তান

স্পোর্টস ডেস্ক : ম্যাচ উইনার রশিদ খানের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের স্পিন বিভাগ বেশ শক্তিশালী। ভারতের ধীর গতির ও টার্নিং উইকেটে সে কারনেই এবারের বিশ্বকাপে ভিন্ন কিছু করে দেখাতে মুখিয়ে আছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি। পুরো বিশ্ব জুড়েই টি- টোয়েন্টি ফর্মেটে অন্যতম আগ্রহের নাম রশিদ খান। এই ফর্মেটে বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ের বোলার হিসেবে শীর্ষ নামটিও তার, ওয়ানডেতে তিনি আছেন র‍্যাঙ্কিংয়ের পঞ্চম স্থানে। কিন্তু রশিদকে ছাড়াও আফগান দলে আরো কয়েকজন তারকা স্পিনার আছেন। মোহাম্মদ নবী, মুজিব উর রহমান, নুর আহমেদ যেকোন সময়ই বড় কোন দলের বিপক্ষে দলকে জয় উপহার দেবার ক্ষমতা রাখে। তবে ৫০ ওভারের ক্রিকেটে পেস আক্রমণের সীমাবদ্ধতা ও ব্যাটিংয়ে ধারাবাহিকতার অভাবে আফগানিস্তান খুব বেশীদুর এগুতে পারছে না। এ বছর নয় ম্যাচে তারা মাত্র দুটিতে জয়ী হয়েছে। সম্প্রতি এশিয়া কাপের তারা প্রথম রাউন্ডের বাঁধা টপকাতে পারেনি। অধিনায়ক হাশমতুল্লাহ শাহিদী ব্যাটারদের ব্যর্থতাকেই বাজে পারফরমেন্সের কারণ হিসেবে সামনে নিয়ে এসেছেন। জুলাইয়ে বাংলাদেশে তিন ম্যাচ সিরিজে জয়ী হয়েছিল আফগানরা। শাহিদী বলেছেন, 'গত দুই বছর আমরা ভাল ক্রিকেট খেলছি। কিন্তু গত চার থেকে পাঁচ ম্যাচে আমরা সাধ্য অনুযায়ী পারফর্ম করতে পারি-নি।' এরপরও ভারতে দলের ঘুড়ে দাঁড়ানোর ব্যাপো আত্মবিশ্বাসী আফগান অধিনায়ক, 'এশিয়া কাপ আমাদের জন্য একটি সতর্ক বার্তা ছিল। একইসাথে এর অর্থ এই নয় যে আমরা ভাল খেলিনি। বিশ্বকাপের জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত, আশা করছি এখানে ফলাফলও ভিন্ন হবে। আমার দলের উপর পূর্ণ আস্থা আছে।' সাম্প্রতিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও ঘরের মাঠে আফগান দলের প্রচুর সমর্থক আছে।

১৯৯৬ সালের স্মৃতির স্বপ্নে বিভোর শ্রীলংকা

স্পোর্টস ডেস্ক : শ্রীলংকা যখন ১৯৯৬ সালে ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয় করে পুরো বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল তখন দুনিথ ওয়েলালাগে ও মাথিশা পাথিরানার জন্মও হয়নি। কিন্তু এই উঠতি তারকাদের উপর ভর করেই এবার ভারতের মাটিতে আবারো সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে মুখিয়ে আছে লংকানরা। ফাস্ট বোলার পাথিরানা ও অল-রাউন্ড ওয়েলালাগে উভয়েরই বয়স ২০ বছর। আগামী ৫ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া ক্রিকেটের বিশ্বমঞ্চে শৈশবের অনেক স্বপ্নের নায়কদের সাথেই খেলার সুযোগ হচ্ছে এই তরুণদের। বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী পাথিরানা বলেছেন, 'আমরা আবারো শ্রীলংকায় বিশ্বকাপ ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখছি। শ্রীংলকার হয়ে যত বেশী ম্যাচ জেতা যায় সেই চেষ্টাই করবো। এটা আমার কাছে স্বপ্নের মতই।' চলতি মাসেই মাত্র ৫০ রানে গুটিয়ে গিয়ে ভারতের কাছে এশিয়া কাপের ফাইনালে বাজেভাবে হারের দু:সহ স্মৃতি এখনো ভুলতে পারেনি শ্রীলংকা। কিন্তু ওয়েলালাগে জানিয়েছেন যে ধরনের প্রস্তুতি তারা বিশ্বকাপের জন্য নিয়েছেন তাতে শ্রীলংকা ভাল কিছু করে দেখাবে বলে তিনি আত্মবিশ্বাসী।

উজবেকিস্তানকে হারিয়ে বাংলাদেশের টানা দ্বিতীয় জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : এশিয়ান গেমস হকিতে টানা দ্বিতীয় জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ। শনিবার উজবেকিস্তানকে হারিয়েছে ৪-২ গোলে। এর আগের ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে ৭-৩ গোলে হারিয়েছিল জিমি-আশরাফুলরা। চীনের গংশু কানার স্পোর্টস পার্ক স্টেডিয়ামে প্রথম দুই অর্ধে লড়াই হয়েছে সমান তালে। ম্যাচের ১০ মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নেন আশরাফুল ইসলাম। ১৭ মিনিটে উজবেকিস্তানকে সমতায় ফেরাব রুসলান করিমভ। চার মিনিট পর আরশাদ হোসেনের গোলে বাংলাদেশ আবারো এগিয়ে যায়।

বাংলাদেশ দলেও বিশ্বস্ত ওপেনার তৈরি হবে : সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : একদিকে তিনি অধিনায়ক, অন্যদিকে বাংলাদেশ দলের ওপেনার। ১৭ বছর ধরে খেলছিলেন তামিম ইকবাল। এই ক্রিকেটার এবার বিশ্বকাপে খেলছেন না। ইনজুরির কারণে বাদ পড়েছেন নাকি খেলতে চাইলেও তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। কোন্টা সঠিক। দেশ জুড়ে সমালোচনা বইছে। এসব নিয়ে নানা সমালোচনায় সাকিব আল হাসান, বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন রয়েছেন বিব্রতকর পরিস্থিতিতে। মুখ খুলছেন না বিসিবি সভাপতি। তবে সাকিব আল হাসান একটি টিভি সাক্ষাৎকারে বেশ খোলামেলাভাবে দেশের ক্রিকেট নিয়ে কথা বলেছেন। বিশ্বকাপে ভারতে যাওয়ার আগে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সাকিব জানিয়ে গেছেন আগামী ছয় মাসের মধ্যে বাংলাদেশ দলের ওপেনার তৈরি হবে। এটা সাকিবের বিশ্বাস। ছয় মাস সময় পেলে দুজন ভালো ওপেনার তৈরি করা সম্ভব। সাকিব বলেন,'বিকল্প কিছু ওপেনার তৈরি করা হলে আজ এই কথা উঠত না। আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি যেসব ম্যাচ আছে চাপ নেই, ঐ ধরনের ১২টা ম্যাচ যদি নতুন ওপনোর দিয়ে খেলানো যেত তাহলে ওখান থেকে দুইটা ওপেনার তুলে আনা যেত।' সাকিবের দাবি দলের মধ্যে ওপেনার সংকট চলছে তার জন্য তামিম ইকবালই দায়ী। যেসব খেলায় চাপ থাকে না সেসব খেলায় তামিমের বদলে বিকল্প ওপেনার খেলিয়ে নতুন ওপেনার রেডি করা যেত।' সাকিব শুধু তামিমের কথা বলেছেন তা নয়। নিজের উদাহরণও দিয়েছেন তিনি।

রামোসের আত্মঘাতি গোলে বার্সার জয়

স্পোর্টস ডেস্ক : রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক কিংবদন্তী সার্জিও রামোসের আত্মঘাতি গোলে কাল সেভিয়ার বিপক্ষে বার্সেলোনার ১-০ গোলের কষ্টার্জিত জয় নিশ্চিত হয়েছে। এই জয়ে কাতালান জায়ান্টরা লা লিগা টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে। লামিন ইয়মালের হেড অভিজ্ঞ সেন্টার-ব্যাক রামোসের ডিফ্লেক্ট হয়ে জালে জড়ালে ৭৬ মিনিটে এগিয়ে যায় বার্সেলোনা। ঐ গোলেই শেষ পর্যন্ত বর্তমান চ্যাম্পিয়নদের জয় নিশ্চিত হয়। ৩৭ বছর বয়সী রামোস এর আগে বলেছিলেন বার্সেলোনার বিপক্ষে গোল করতে পারলে বিশেষ ভাবে তা উদযাপন করবেন। এবারের গ্রীষ্মে পিএসজি থেকে তিনি শৈশবের ক্লাব সেভিয়ায় ফিরে আসেন। গোল তিনি ঠিকই করেছেন, কিন্তু সেটা দলের জয়ের জন্য হয়নি। বার্সেলোনা কোচ জাভি ম্যাচ শেষে বলেছেন, 'রামোস একজন অসাধারণ ডিফেন্ডার। দূর্ভাগ্যবশত: তিনি আত্মঘাতি গোলের শিকার হয়েছে। কিন্তু পুরো ম্যাচে তিনি দুর্দান্ত খেলেছেন। সার্জিও এখানকার পরিবেশেই বেড়ে উঠেছে। শটটি তার গায়ে লেগে জালে জড়ায়, এখানে দূর্ভাগ্য ছাড়া আর কিছুই বলার নেই।' বার্সেলোনার এই তিন পয়েন্ট অর্জনে জিরোনাকে টপকে শীর্ষস্থান নিশ্চিত হয়েছে। মঙ্গলবার মায়োর্কার সাথে ড্র করায় জিরোনা ও মাদ্রিদের থেকে পিছিয়ে পড়েছিল কাতালান জায়ান্টরা। ম্যাচের আগে রেফারিংয়ে দূর্নীতির সাথে বার্সেলোনার যুক্ত থাকার অভিযোগের প্রতিবাদে সেভিয়ার পরিচালকারা প্রেসিডেনশিয়াল বক্সে বসতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। গত সপ্তাহে বার্সেলোরন কয়েকজন সাবেক পরিচালকের বিপক্ষে ঘুষ দিয়ে রেফারিংয়ে প্রভাব বিস্তারের অভিযোগ ওঠে। এ্যাটাকিং মিডফিল্ড পজিশনে জাভি কাল রাফিনহাকে দিয়ে ম্যাচ শুরু করিয়েছেন। তার সামনে ছিল ইয়ামাল। স্ট্রাইকার রবার্ট লিওয়ানদোস্কিকে যথার্থ সহযোগিতা করার জন্যই এই কৌশল নিয়েছিলেন জাভি। হুয়াও ক্যাস্লেলোর দারুন এক পাস থেকে হুয়াও ফেলিক্সের শট ক্রসবারে লেগে ফেরত আসে। কাউন্টার এ্যাটাক থেকে অবশ্য সেভিয়া বেশী আগ্রাসী ছিল। বার্সেলোনার সাবেক মিডফিল্ডার ইভান রাকিটিচ ও ডোডি লুকেবাকিওর শট রুখে দেন মার্ক-আন্দ্রে টার স্টেগান।

আইটি

আইএসপি লাইসেন্স ইস্যু করা বন্ধ রেখেছে বিটিআরসি

আইটি ডেস্ক : ইন্টারনেট-সেবা প্রদানকারীদের (আইএসপি) অনুকূলে নতুন লাইসেন্স ইস্যু করা বন্ধ রেখেছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। থানা বা উপজেলা পর্যায়ে নতুন লাইসেন্স ইস্যুর পাশাপাশি উপজেলা থেকে জেলা এবং জেলা থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে লাইসেন্স উন্নীতকরণের আবেদনও নামঞ্জুর করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থাটি। তবে দীর্ঘদিন যাবত আবেদন গ্রহণ করার পর নতুন এক নীতিমালা প্রণয়ন করে- সেসব আবেদন নামঞ্জুর করা হয়। এতে করে বিপাকে পড়েছেন অন্তত ৪১৯ জন আবেদনকারী। লাইসেন্সের আবেদন ফি তথা আবেদন মূল্যায়নের ফি বাবদ জমা দেওয়া ৩০ লাখের বেশি টাকা ফিরে পাওয়ার কোনো আশা দেখছেন না তারা। তবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে 'ইন্টারনেট-সেবা প্রদানকারীর (আইএসপি) সংখ্যা নিরূপণ সংক্রান্ত নীতিমালা' শিরোনামের ওই নীতিমালা প্রয়োগ করা হলেও এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সেটি আড়ালে রয়ে গেছে। জানা যায়, ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরের আগে বিভিন্ন সময় আইএসপি লাইসেন্সের জন্য আবেদন নেওয়া হয়। এভাবে উপজেলাভিত্তিক নতুন লাইসেন্সের জন্য ৩০১টি, লাইসেন্স আছে এমন ব্যবসায়ীদের মধ্যে উপজেলা থেকে জেলা পর্যায়ে উন্নীতকরণের জন্য ৮৩টি এবং জেলা থেকে বিভাগীয় পর্যায়ে উন্নীতকরণের জন্য ৩৫টি আবেদন জমা পড়ে। বিটিআরসির ২০২০ সালের ডিসেম্বরে নির্ধারিত রেগুলেটরি অ্যান্ড লাইসেন্সিং গাইডলাইনের আলোকে আবেদনগুলো জমা পড়ে। একই গাইডলাইনে উল্লিখিত আবেদন যাচাই ফি বাবদ উপজেলা বা নতুন লাইসেন্সের জন্য ৫ হাজার টাকা, জেলা পর্যায় এবং বিভাগীয় পর্যায়ের জন্য ১০ হাজার টাকা করে জমা দেন আবেদনকারী ব্যবসায়ীরা। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট)। ৪১৯টি আবেদনের পক্ষে ফি ও কর বাবদ মোট ৩০ লাখ ৮৭ হাজার ৭৫০টাকা বিটিআরসিতে জমা হয়। প্রায় দুই বছর ধরে জমা পড়া এসব আবেদনের কোনো সুরাহা না করেই নতুন আবেদনের প্রক্রিয়া বন্ধ করে একটি জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিটিআরসি। সেই বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনে সরাসরি নিষেধাজ্ঞা আরোপ না করে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করে কমিশন।

কমিশনের লিগ্যাল অ্যান্ড লাইসেন্সিং বিভাগের পরিচালক মো. নূরন্নবীর সই করা ২০২২ সালের ৪ সেপেম্বর জারি করা ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত আইএসপি লাইসেন্স প্রত্যাশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে লাইসেন্স-প্রাপ্তির লক্ষ্যে কমিশন বরাবর আবেদন করা থেকে বিরত থাকার অনুরোধ করা হলো।' এর ঠিক তিন মাস পর একই কর্মকর্তার সই করা আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রথমে নতুন উপজেলার জন্য ৩০১টি আইএসপি লাইসেন্সের আবেদন নামঞ্জুরের বিষয়টি প্রকাশ করে কমিশন।

এর এক মাস পর ২০২৩ সালের ৩ জানুয়ারি জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের আবেদন নামঞ্জুরের বিষয়ে পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে বিটিআরসি।

এতেও সই করেন সংস্থার পরিচালক নূরন্নবী। ইন্টারনেট-সেবা প্রদানের বাজারে নতুন প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণে একটি সিন্ডিকেট আবেদন নামঞ্জুরের পেছনে কাজ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিন্ডিকেটের দাবি নাকচ করে দিয়ে ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবি'র সভাপতি এমদাদুল হকবলেন, 'বাজারে এমনিতেই অনেক প্রতিযোগিতা আছে এবং আমরাও চাই যে, আরও প্রতিযোগিতা আসুক। আমরা প্রতিযোগিতা করেই ব্যবসা করছি। তবে এটাও ঠিক, যারা ইতোমধ্যে এই ব্যবসায় আছেন, তাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এজন্য আমরা চেষ্টা করছি, যাদের লাইসেন্স আছে কিন্তু অধিক্ষেত্র উন্নীত করতে চাচ্ছেন, তাদেরকে আগে লাইসেন্স দেওয়া যায় কিনা। তারপর যদি এলাকাভিত্তিক প্রয়োজন হয়- নতুনদের লাইসেন্স দিলো। আমি লাইসেন্স আপগ্রেডেশনের জন্য জোর দাবি জানাচ্ছি।' লাইসেন্স আবেদন নামঞ্জুরের বিষয়ে জানতে চাইলে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বারবলেন, 'তাদেরকে লাইসেন্স দিলে তারা আরও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, না দিলে হবে না। এটা একটা বাজারে পরিণত হয়েছে। আমরা আমাদের জনসংখ্যার অনুপাতে লাইসেন্স দিই।

আমি লাইসেন্স দেবো, আর তারা মারামারি করবে, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

যেখানে প্রতিযোগিতা দরকার, সেটা বিটিআরসি বিবেচনা করে।' প্রসঙ্গত, দেশে আইএসপি লাইসেন্সের সংখ্যা এখন ৩ হাজার। এর বাইরে ২ হাজারের বেশি আইএসপি প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স ছাড়াই কার্যক্রম চালাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

ইন্টারনেট ব্রাউজিংয়ে নতুন ফিচার চ্যাটজিপিটির

আইটি ডেস্ক : চ্যাটজিপিটি সেবা আরো বিস্তৃত হচ্ছে বলে জানিয়েছে ওপেনএআই। এখন থেকে ওয়েব অনুসরণ করে সরাসরি হালনাগাদ ও প্রামাণিক উৎস থেকে তথ্য দিয়ে ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মেটাবে। 'ব্রাউজ উইথ বিং' নামের ফিচারটি শুধু প্লাস ও এন্টারপ্রাইজ সাবস্ক্রিপশনের জন্য উন্মুক্ত। তবে শিগগিরই সব ব্যবহারকারীর জন্য চালু করার আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি। নতুন এ সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভাইরাল চ্যাটবটটি বিস্তৃত পরিসরের ইন্টারনেট তথ্য ব্যবহার করতে পারবে। কোম্পানিটি বলছে, এই ব্রাউজিং ফিচারের মাধ্যমে গ্রাহকদের তথ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে ওয়েবসাইটগুলি চ্যাটজিপিটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। ব্রাউজ উইথ বিং চ্যাটজিপিটিকে বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো সঙ্গে মিথস্ক্রিয় করতে সক্ষম করে তুলেছে। জানা গেছে, জিপিটি ফোরের ব্যবহারকারীরা মেনুতেচ্ব্রাউজ উইথ বিং নির্বাচন করতে এই ফিচার আক্সেস করতে পারবেন। ওয়েব ব্রাউজিং ছাড়াও সম্প্রতি আরো কিছু পরিমার্জনের ঘোষণা দিয়েছে ওপেনএআই। নতুন একটি আপডেটে চ্যাটজিপিটিতে ব্যবহারকারীরা ভয়েসের মাধ্যমে আলাপ চালাতে পারবে। এ ছাড়া ইমেজ বা ছবি ব্যবহার করে চ্যাট করতে পারবেন। এর আগে প্রিমিয়াম চ্যাটজিপিটির প্লাস সাবস্কাইবারদের জন্য নতুন এক ফিচারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এই ফিচারে বিং সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে গ্রাহকেরা সর্বশেষ তথ্য জানতে পারতেন। তবে পরবর্তীতে এই ফিচার বাতিল করা হয় কারণ এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নির্ধারিত সাবস্ক্রিপকশন ফি ফাঁকি দিয়ে ব্যবহার করতে পারত। ব্যবহারকারীর সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে বিশ্বের ইতিহাসে সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অ্যাপ হল চ্যাটজিপিটি। গত জানুয়ারিতে এই প্ল্যাটফর্মে ১০ কোটি সক্রিয় ব্যবহারকারী দেখা যায়। ওপেনএআই-এর প্রতি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ দিন দিন বাড়ছে।

কম্পিউটার কেনার আগে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলো

আইটি ডেস্ক : বর্তমানে ইন্টারনেট ছাড়া এক মুহূর্তও চলে না। কোনো না কোনো কাজে ব্যবহার করছেন ইন্টারনেট। কম্পিউটারে ঘরে বসেই অনেক কাজ করে ফেলা সম্ভব। এমনকি এখন অনেকেই ফ্রিল্যান্সিং করে আয় করছেন মাসে লাখ লাখ টাকা। এজন্য প্রয়োজন নিজের একটি কম্পিউটার। যারা নতুন কম্পিউটার কিনতে চাচ্ছেন তাদের কিছু বিষয় জেনে রাখা জরুরি। কম্পিউটার কেনার আগে কিছু বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে। এতে নিজের প্রয়োজন ও সাধ্যের মধ্যে খুব ভালো একটি কম্পিউটার কিনতে পারবেন। জেনে নিন কম্পিউটার কেনার আগে যা জানা জরুরি- প্রসেসর প্রথমেই যে কম্পিউটারটি কিনতে চাচ্ছেন সেটির প্রসেসর কেমন তা জেনে নিন। প্রসেসর হলো কম্পিউটারের প্রধান উপকরণ। কম্পিউটারের মূল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই প্রসেসর। এটিকেই মূলত সিপিইউ বলা হয়। বর্তমানে বাজারে থাকা প্রসেসর নির্মাতা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে রয়েছে ইন্টেল ও এডিএম এর নাম। তবে ইন্টেল প্রসেসরের চাহিদা বেশি। যেহেতু প্রসেসর কম্পিউটারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ তাই এটি কেনার সময় অবশ্যই বিশেষ ভাবে সতর্ক থাকতে হবে। প্রসেসরের ক্লক স্পিড একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ক্লক স্পিড যত বেশি হবে প্রসেসরের প্রসেসিং ক্ষমতা তত বেশি হবে। আর একটি বিষয় হলো- প্রসেসরের সিরিজ যত উন্নত হবে এর স্পিড তত বাড়বে হবে। বর্তমান বাজারে কোর-আই সিরিজ সবচেয়ে আধুনিক। সপ্তম প্রজন্মের প্রসেসরের মধ্যে কোর-আই৭ এক্সট্রিম অন্যতম। প্রসেসর কেনার সময় এর থ্রেড কয়টি তাও লক্ষ্য করা জরুরি। কোর এবং থ্রেড এর সংখ্যা বেশি হলে স্পিড বেশি হবে। এছাড়াও বাস স্পিড ও ক্যাশ মেমোরি সম্পর্কেও খেয়াল রাখতে হবে। ইন্টেল প্রসেসর কিনলে এটি টার্বো বস্ট টেকনোলজির কি-না তাও খেয়াল করতে হবে। কেনার সময় এর বাস ফ্রিকোয়েন্সি দেখে কেনাই ভালো। ডিডিআর-থ্রি এর চেয়ে ডিডিআর ফোর র‍্যামের দক্ষতা বেশি। আর একটি বিষয় হলো- মাদারবোর্ডে র‍্যামের স্লট যেমন হবে আপনাকে ওই অনুপাতেই র‍্যাম কিনতে হবে। হার্ডডিস্ক

একটি কম্পিউটারের যাবতীয় তথ্য জমা রাখতে হার্ডডিস্ক ব্যবহার করা হয়। এটি কম্পিউটারের ভার্চুয়াল র‍্যাম হিসেবেও কাজ করে। তসিবা, স্যামসাং ও ট্রানসেন্ড কোম্পানির হার্ডডিস্ক বর্তমানে বাজারে রয়েছে। হার্ডডিস্কে যত বেশি জায়গা থাকবে আপনি তত বেশি তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন। বর্তমানে ৫০০ জিবি থেকে ৩টিবি পর্যন্ত হার্ডডিস্ক পাওয়া যায়। হার্ডডিস্কের আরপিএম বেশি হলে এর ডাটা ট্রন্সফার ক্ষমতা বেশি হবে।

কম্পিউটার কেসিং

মাদারবোর্ড, হার্ডডিস্কসহ অন্যান্য যন্ত্রাশং সাজিয়ে রাখার বক্সটিই হলো কেসিং।